বাংলা আজ যা ভাবে

সংবাদ নয়া জামানা

www.nayajamana.com ৪ ফাল্গুন ।। ১৪৩২।। মঙ্গলবার । ১৭ ফেব্রুয়ারি ২০২৬ ।। ১১ ম বর্ষ ৪০৩ সংখ্যা।। ১৭ পাতা বুলেটিন সংখ্যা

Center of Excellence in Education & Culture

TARGET POINT STUDY CIRCLE

A Group of Target Point (R) School
Recognized By : WBBSE, Index No - R1-283
(10+2) STANDARD (ARTS & SCIENCE)

TARGET POINT STUDY CIRCLE · TARGET · Estd 2014 · P.O.- Haruchak (Sahabajpur) P.S.- Kaliachak, Dist.- Malda, (W.B.)

A BENGALI MEDIUM HIGHER SECONDARY SCHOOL
FOLLOWED BY W.B.C.H.S.E. CURRICULUM
ARTS and SCIENCE (XI & XII) STREAM
WITH SPECIAL COACHING FOR MEDICAL (NEET) AND ENGINEERING (WBJEE)

MAGNIFICENT PERFORMANCES OF OUR STUDENTS IN H.S. - 2025

Golam Masud Biswas 482 (96.4%) · Sumaya Sultana 479 (95.8%) · Nayan Jabi 469 (93.8%) · Farhin Aktar 468 (93.6%) · Sonia Akhtar 460 (92%) · Asifa Khatun 460 (92%)

Admission Test
for class -XI (Science)
18th February, 2026
(Wednesday) at 12:00 pm

Offline & Online Form Fill-up will Start From 10th December, 2025
login for Online Form Fill-up:
www.targetpointrschool.org

NEET - UG & JEE 2025 Rankers

FARIA HOSSAIN — MBBS, I.P.G.M.E.R & S.S.K.M. Hospital, Kolkata.
PUNAM MANDAL — MBBS, Diamond Harbour Govt. Medical College
AFROJA KHATUN — North Bengal Medical College & Hospital, Siliguri.
SUHANA AKHTAR — Calcutta National Medical College &Hospital, Kolkata
RIDA KALIMI — MBBS, Malda Medical College & Hospital, Malda
GOLAM MASUD BISWAS — ECE, Jadavpur University

ABDUL AJIJ — Calcutta National Medical College & Hospital, Kolkata
MD JISHAN ALI — MBBS, Collage of Medicine & JNM Hospital, Kalyani, Nadia
FAHIM ABRAR — MBBS, Collage of Medicine & Sagore Dutta & Hospital, Kamarhati, Kolkata
TAHIR ALAM — MBBS, Barasat Govt. Medical College & Hospital
NAIMA KHATUN — MBBS, Malda Medical College & Hospital, Malda
MONALISA KHATUN — MBBS, Deben Mahata Govt. Medical College & Hospital

SEPARATE CAMPUS FOR BOYS AND GIRLS

BOYS' CAMPUS
SAHABAJPUR (CHHARKATOLA)
P.S.- KALIACHAK, DIST - MALDA
CONTACT NO - 8637060130/ 8101609680

GIRLS' CAMPUS
SAHABAJPUR (MASTER PARA)
P.S.- KALIACHAK, DIST - MALDA
CONTACT NO - 9734098601 / 9749271733

REGISTERED OFFICE :-
P.O : HARUCHAK (VIA- SAHABAJPUR),
P.S : KALIACHAK, DIST- MALDA,
WEST BENGAL - 732201

CONTACT NO- 9733080221 (H.M)
9734098601 / 9733093507 / 7872600103
9153199249 / 9775934411 / 8927011677
WEBSITE: www.targetpointrschool.org
Email ID : tprs2003@gmail.com

বাংলা আজ যা ভাবে

সংবাদ নয়া জামানা

www.nayajamana.com ৪ ফাল্গুন ।। ১৪৩২।। মঙ্গলবার । ১৭ ফেব্রুয়ারি ২০২৬ ।। ১১ ম বর্ষ ৪০৩ সংখ্যা।। ১৭ পাতা বুলেটিন সংখ্যা

বাংলা আজ যা ভাবে

সংবাদ নয়া জামানা

www.nayajamana.com ৪ ফাল্গুন ।। ১৪৩২।। মঙ্গলবার । ১৭ ফেব্রুয়ারি ২০২৬ ।। ১১ ম বর্ষ ৪০৩ সংখ্যা।। ১৭ পাতা বুলেটিন সংখ্যা

ভর্তি চলছে ভর্তি চলছে

ইউনিক পয়েণ্ট স্কুল (উঃ মাঃ)

স্থাপিত-২০১৩ একটি আদর্শ বেসরকারী আবাসিক শিক্ষা প্রতিষ্ঠান

(পঞ্চম থেকে দ্বাদশ শ্রেনী পর্যন্ত)

২০২৬-২৭ শিক্ষাবর্ষে একাদশ শ্রেনীতে (বিজ্ঞান বিভাগে) ভর্তি সংক্রান্ত বিজ্ঞপ্তি

ফর্ম দেওয়া শুরু ৩০শে জানুয়ারী ২০২৬ তারিখ থেকে

ফর্ম জমা দেওয়া ও অ্যাডমিট সংগ্রহ করার শেষ তারিখ -১৭ই ফেব্রুয়ারি ২০২৬

প্রথম প্রবেশিকা পরিক্ষা

১৮ই ফেব্রুয়ারী ২০২৬ বুধবার, সময় - দুপুর ১২ টায়

ইউনিক পয়েন্ট স্কুল ক্যাম্পাস -উত্তর দারিয়াপুর।

ফল প্রাকাশ (Result)

২৩ এ ফেব্রুয়ারী ২০২৬ সোমবার ,বেলা ১২টা

সফল ছাত্রছাত্রীদের ভর্তি নেওয়া হবে ২৩ এ ফেব্রুয়ারী ২০২৬ থেকে

যাতায়াতের জন্য গাড়ির সু-ব্যাবস্থা আছে

বালক ও বালিকাদের জন্য আলাদা হোস্টেলের ব্যাবস্থা আছে

এক নজরে মাধ্যমিক ও উচ্চমাধ্যমিক ফলাফল

2020:- Abdul Hakim Ansari — 644 (92%)	2021:- Faten Nehal — 691 (99%)	2022:- Neha Parvin — 666 (95%)	2023:- Sahil Akhtar — 612 (88%)	2024:- Noor Alam — 630 (90%)	2025:- Nadiya Parveen — 657 (94%)
2019:- Saheba Khatun — 455 (91%)	2020:- Mahabuba Khatun — 475 (95%)	2022:- Sarifa Firdous — 483 (97%)	2023:- Md. Nayem Akhtar — 425 (85%)	2024:- Abul Kalam Azad — 435 (87%)	2025:- Sahil Akhtar — 448 (90%)
Md. Nisbaul Ansari M.B.B.S. (2022) North Bengal Medical College & Hospital			Md. Abdul Hakim Ansari M.B.B.S. (2024) Burdwan Medical College & Hospital		

-: প্রধান শিক্ষক :-

মহঃ রাফিকুল ইসলাম

9734637998 (H.M) / 9735967889 / 9614147014

বাংলা আজ যা ভাবে

সংবাদ নয়া জামানা

www.nayajamana.com ৪ ফাল্গুন ।। ১৪৩২।। মঙ্গলবার । ১৭ ফেব্রুয়ারি ২০২৬ ।। ১১ ম বর্ষ ৪০৩ সংখ্যা।। ১৭ পাতা বুলেটিন সংখ্যা

ভোটার তালিকায় কারচুপি !

রাজ্যের সাত আধিকারিক-কে সাসপেন্ড করল কমিশন

নয়া জামানা ডেস্ক ঃ ভোটার তালিকা সংশোধনের চূড়ান্ত পর্যায়ের মুখে দাঁড়িয়ে রাজ্যে বড়সড় পদক্ষেপ নিল নির্বাচন কমিশন। কাজের স্বচ্ছতা বজায় রাখতে এবং দায়িত্ব পালনে চরম অবহেলার অভিযোগে পশ্চিমবঙ্গের সাতজন অ্যাসিস্ট্যান্ট ইলেক্টোরাল রেজিস্ট্রেশন অফিসার-কে অবিলম্বে সাসপেন্ড করার নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। রবিবার রাজ্যের মুখ্যসচিব নন্দিনী চক্রবর্তীকে এই মর্মে কড়া চিঠি পাঠিয়েছে কমিশন। আগামী ২৮ ফেব্রুয়ারি চূড়ান্ত ভোটার তালিকা প্রকাশের কথা, আর তার ঠিক আগেই কমিশনের এই সার্জিক্যাল স্ট্রাইক প্রশাসনিক মহলে ব্যাপক চাঞ্চল্য ছড়িয়েছে।কমিশনের নির্দেশে যে সাতজন আধিকারিককে সাসপেন্ড করা হয়েছে, তাঁরা রাজ্যের বিভিন্ন স্পর্শকাতর এলাকার দায়িত্ব সামলাচ্ছিলেন। তালিকায় রয়েছেন-ক্যানিং পূর্ব-এর সত্যজিৎ দাস ও জয়দীপ কুন্ডু (দায়িত্বে অবহেলার অভিযোগ)।সুতি বিধানসভার শেখ মুর্শিদ আলমময়নাগুড়ি ব্লকের ডালিয়া রায় চৌধুরী।ফরাক্কা বিধানসভার নীতিশ দাস, সামসেরগঞ্জ বিধানসভার ডক্টর সেফাউর রহমান,ডেবরা বিধানসভার দেবাশিস বিশ্বাস।গত শুক্রবারই সমস্ত জেলাশাসকদের

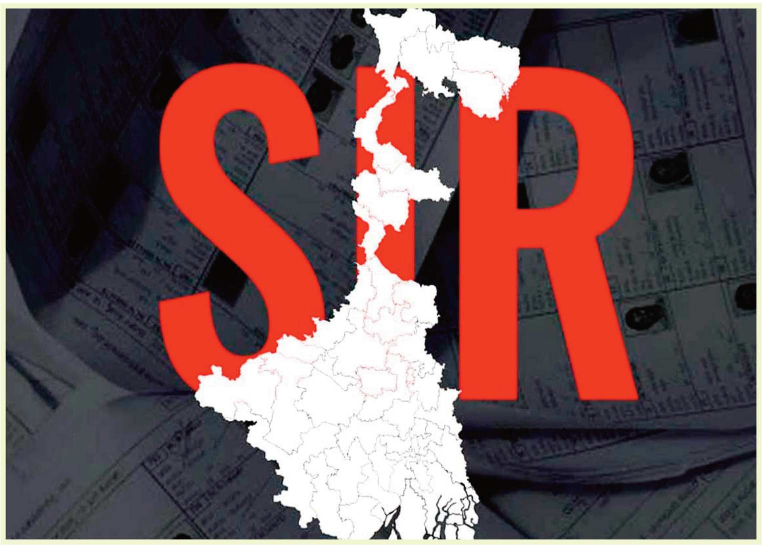

সঙ্গে ভার্চুয়াল বৈঠকে মুখ্য নির্বাচন কমিশনার জ্ঞানেশ কুমার স্পষ্ট করে দিয়েছিলেন যে, নির্বাচনী কাজে কোনওরকম গাফিলতি বা অসততা বরদাস্ত করা হবে না। সেই হুঁশিয়ারির ৪৮ ঘণ্টার মধ্যেই এই শাস্তিমূলক পদক্ষেপ নেওয়া হল। জানা গিয়েছে, বিশেষ নিবিড় সংশোধন বা-এর কাজে এই আধিকারিকরা আইনগত ক্ষমতার অপব্যবহার করেছেন এবং বেআইনিভাবে কাজ পরিচালনা করেছেন।সাসপেনশনের পাশাপাশি কমিশন রাজ্যকে আরও একটি গুরুত্বপূর্ণ চিঠি পাঠিয়েছে। সেখানে সুপ্রিম কোর্টের নির্দেশ মেনে ভোটার তালিকায় নাম বাদ দেওয়া সংক্রান্ত সমস্ত আপত্তি বা ফ্রম ৭ দ্রুত নিস্পত্তি করার নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। সম্প্রতি কিছু এলাকায় ফর্ম-৭ পুড়িয়ে দেওয়ার অভিযোগ সামনে আসায় কমিশন অত্যন্ত ক্ষুব্ধ।সিইও এবং ডিইও দপ্তরে জমা পড়া সমস্ত ফর্ম-৭ অবিলম্বে স্থানীয় ইআরও ও এইআরও-দের কাছে পাঠাতে হবে।নির্ধারিত নিয়ম মেনে এই অভিযোগগুলোর দ্রুত সমাধান করতে হবে।আধিকারিককে কঠোর সাজার মুখে পড়তে হবে।নবান্নে পাঠানো চিঠিতে জানানো হয়েছে, অভিযুক্তদের শুধুমাত্র সাসপেন্ড করলেই হবে না, তাঁদের বিরুদ্ধে অবিলম্বে বিভাগীয় তদন্ত শুরু করতে হবে। সেই তদন্ত কতদূর এগোল, তা নিয়মিতভাবে কমিশনকে জানাতে হবে। রাজ্যের মুখ্য নির্বাচনী আধিকারিক মনোজ কুমার আগরওয়াল জানিয়েছেন, গণতান্ত্রিক প্রক্রিয়ার পবিত্রতা বজায় রাখতে কমিশন আপসহীন।চূড়ান্ত তালিকা প্রকাশের মাত্র কয়েকদিন আগে এতজন আধিকারিকের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নেওয়া নজিরবিহীন। রাজনৈতিক বিশ্লেষকদের মতে, ভোটার তালিকায় নাম বাদ দেওয়া বা তোলার ক্ষেত্রে যাতে কোনও পক্ষপাতিত্ব না হয়, তা নিশ্চিত করতেই কমিশন এই কড়া অবস্থান নিয়েছে। মুর্শিদাবাদ এবং দক্ষিণ ২৪ পরগনার মতো জেলাগুলোতে যেখানে তালিকা নিয়ে অভিযোগ বেশি ছিল, সেখানেই শাস্তির খাঁড়া বেশি নেমে এসেছে।

সিন্ধু চুক্তি স্থগিতই

ইরাবতীর জল পাকিস্তানকে দেবে না ভারত

নয়া জামানা ডেস্ক ঃ সীমান্ত সন্ত্রাস ও কূটনৈতিক টানাপোড়েনের আবহে পাকিস্তানের বিরুদ্ধে জল-অস্ত্র প্রয়োগে বড়সড় পদক্ষেপ নিল নয়া দিল্লি। সিন্ধু জল চুক্তি স্থগিত করার পর এবার ইরাবতী নদীর অতিরিক্ত জল পাকিস্তানে যাওয়া বন্ধ করতে চলেছে নয়া দিল্লি। জম্মু ও কাশ্মীর-পাঞ্জাব সীমান্তে নির্মীয়মাণ শাহপুর কান্দি বাঁধের কাজ আগামী ৩১ মার্চের মধ্যে শেষ হতে চলেছে। এর ফলে আন্তর্জাতিক চুক্তির আওতায় থাকা ভারতের নিজস্ব জলের কানাকড়িও আর সীমান্ত পার হবে না।গত বছর ২২ এপ্রিল পহেলগাঁওয়ে ভয়াবহ জঙ্গি হামলায় ২৬ জন ভারতীয় জওয়ান ও নাগরিক প্রাণ হারান। এই ঘটনায় পাকিস্তানের মদতপুষ্ট জঙ্গি গোষ্ঠীর নাম জড়ানোর পরেই নয়া দিল্লি কড়া অবস্থান নেয়। দীর্ঘদিনের সিন্ধু জল চুক্তি স্থগিত করার পাশাপাশি ভারত স্থির করে, সিন্ধুর পূর্বদিকের তিন নদী বিপাশা, শতদ্রু এবং ইরাবতীর জলপ্রবাহের ওপর ভারতের যে পূর্ণ অধিকার রয়েছে, তা শতভাগ ব্যবহার করা হবে। এতদিন কারিগরি সীমাবদ্ধতার কারণে ইরাবতীর যে বাড়তি জল পাকিস্তানে বয়ে যেত, তা এখন থেকে দেশের কৃষিকাজে ব্যবহৃত হবে।জম্মু ও কাশ্মীরের জল সম্পদমন্ত্রী জাভেদ আহমেদ রানা

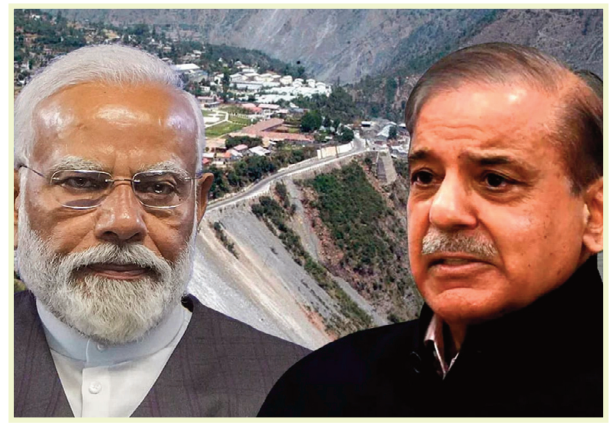

সম্প্রতি একটি সাক্ষাৎকারে জানান, শাহপুর কান্দি বাঁধ প্রকল্পটি এখন যুদ্ধকালীন তৎপরতায় শেষ করা হচ্ছে। তিনি বলেন, ইরাবতীর অতিরিক্ত জল পাকিস্তানকে দেওয়া হবে না। কাঠুয়া এবং সাম্বা জেলার মতো খরাপ্রবণ এলাকাগুলোতে সেচের জল পৌঁছে দেওয়া আমাদের অগ্রাধিকার।প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদির উদ্যোগে ২০১৮ সালে এই প্রকল্পে প্রায় ৪৮৫ কোটি টাকা বরাদ্দ করেছিল কেন্দ্রীয় মন্ত্রিসভা। এই বাঁধ সম্পন্ন হলে জম্মু ও কাশ্মীরের প্রায় ৩২,১৭৩ হেক্টর জমি সেচের আওতায় আসবে।পাঞ্জাবের প্রায় ৫, ০০০ হেক্টর জমিতে নতুন করে জল পৌঁছাবে।চন্দ্রভাগা নদীর ওপর চারটি জলবিদ্যুৎ প্রকল্পের কাজ দ্রুত শেষ করে ২০২৭-২৮ সালের মধ্যে বিদ্যুৎ উৎপাদন শুরু হবে।১৯৬০ সালের সিন্ধু জল চুক্তি অনুযায়ী, পূর্বের তিনটি নদীর ওপর ভারতের একচ্ছত্র অধিকার থাকলেও পশ্চিমের তিনটি নদী (সিন্ধু, বিতস্তা ও চন্দ্রভাগা)-র জল পাকিস্তান ব্যবহার করে। তবে ভারত নিজের অংশে বাঁধ তৈরি করে জলপ্রবাহ নিয়ন্ত্রণ শুরু করায় পাকিস্তানের পাঞ্জাব ও সিন্ধু প্রদেশে কৃষিকাজ মারাত্মক সংকটে পড়তে পারে। উল্লেখ্য, পাকিস্তানের ৮০ শতাংশ কৃষিকাজ এই নদী ব্যবস্থার ওপর নির্ভরশীল। আন্তর্জাতিক আদালতে দরবার করলেও ভারত স্পষ্ট জানিয়ে দিয়েছে, তারা এই আইনি প্রক্রিয়ার বৈধতা স্বীকার করে না। ভারতের এই কঠোর অবস্থানে ইসলামাবাদ যে চরম অস্বস্তিতে, তা বলাই বাহুল্য।

স্বনির্ভর বাংলার শুরুতে জনজোয়ার

দুদিনে জমা পড়ল সাড়ে ১৬ লক্ষ আবেদন

নয়া জামানা, কলকাতা রাজ্য সরকারের নতুন উদ্যোগ স্বনির্ভর বাংলা প্রকল্পের শুরুতেই জনজোয়ার দেখা দিয়েছে। গত রবিবার ও সোমবার এই মাত্র দু'দিনের মধ্যেই রাজ্যজুড়ে ১৬ লক্ষ ৫৬ হাজার ৪৫০টি আবেদন জমা পড়েছে। এর মধ্যে সিংহভাগ আবেদনই জমা পড়েছে বেকার যুবক-যুবতীদের জন্য ঘোষিত যুবসাথী প্রকল্পে। নবান্ন সূত্রে খবর, কেবল যুবসাথী সুবিধা পেতেই আবেদন করেছেন ১৪ লক্ষ ৬৪ হাজার ৮১২ জন।প্রশাসনের শীর্ষ মহলের মতে, অফলাইনের পাশাপাশি রবিবার রাত থেকে অনলাইনে আবেদনের সুবিধা চালু হওয়ায় ভিড় আরও বেড়েছে। নবান্ন সূত্রে জানানো হয়েছে, প্রথম দিনেই আবেদনকারীর সংখ্যা ছিল প্রায় সাড়ে ৬ লক্ষ, যা সোমবার একলাফে অনেকটা বেড়ে যায়। রাজ্যের ১৬০৪টি শিবিরে সাধারণ মানুষের এই স্বতঃস্ফূর্ত অংশগ্রহণ আগামী বিধানসভা নির্বাচনের আগে এক নতুন রাজনৈতিক সমীকরণের ইঙ্গিত দিচ্ছে বলে মনে করছেন রাজনৈতিক বিশ্লেষকরা। তাদের মতে, প্রকল্পের এই সাফল্য সরকারের প্রতি সাধারণ মানুষের আস্থারই প্রতিফলন।আবেদনের নিরিখে জেলাগুলির মধ্যে শীর্ষে রয়েছে মুর্শিদাবাদ। দ্বিতীয় স্থানে দক্ষিণ ২৪ পরগনা এবং পরবর্তী স্থানগুলিতে রয়েছে বাঁকুড়া ও পুরুলিয়া। অন্যদিকে, সবথেকে কম আবেদন জমা পড়েছে পাহাড়ি জেলা কালিম্পংয়ে।শুধুমাত্র যুবসাথী নয়, লক্ষ্মীর ভাণ্ডার, ভূমিহীন কৃষকদের আর্থিক সহায়তা এবং সেচের জলে ছাড় পেতে টিউবওয়েল ও আরএলআই প্রকল্পেও বহু মানুষ আবেদন জানিয়েছেন। সব মিলিয়ে যুবসাথী বাদে বাকি প্রকল্পগুলিতে প্রায় দুই লক্ষ আবেদন জমা পড়েছে।যুবসাথী প্রকল্পের আওতায় ২১ থেকে ৪০ বছর বয়সী মাধ্যমিক পাস বেকার যুবক-যুবতীরা মাসে ১৫০০ টাকা করে আর্থিক সহায়তা পাবেন। এই সহায়তা কর্মসংস্থান না হওয়া পর্যন্ত অথবা সর্বাধিক পাঁচ বছর পর্যন্ত দেওয়া হবে।শিবিরে ভিড় এড়াতে প্রশাসন খদ্মথন্.দ্রত্ন.ভ্রভ্ন পোর্টালের মাধ্যমে অনলাইন আবেদনের ওপর জোর দিচ্ছে। আবেদনকারীরা পোর্টালে গিয়ে ক্লিক টু অ্যাপ্লাই অপশন থেকে মোবাইল নম্বর ও ওটিপি-র মাধ্যমে সহজেই নাম নথিভুক্ত করতে পারছেন। আবেদন প্রক্রিয়া শেষে প্রাপ্ত প্রতিলিপিটি ভবিষ্যতে রেফারেন্সের জন্য সংরক্ষণের পরামর্শ দেওয়া হয়েছে। এছাড়া যে কোনও যান্ত্রিক বা পদ্ধতিগত সমস্যায় নির্দিষ্ট হেল্পডেস্ক নম্বরে যোগাযোগের ব্যবস্থাও রাখা হয়েছে।

আজই প্রধানমন্ত্রীর পদে শপথ তারেকের

নয়া জামানা ডেস্ক ঃ আড়াই দশকের দীর্ঘ প্রতীক্ষার অবসান ঘটিয়ে বাংলাদেশে আবারও প্রধানমন্ত্রীর দায়িত্বে ফিরছে বিএনপি। মঙ্গলবার বিকেলে জাতীয় সংসদ ভবনের দক্ষিণ প্লাজায় প্রধানমন্ত্রী হিসেবে শপথ নিতে যাচ্ছেন বিএনপির চেয়ারম্যান তারেক রহমান। মুহাম্মদ ইউনূসের নেতৃত্বাধীন অন্তর্বর্তী সরকার এই শপথ অনুষ্ঠানের আয়োজন করেছে, যেখানে প্রায় ১২০০ দেশি-বিদেশি অতিথি উপস্থিত থাকবেন। ভারতের প্রতিনিধি হিসেবে স্পিকার ওম বিড়লার এই অনুষ্ঠানে যোগ দেওয়ার কথা রয়েছে।গত বৃহস্পতিবার অনুষ্ঠিত ত্রয়োদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচনে বিএনপি ২০৯টি আসনে একক সংখ্যাগরিষ্ঠতা পেয়ে নিরঙ্কুশ জয় নিশ্চিত করে।জোটগতভাবে তাদের আসন সংখ্যা দাঁড়িয়েছে ২১২। এই নির্বাচনে তারেক রহমান ঢাকা-১৭ ও বগুড়া-৬ উভয় আসনেই বিজয়ী হয়েছিলেন। তবে সাংবিধানিক নিয়ম মেনে তিনি বগুড়া-৬ আসন থেকে পদত্যাগ করে ঢাকা-১৭ আসনটি নিজের কাছে রেখেছেন। নির্বাচন কমিশনের সচিব আখতার আহমেদ নিশ্চিত করেছেন যে, তারেক রহমানের ইস্তাপত্র ইতিমধ্যেই কমিশনে পৌঁছেছে, যার ফলে বগুড়া-৬ আসনটি এখ ন শূন্য।নতুন মন্ত্রিসভার সম্ভাব্য আকার হতে পারে ৩৫ থেকে ৩৭ সদস্যের।

এর মধ্যে ২৬ থেকে ২৭ জন পূর্ণ মন্ত্রী এবং ৯ থেকে ১০ জন প্রতিমন্ত্রী হিসেবে শপথ নিতে পারেন বলে সূত্রের খ বর।নবনির্বাচিত সরকারের জন্য রাজধানীর বেইলি রোড, মিন্টো রোড ও হেয়ার রোডের মন্ত্রিপাড়া হিসেবে পরিচিত এলাকায় ৩৬টি বাংলো ও অ্যাপার্টমেন্ট প্রস্তুত রাখা হয়েছে। অন্তর্বর্তী সরকারের উপদেষ্টা ও ঊর্ধ্বতন কর্মকর্তাদের সেসব আবাসন ছেড়ে দেওয়ার নোটিশ দেওয়া হয়েছে। শপথ গ্রহণের পর তারেক রহমানের আবাসন নিয়ে কৌতূহল থাকলেও বিএনপির একটি সূত্র জানিয়েছে, আপাতত তিনি গুলশান অ্যাভিনিউয়ের নিজ বাসভবনেই থাকছেন। তবে খুব শীঘ্রই তিনি রাষ্ট্রীয় অতিথি ভবন যমুনায় স্থানান্তরিত হবেন। উল্লেখ্য, সর্বশেষ ২০০১ সালে তারেক রহমানের মা খালেদা জিয়া বিএনপির পক্ষে প্রধানমন্ত্রী হিসেবে শপথ নিয়েছিলেন।

লজিক্যাল ডিসক্রিপেন্সির মামলা খারিজ করল সুপ্রিম কোর্ট

নয়া জামানা ডেস্ক ঃ বাংলায় ভোটার তালিকা সংশোধনের বিশেষ প্রক্রিয়া বা এসআইআর নিয়ে স্বস্তি পেল নির্বাচন কমিশন।এসআইআর প্রক্রিয়ায় বহুল আলোচিত লজিক্যাল ডিসক্রিপেন্সি ক্যাটেগরির সাংবিধানিক বৈধতাকে চ্যালেঞ্জ করে দায়ের হওয়া মামলা সোমবার খারিজ করে দিয়েছে সুপ্রিম কোর্ট। প্রধান বিচারপতি সূর্য কান্তের নেতৃত্বাধীন তিন বিচারপতির বেঞ্চ সাফ জানিয়েছে, পারিবারিক সম্পর্কের সত্যতা যাচাইয়ের মতো প্রশাসনিক বিষয়ে আদালত হস্তক্ষেপ করবে না।মোহাম্মদ জিম ফরহাদ নওয়াজ নামে এক ব্যক্তি এই ক্যাটেগরির বৈধতা নিয়ে শীর্ষ আদালতের দ্বারস্থ হয়েছিলেন। তার দাবি ছিল, লজিক্যাল ডিসক্রিপেন্সির নামে সাধারণ মানুষকে হয়রানি করা হচ্ছে এবং এই বিভাগটি বাতিল করা প্রয়োজন।

তবে প্রধান বিচারপতি সূর্য কান্ত, বিচারপতি জয়মাল্য বাগচী এবং বিচারপতি বিপুল এম পাঞ্চোলির বেঞ্চ আবেদনটি গ্রহণ করতে অস্বীকার করে। প্রধান বিচারপতির পর্যবেক্ষণ, কার বাবা-মা বা ভাই কে, তা খতিয়ে দেখার দায়ভার সুপ্রিম কোর্ট নিতে পারে না। এই বিষয়ে যেকোনও আইনি বিরোধ নিস্পত্তির জন্য নির্বাচন কমিশনের কাছেই আবেদন করার নির্দেশ দিয়েছে আদালত।বাংলায় এসআই আর প্রক্রিয়া শুরু হওয়ার পর থেকেই লজিক্যাল ডিসক্রিপেন্সি নিয়ে শাসকদল ও কমিশনের মধ্যে সংঘাত চরমে ওঠে। লজিক্যাল ডিসক্রিপেন্সি বলতে মূলত ভোটার তালিকায় একই পরিবারের সদস্যদের তথ্যে অসামঞ্জস্য বা একই তথ্য একাধিকবার থাকাকে বোঝায়।

ফের ভোটমুখী বঙ্গ সফরে মোদি ডেপুটি

নয়া জামানা , কলকাতা ঃ বঙ্গে বিধানসভা নির্বাচনের দামামা বাজতেই তৎপরতা তুঙ্গে গেরুয়া শিবিরে। আগামী মার্চে ব্রিগেডে প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীর সভার আগে, চলতি মাসেই রাজ্য সফরে আসছেন কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শাহ। আগামী ১৮ ফেব্রুয়ারি একদিনের সফরে নদিয়ার মায়াপুর ইসকন মন্দিরে আসছেন তিনি। রাজনৈতিক মহলের মতে, ভোটের আগে শ্রীকৃষ্ণের দরবারে শাহের এই সফর অত্যন্ত তাৎপর্যপূর্ণ।বিজেপি সূত্রে খবর, ১৮ ফেব্রুয়ারি দুপুর ২টো নাগাদ কলকাতা বিমানবন্দরে নামবেন অমিত শাহ। সেখান থেকে সেনার কপ্টারে সরাসরি পৌঁছাবেন মায়াপুরে। সফরসূচি অনুযায়ী, তিনি

প্রথমে ইসকনের শঙ্খভবন ও পরে পদ্মভবনে যাবেন। সেখানে সাধু-সন্তদের সঙ্গে তাঁর একটি বিশেষ বৈঠকের সম্ভাবনা রয়েছে। এরপর শ্রীল ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী ঠাকুরের ১৫২তম জন্মতিথি অনুষ্ঠানে যোগ দেবেন তিনি। মন্দিরে শ্রীকৃষ্ণের আরতি করার পরিকল্পনাও রয়েছে তাঁর।মার্চের শুরুতেই দোল উৎসব, আর তার আগেই দেশ-বিদেশের ভক্ত সমাগমে মুখরিত মায়াপুরকে বেছে নিয়েছেন শাহ। উত্তরবঙ্গ ও দক্ষিণবঙ্গে মোদীর ঝোড়ো সফরের পর, শাহের এই মন্দির সফরকে কেন্দ্র করে চর্চা শুরু হয়েছে রাজনৈতিক মহলে। ওয়াকিবহাল মহলের একাংশের মতে, হিন্দু ভোটব্যাঙ্ক সুসংহত করতেই এই ভক্তি মার্গ বেছে নিয়েছে বিজেপি নেতৃত্ব। কিছুদিন আগেই বারাকপুর ও শিলিগুড়িতে সভা করে যাওয়া শাহের এই সফর দলীয় কর্মীদের বাড়তি অক্সিজেন দেবে বলে মনে করা হচ্ছে।হাইপ্রোফাইল এই সফরকে কেন্দ্র করে নদিয়া জেলা প্রশাসন ও পুলিশের তৎপরতা তুঙ্গে।

নিশঙ্কার ব্যাটে শ্রীলঙ্কায় ফিরল স্বর্ণযুগ

অজিদের হারিয়ে সুপার এইটে সনাকারা

নয়া জামানা ডেস্ক চোট-আঘাত আর ধারাবাহিক ব্যর্থতায় জর্জরিত অস্ট্রেলিয়াকে পর্যুদস্ত করে টি-টোয়েন্টি বিশ্বকাপের সুপার এইট নিশ্চিত করল শ্রীলঙ্কা। সোমবার পাল্লেকেলেতে ব্যাটিং, বোলিং ও ফিল্ডিং তিন বিভাগেই অজিদের শাসন করে এক ইতিহাস গড়া জয় ছিনিয়ে নিল লঙ্কা বাহিনী। এই হারের ফলে ২০০৯ সালের পর আবারও বিশ্বকাপ থেকে অজিদের গ্রুপ পর্বেই বিদায় নেওয়ার ঘণ্টা বেজে উঠল।টসে জিতে অস্ট্রেলিয়াকে প্রথমে ব্যাটিংয়ে পাঠান লঙ্কান অধিনায়ক দাসুন সনাকা। ওপেনিং জুটিতে মিচেল মার্শ (৫৪) ও ট্র্যাভিস হেড (৫৬) ১০০ রান যোগ করলে মনে হয়েছিল বড় সংগ্রহ গড়বে অজিরা। কিন্তু দুশন হেমন্ত ও চামিরার নিয়ন্ত্রিত বোলিংয়ে তাসের ঘরের মতো ভেঙে পড়ে তাদের মিডল অর্ডার। ক্যামেরন গ্রিন ও টিম ডেভিড ব্যর্থ হলেও ম্যাক্সওয়েলের ২২ ও জশ ইংলিশের ২৭ রানের সৌজন্যে কোনোমতে ১৭৯ রান তোলে অস্ট্রেলিয়া। ২০ ওভার শেষ হওয়ার আগেই অজিদের অল-আউট করে দেন হেমন্ত।১৮১ রানের লক্ষ্য তাড়া করতে নেমে নতুন ইতিহাস লেখে শ্রীলঙ্কা। এর আগে বিশ্বকাপে এত রান তাড়া করে জেতেনি তারা। কিন্তু এদিন ওপেনার পাথুম নিশঙ্কার অপরাজিত বিধ্বংসী সেঞ্চুরি সব হিসাব বদলে দেয়। কুশল মেন্ডিসের লড়াকু হাফ-সেঞ্চুরি লঙ্কানদের জয়ের পথ আরও সুগম করে। তিন বছর পর অস্ট্রেলিয়ার বিরুদ্ধে এই জয় শ্রীলঙ্কাকে ভারত ও দক্ষিণ আফ্রিকার মতো সুপার এইটে পৌঁছে দিল।অন্যদিকে, মিচেল মার্শদের ভাগ্য এখন ঝুলে রয়েছে সুতোর ওপর। জিম্বাবোয়ে যদি তাদের পরের ম্যাচে আয়ারল্যান্ডকে হারিয়ে দেয়, তবে টুর্নামেন্ট থেকে বিদায় নিশ্চিত হয়ে যাবে বিশ্বজয়ী অস্ট্রেলিয়ার।

৫
১৭ ফেব্রুয়ারি ২০২৬

সম্পাদকীয়

নয়া জামানা

সম্পাদকীয়

দিল্লি, ঢাকা সম্পর্ক নতুন উষ্ণতার ইঙ্গিত

দীর্ঘ চার বছর পর বাংলাদেশের গম রপ্তানির ওপর নিষেধাজ্ঞা তুলে নিল ভারত। দিল্লির এই সিদ্ধান্ত নিছক বাণিজ্যিক পদক্ষেপ নয় বরং বদলে যাওয়া আঞ্চলিক রাজনীতির প্রেক্ষাপটে এক কূটনৈতিক বার্তাও বটে। প্রতিবেশী বাংলাদেশ এর রাজনৈতিক পালাবদলের মুহূর্তে এই সিদ্ধান্ত দুই দেশের সম্পর্কের ভবিষ্যৎ নিয়ে নতুন আশার সঞ্চার করেছে।২০২২ সালের মে মাসে অভ্যন্তরীণ বাজারে মূল্যবৃদ্ধির অজুহাতে গম রপ্তানি বন্ধ করেছিল দিল্লি।ফলে সীমান্তবর্তী ব্যবসা-বাণিজ্য কার্যত স্তব্ধ হয়ে পড়ে। বিশেষ করে হিলি স্থলবন্দর কেন্দ্রিক আমদানিকারকদের বড় ক্ষতির মুখে পড়তে হয়। আন্তর্জাতিক বাজার থেকে রাশিয়া ও ইউক্রেন থেকে গম আমদানি করতে বাধ্য হয় বাংলাদেশ যা কখনও সস্তা হলেও সরবরাহে অনিশ্চয়তা ছিলই।এমন সময়ে বাংলাদেশের রাজনৈতিক প্রেক্ষাপটেও বড় পরিবর্তন ঘটছে।বিদায় নিচ্ছে মহম্মদ ইউনুস এর অন্তর্বতী সরকার।নির্বাচনে জয়ী হয়েছে তারেক রহমান এর নেতৃত্বাধীন বাংলাদেশ জাতীয়তাবাদী দল। নতুন সরকার গঠনের আগে ভারতের এই পদক্ষেপ নিঃসন্দেহে কূটনৈতিকভাবে তাৎপর্যপূর্ণ। সম্পর্কের বরফ গলানোর এক নীরব প্রচেষ্টা বলেই মনে করছেন বিশেষজ্ঞরা। শুধু অর্থনীতি নয় এর সঙ্গে জড়িয়ে আছে আঞ্চলিক স্থিতিশীলতার প্রশ্নও। খাদ্যশস্যের মতো নিত্যপ্রয়োজনীয় পণ্যে সহযোগিতা প্রতিবেশী সম্পর্ককে আরও মজবুত করে। রাজনৈতিক মতপার্থক্য থাকলেও খাদ্য নিরাপত্তা ও বাণিজ্যে সহমর্মিতা দুই দেশের জনগণের কাছাকাছি আসার পথ খুলে দেয়।নতুন প্রধানমন্ত্রীর শপথগ্রহণে ভারতের প্রতিনিধিত্ব করবেন ওম বিড়লা ও বিদেশ সচিব বিক্রম মিসরি এটিও কূটনৈতিক গুরুত্ব বহন করে। স্পষ্ট যে, দিল্লি চাইছে ঢাকা-দিল্লি সম্পর্কে নতুন অধ্যায় শুরু হোক। সব মিলিয়ে বলা যায়,গম রপ্তানির এই সিদ্ধান্ত কেবল বাজারের হিসাব নয় এটি বিশ্বাস পুনর্গঠনের এক প্রতীকী সেতু। রাজনীতির পালাবদলে যদি সহযোগিতা ও পারস্পরিক স্বার্থকে অগ্রাধিকার দেওয়া যায় তবে দুই দেশের সম্পর্ক আরও বাস্তবভিত্তিক ও টেকসই হবে। খাদ্যের পথ ধরেই হয়তো বন্ধুত্বের নতুন অধ্যায় রচিত হতে চলেছে।

জীবনী

এলিজাবেথ ওলসেন

বর্তমান বিশ্ব চলচ্চিত্রের অন্যতম প্রতিভাবান এবং জনপ্রিয় অভিনেত্রী এলিজাবেথ ওলসেন ১৯৮৯ সালের ১৬ ফেব্রুয়ারি ক্যালিফোর্নিয়ার শারম্যান ওকসে জন্মগ্রহণ করেন। তাঁর পুরো নাম এলিজাবেথ চেজ ওলসেন। বিনোদন জগতের সঙ্গে তাঁর পরিচয় শৈশব থেকেই কারণ তাঁর দুই বড় বোন মেরি-কেট এবং অ্যাশলে ওলসেন নব্বইয়ের দশকের অত্যন্ত জনপ্রিয় শিশুশিল্পী ছিলেন। তবে এলিজাবেথ কেবল বোনদের পরিচয়ে পরিচিত হতে চাননি বরং নিজের কঠোর পরিশ্রম এবং অভিনয় দক্ষতার মাধ্যমে হলিউডে নিজের এক অনন্য অবস্থান তৈরি করেছেন। শৈশব থেকেই তিনি নাচ এবং গানের তালিম নিতেন এবং বোনদের অভিনীত বিভিন্ন প্রজেক্টে ছোট ছোট চরিত্রে অভিনয়ের মাধ্যমে ক্যামেরার সামনে দাঁড়ানোর অভিজ্ঞতা অর্জন করেন।উচ্চশিক্ষা এবং অভিনয়ের তাত্ত্বিক জ্ঞান অর্জনের জন্য তিনি নিউ ইয়র্ক বিশ্ববিদ্যালয়ের টিশ স্কুল অফ আর্টসে ভর্তি হন। সেখানে পড়াশোনা চলাকালীন তিনি রাশিয়ার মস্কো আর্ট থিয়েটারে গিয়ে অভিনয়ের উচ্চতর প্রশিক্ষণ গ্রহণ করেন। এই অভিজ্ঞতা তাঁর অভিনয়ের গভীরতা এবং শৈল্পিক দৃষ্টিভঙ্গি বদলে দিয়েছিল। ২০১১ সালে 'মার্থা মার্সি মে মার্লিন' চলচ্চিত্রে প্রধান চরিত্রে অভিনয়ের মাধ্যমে তিনি চলচ্চিত্র সমালোচকদের দৃষ্টি আকর্ষণ করেন। এই ছবিতে একজন মানসিকভাবে বিপর্যস্ত তরুণীর চরিত্রে তাঁর অভিনয় এতটাই শক্তিশালী ছিল যে তিনি রাতারাতি বিভিন্ন পুরস্কারের জন্য মনোনীত হন এবং হলিউডের উদীয়মান তারকা হিসেবে স্বীকৃত পান।তবে এলিজাবেথ ওলসেনের ক্যারিয়ারে সবচেয়ে বড় মোড় আসে ২০১৪ সালে যখন তিনি মার্ভেল সিনেমাটিক ইউনিভার্সে 'ওয়ান্ডা ম্যাক্সিমফ' বা 'স্কারলেট উইচ' চরিত্রে যোগ দেন। 'ক্যাপ্টেন আমেরিকা দ্য উইন্টার সোলজার'-এর একটি ছোট দৃশ্যের মাধ্যমে তাঁর যাত্রা শুরু হলেও পরবর্তীকালে 'অ্যাভেঞ্জার্স এজ অফ আলট্রন', 'সিভিল ওয়ার', 'ইনফিনিটি ওয়ার' এবং 'এন্ডগেম'-এর মতো ব্লকবাস্টার সিনেমাগুলোতে তাঁর চরিত্রটি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ হয়ে ওঠে। ওয়ান্ডার বেদনা, ক্রোধ এবং অলৌকিক ক্ষমতার যে মানবিক রূপ তিনি পর্দায় ফুটিয়ে তুলেছেন তা ভক্তদের হৃদয়ে বিশেষ জায়গা করে নিয়েছে। বিশেষ করে ২০২১ সালে মুক্তিপ্রাপ্ত ডিজনি প্লাস সিরিজ 'ওয়ান্ডাভিশন'-এ তাঁর অভিনয় এক নতুন উচ্চতায় পৌঁছায়। এই সিরিজের জন্য তিনি প্রাইমটাইম এমি এবং গোল্ডেন গ্লোব পুরস্কারের মনোনয়ন লাভ করেন। এখানে তিনি শোকাতুর এক নারীর বিচিত্র মানসিক অবস্থাকে নিপুণভাবে ফুটিয়ে তুলেছিলেন।কেবল ব্লকবাস্টার সিনেমাতেই নয় এলিজাবেথ ওলসেন নিজেকে প্রমাণ করেছেন ছোট বাজেটের স্বাধীন চলচ্চিত্রেও। 'উইন্ড রিভার' বা 'ইনগ্রিড গোজ ওয়েস্ট'-এর মতো ছবিতে তাঁর অভিনয় ক্ষমতা দর্শককে মুগ্ধ করেছে। তিনি এমন একজন অভিনেত্রী যিনি বাণিজ্যিক গ্ল্যামারের চেয়ে চরিত্রের গভীরতা ও মনস্তত্ত্বকে বেশি প্রাধান্য দেন। পর্দার বাইরে তিনি অত্যন্ত সপ্রতিভ এবং নিজের ব্যক্তিগত জীবনকে লোকচক্ষুর অন্তরালে রাখতে পছন্দ করেন। তিনি নিয়মিত সমাজসেবামূলক কাজের সাথেও যুক্ত থাকেন। বর্তমানে তিনি সমসাময়িক হলিউডের অন্যতম প্রভাবশালী অভিনেত্রী হিসেবে বিবেচিত হন যিনি একই সাথে অ্যাকশনধর্মী বিনোদনমূলক চলচ্চিত্র এবং গম্ভীর মনস্তাত্ত্বিক নাটকে সমান পারদর্শী। ৩২ বছর বয়সেই তিনি যে উচ্চতায় পৌঁছেছেন, তাতে বলাই বাহুল্য যে আগামী দিনে বিশ্ব চলচ্চিত্র তাঁর কাছ থেকে আরও অনেক অসাধারণ কাজ উপহার পাবে।

জানার অধিকার, প্রশ্নের অধিকার-গণতন্ত্রের মেরুদণ্ড

সাদ্দাম হোসেন, সহকারী অধ্যাপক
গণমাধ্যম বিভাগ, নেতাজি নগর কলেজ, কলকাতা

মানুষের জানার অধিকার রয়েছে, প্রশ্ন করার অধিকার রয়েছে। ভারতের সংবিধান একজন নাগরিককে শুধু ভোট দেওয়ার অধিকারই দেয় না, রাষ্ট্র ও প্রশাসনের কাছে জবাবদিহি দাবি করার নৈতিক ও আইনি ভিত্তিও প্রদান করে। তবু বাস্তব চিত্রে প্রায়শই দেখা যায়; কোনো সরকারি পদাধিকারী বা দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মী সাধারণ মানুষের প্রশ্নের উত্তরে উল্টো প্রশ্ন ছুড়ে দেন,আপনাকে কেন জবাব দেব? আপনি কে ? এই মনোভাব শুধু অগণতান্ত্রিক নয়, অসাংবিধানিকও বটে। ভারতের সংবিধানের অনুচ্ছেদ ১৯(১)(খ) নাগরিককে মতপ্রকাশের স্বাধীনতা দিয়েছে, যার অন্তর্গত হলো জানার অধিকার ও প্রশ্ন করার অধিকার। সুপ্রিম কোর্ট বহু রায়ে স্পষ্ট করেছে; রাষ্ট্রের কাজকর্ম সম্পর্কে জানার অধিকার গণতন্ত্রের মৌলিক শর্ত। এই সাংবিধানিক চেতনাকেই বাস্তব রূপ দিয়েছে তথ্যের অধিকার আইন, ২০০৫। অর্থাৎ কোনো সরকারি দপ্তরের সিদ্ধান্ত, ব্যয়, নিয়োগ, প্রকল্প বা প্রশাসনিক প্রক্রিয়া সম্পর্কে যুক্তিসংগত তথ্য চাইলে কোনো অফিসার তজবাব দেব নাদ বলতে পারেন না, আইনসম্মত ব্যতিক্রম ছাড়া। একইসঙ্গে অনুচ্ছেদ ১৪ আইনের দৃষ্টিতে সমতার কথা বলে এবং অনুচ্ছেদ ২১ মর্যাদার সঙ্গে বেঁচে থাকার অধিকার নিশ্চিত করে। ফলে প্রশাসনিক অপমান, অযথা ভয় দেখানো বা জবাবদিহি এড়িয়ে যাওয়া সাংবিধানিক মূল্যবোধের পরিপন্থী।

অবশ্যই ব্যক্তিগত গোপনীয়তার অধিকার রয়েছে। কিন্তু কোনো ব্যক্তি যখন সরকারি দায়িত্বে, জনসেবামূলক কাজে বা রাষ্ট্রের ক্ষমতা ও অর্থ ব্যবহারের সঙ্গে যুক্ত, তখন তার কাজের জবাবদিহি জনসমক্ষে প্রযোজ্য হয়। ব্যক্তিগত জীবন নয়, জনদায়িত্বই প্রশ্নের বিষয়।বাস্তবে দেখা যায়, সমাজে এক ধরনের ডোমিনেন্ট প্রশাসনিক সংস্কৃতি কাজ করে যেখানে প্রান্তিক, শ্রমজীবী বা স্বল্পশিক্ষিত মানুষ বেশি হয়রানির শিকার হন। আইনি অজ্ঞতাকে পুঁজি করে অনেক সময় ভয় দেখিয়ে জরিমানা আদায়, কোর্ট-কাছারির হুমকি, বা অযথা আটক করার প্রবণতা চোখে পড়ে। অবশ্যই সব পুলিশ, ডাক্তার বা অফিসার একরকম নন; অনেকেই মানবিক ও সহায়ক। কিন্তু নেতিবাচক অভিজ্ঞতার সংখ্যাই সাধারণ মানুষের মনে ভয়ের সংস্কৃতি তৈরি করে।

একটি রেলস্টেশনের ঘটনা এই বাস্তবতাকেই স্পষ্ট করে। একজন ব্যক্তি নিয়মভঙ্গ করেছিলেন, কিন্তু তার সঙ্গে থাকা আরেকজন কোনো অপরাধ না করেও পুলিশের দ্বারা আটক হন এবং দু'জনকেই জরিমানা দিতে বলা হয়। নির্দোষ ব্যক্তি যখন জানতে চান; আমার অপরাধটা কী?; তখন তাকে চুপ করিয়ে কাস্টডির ভয় দেখানো হয়। পরে আলোচনার মাধ্যমে বিষয়টি মীমাংসা হয় এবং স্বীকার করা হয়; প্রশ্নের উত্তর দেওয়া প্রশাসনিক দায়িত্বের মধ্যেই পড়ে। কিন্তু ঘটনার পর সেই শ্রমজীবী যুবকের কথায় উঠে আসে তিক্ত বাস্তব; শিক্ষিত পরিচয় থাকায় সম্মানজনক ব্যবহার, আর শ্রমিক পরিচয়ে ভয় ও অপমান।

এই চিত্র শুধু রেলস্টেশনেই সীমাবদ্ধ নয়। সরকারি হাসপাতালে রোগীর পরিবার চিকিৎসা সংক্রান্ত তথ্য চাইলে ধমক শোনেন, পঞ্চায়েত বা পুরসভায় প্রকল্পের হিসাব জানতে চাইলে ঘুরতে হয় দপ্তর থেকে দপ্তরে, ট্রাফিক চেকিংয়ে রসিদ ছাড়া জরিমানা আদায়ের অভিযোগও শোনা যায়। এগুলো বিচ্ছিন্ন ঘটনা হলেও গণতান্ত্রিক জবাবদিহির ঘাটতির ইঙ্গিত বহন করে।তবে নাগরিকেরও দায়িত্ব কম নয়। আইন মানা, নিয়ম মেনে চলা, কর্তব্যরত কর্মীদের সম্মান করা; এগুলো নাগরিক কর্তব্যের অংশ। কেউ ভুল করলে তাকে অপমান বা ভয় দেখিয়ে নয়, আইনি সচেতনতা দিয়ে সংশোধনের সুযোগ দেওয়াই মানবিক প্রশাসনের লক্ষণ। আইন প্রয়োগের উদ্দেশ্য শাস্তি নয়, শৃঙ্খলা ও সচেতনতা প্রতিষ্ঠা।যারা সমাজ পরিচালনার গুরুত্বপূর্ণ স্তম্ভ; পুলিশ, চিকিৎসক, আমলা, সরকারি ও বেসরকারি কর্মচারী; তাদের মনে রাখতে হবে, তারা শাসক নন, জনসেবক। ক্ষমতার ব্যবহার নয়, দায়িত্বের প্রয়োগই তাদের কাজকে মর্যাদা দেয়। সাধারণ মানুষের সঙ্গে সম্মানজনক আচরণ প্রশাসনের দুর্বলতা নয়, শক্তি।গণতন্ত্রের ভিত মজবুত হয় তখনই, যখন নাগরিক নির্ভয়ে প্রশ্ন করতে পারেন এবং প্রশাসন স্বচ্ছভাবে উত্তর দেয়। সঠিককে সঠিক বলা, ভুলকে সংশোধন করা; এই সংস্কৃতি গড়ে উঠুক। আইন মানা যেমন নাগরিকের কর্তব্য, তেমনি নাগরিককে সম্মান করা প্রশাসনের সাংবিধানিক দায়িত্ব। জানার অধিকার ও প্রশ্নের অধিকার; এই দুইয়ের সুস্থ চর্চাই পারে রাষ্ট্র ও সমাজকে আরও মানবিক ও জবাবদিহিমূলক করে তুলতে।

জোড়াসাঁকো ঠাকুরবাড়ির দিগম্বরী দেবী (১৮০৩-১৮৩৯)

মুহাম্মদ নাসেরউদ্দিন আব্বাসী

বাংলাদেশের যশোহরের নরেন্দ্রপুরের পিরালি রায়বংশে ১৮০৩ সালে জন্মগ্ৰহণ করেন। পিতা রামতনু রায়, মাতা আনন্দময়ী দেবী। নরেন্দ্রপুরে পাঠচর্চা শুরু হয়।১৮০৯ সালে প্রিন্স দ্বারকানাথ ঠাকুরের সঙ্গে দার পরিগ্রহ হয়।জোড়াসাঁকো ঠাকুর বাটিতে নববধূ দিগম্বরী দেবীর আগমনে শ্বশুর রামমণি ঠাকুর, শ্বাশুড়ী মেনকা দেবী সাদরে গ্রহণ করেন। নববধূর আসার পর ঠাকুর পরিবারের উত্তেরোত্তর শ্রীবৃদ্ধি ঘটে।রবীন্দ্রনাথের পিতামহীর বিবাহের সময় তাঁর বয়স ছিল ছয় বছর। তিনি অসামান্য সুন্দরী ছিলেন। ক্ষিতীন্দ্রনাথ ঠাকুর 'দ্বারকানাথ ঠাকুরের জীবনী' গ্রন্থে এ বিষয়ে লিখেছেন,.দিগম্বরীদেবীকে লোকে লক্ষ্মীর অবতার বলতো। তাঁর হাতের আঙুল চাঁপার কলিরমত, চুল কোঁকড়া, প্রতিমার পদযুগলের মতো তাঁর পদযুগল অনুরূপ ছিল। তিনি নাতিদীর্ঘ ছিলেন।

প্রকাশ থাকে যে, ঠাকুর বাটীতে যে জগদ্ধাত্রী মূর্তির মুখটি নাকি দিগম্বরী দেবীর মুখের অনুরূপ গঠন হতো। তিনি দ্বারকানাথ ঠাকুরের ছয় সন্তানের জননী। এঁরা ছিলেন দেবেন্দ্রনাথ (১৮২৬-১৯০৫), নরেন্দ্রনাথ, গিরীন্দ্রনাথ (১৮২০-৫৪), ভূপেন্দ্রনাথ (১৮২৬-৩৯) এবং নগেন্দ্রনাথ (১৮২৯-৫৮)। শৈশবে নরেন্দ্রনাথ মৃত্যুবরণ করেন। ১৮৩৯ সালের ১৯ জানুয়ারি ভূপেন্দ্রনাথের মৃত্যু হয়।দ্বারকানাথের মাতা অলকানন্দা ধর্মশীলা মহিলা ছিলেন। দ্বারকানাথকে তিনি দত্তক নিয়েছিলেন। বড় হয়ে দ্বারকানাথ ব্যবসার হেতু ইংরেজদের সাথে উঠাবসা পছন্দ করতেন না। পুত্রকে

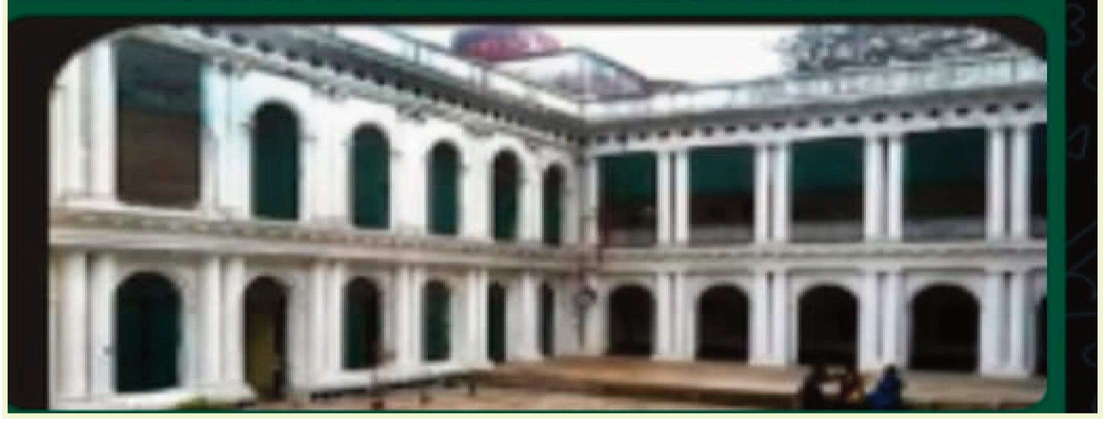

নিষ্ঠাবান হিন্দু সন্তান করতে না পারলেও পুত্রবধূ দিগম্বরী দেবীকে তিনি মনের মতো করে তৈরি করেছিলেন। ধর্মনিষ্ঠা এবং রাশভারি স্বভাবের জন্য, অন্দরমহলে তাঁকে সবাই সমীহ করে চলতেন। ক্ষিতীন্দ্রনাথ ঠাকুর 'দ্বারকানাথ ঠাকুরের জীবনী গ্রন্থে লিখেছেন 'তিনি যথেষ্ট গাম্ভীর প্রকৃতির ছিলেন এবং তিনি খুব রাশভারী লোক ছিলেন।... তাঁর নীরব শাসনের প্রতাপে গৃহ সুশাসিত ছিল। নীলমণি ঠাকুরের গোষ্ঠীই তখন জোড়াসাঁকোস্থিত ৬ নম্বর ভবনে একত্র বাস করিতেন। দিগম্বরী দেবী বর্তমান বাটীর উত্তরপূর্ব্বাঞ্চলের গৃহে থাকিতেন।... তিনি প্রত্যুষে চারটার সময় উঠিয়া প্রাতঃকৃত্য এবং স্নান সমাধা করিয়া হরিনাম করিতে বসিতেন। তাঁহার এক লক্ষ হরিনামের মালা ছিল। তাহার অর্দ্ধেক অংশ প্রাতে সমাপন করিয়া সামান্য আহার করিতেন আহারের প্রধান দুগ্ধ ও ফল। পরাণ ঠাকুর তাঁহার পূজার ও রাঁধিবার উপকরণ সংগ্রহ করিয়া দিতেন। তাঁহার পূজা এবং রাঁধাবাড়া হইয়া গেলে দুপুর বেলায় রাসপঞ্চাধ্যায়, শ্রীমদ্ভাগবত প্রভৃতি বাঙালা গ্রন্থপাঠে সময় অতিবাহিত করিতেন। আবার বৈকালে মুখ হাত ধুইয়া হরিনামের অবশিষ্ট অংশ সম্পাদিত করিয়া ফেলিতেন। দয়া বৈষ্ণবী আসিয়া প্রায়ই গ্রন্থপাঠ করিত। রাত্রে তিনি হরিনাম করিয়া অন্ন আহার করিতেন। একাদশীতে ফলমূল আহার করা তাঁর নিয়মিত অভ্যাস ছিল।'দ্বারকানাথের মাতা অলকানন্দার মতোই দিগম্বরী দেবী ইংরেজদের সাথে, দ্বারকানাথের সংসর্গ অপছন্দ করতেন। কিন্তু দ্বারকানাথ স্ত্রীর মতামতকে গ্রাহ্য করেন নি। ফলে তিনি স্বামীর সাথে দেখা-সাক্ষাৎ বন্ধ করে দেন। এরপর থেকে দ্বারকানাথ ঠাকুর বাড়ির বৈঠকখানাতেই কাটাতেন। পরে দিগম্বরীর নেতৃত্বে ঠাকুরবাড়ির মহিলারা দ্বারকানাথকে তাঁর বসতবাড়ি থেকেই বহিস্কারের সিদ্ধান্ত নেন। তিনি পণ্ডিতদের ডেকে বিবাহবিচ্ছেদের বিধান চেয়েছিলেন। কিন্তু পণ্ডিতার তাঁকে জানান যে, ভারতীয় শাস্ত্রে স্বামীর সঙ্গে বিবাহ বিচ্ছেদের বিধান নেই।ক্ষিতীন্দ্রনাথ ঠাকুর 'দ্বারকানাথ ঠাকুরের জীবনী গ্রন্থে এ বিষয়ে লিখেছেন, দিগম্বরীদেবী ব্রাহ্মণ-পণ্ডিতগণের নিকটে মতামত চাহিয়া পাঠাইলেন যে, যদি স্বামীর সহিত একত্র পানভোজন করেন, তবে তাঁহার সহিত একত্র অবস্থান কর্তব্য কি না। তাঁহারা উত্তর দিলেন যে, স্বামীকে ভক্তি ও তাঁহার সেবা অবশ্য কর্তব্য, তবে তাঁহার সহিত একত্র সহবাস প্রভৃতি কার্য্য অ-কর্তব্য। এই বিধান অনুসারে দিগম্বরী তাঁহার উপযুক্তমত সেবাকর্ম ব্যতীত আর সর্বপ্রকার সম্পর্ক ত্যাগ করিলেন। এখম বাহিরের লোকে তো আর ভিতরের সকল কথা জানিত না। তাহাদের আত্মীয়া স্ত্রীলেকেরা মাতা ঠাকুরুণের নিকট আসিয়া নিজ নিজ আব্দার জানাইত-কন্যা পিতার, ভগ্নী ভ্রাতার, মাতা পুত্রের, এইরূপে সকলেই আপনার লোকের চাকরী করাইয়া দিবার জন্য দিগম্বরী দেবীকে অনুরোধ উপরোধ করত। তাঁহাকেও কাজেই দ্বারকানাথের সহিত এই সকল বিষয়ে কথা কহিতে হইত। শুনিতে পাই যে, যতবার তিনি দ্বারকানাথের সহিত কথা কহিতে বাধ্য হইতেন, ততবারই সাতঘড়া গঙ্গা জলে স্নান করিয়া নিজেকে পরিশুদ্ধ বোধ করিতেন। এই বিষয়ে তাঁহার দিনরাতের বিচার ছিল না।'

পাঁচ জননীর জন্য 'রত্নগর্ভা' উপাধিতে ভূষিত হন।গঙ্গাস্নান, হরিনাম জপ করতেন। এক লক্ষ গুটির জপমালা ছিল।আহারের পর দুপুরে প্রত্যহ তিনি বাংলায় রাসপঞ্চাধ্যায়, শ্রীমদ্ভাগবত প্রভৃতি ধর্মগ্রন্থ অধ্যয়ন করতেন। প্রত্যহ পঞ্চাশ হাজার হরিনামে জপে রত থাকতেন।দয়া বৈষ্ণবীর সমীপে ধর্মশাস্ত্র চর্চা, সন্ধ্যার আহ্নিক, স্বামীর বর্তমানে সধবা অবস্থায়ই একদশীর ব্রত পালন করেন। স্বামী দ্বারকানাথ ঠাকুর ১৮২৩ সালে চব্বিশ পরগণায় কালেক্টরের দেওয়ান পদে নিযুক্ত হন। ১৮২৯ সালে ৭ আগস্ট ইউনিয়ান ব্যাঙ্কের ডিরেক্টর হন। ১৮৩৪ সালে সরকারি চাকরি ত্যাগ করে ঠাকুর পরিবারের যুগ্ম- মালিকানায় রেশম ও নীল রপ্তানি, কয়লাখনি ক্রয়, জাহাজ ব্যবসা, চিনির কল স্থাপন করেছিলোনা। ১৮৩৫ সালে স্বামী ক্যালকাটা পাবলিক লাইব্রেরী প্রতিষ্ঠা করেন। সতীদাহের বিরুদ্ধে দিগম্বরী দেবী আওয়াজ তোলেন। দীর্ঘ উপবাসের ফলে তাঁর শারীরিক অবস্থার অবনতি হয়। প্রবল শীতে সবস্ত্র স্নানে জ্বরে আক্রান্ত হন।এহেন সময় চতুর্থ পুত্র ভূপেন্দ্রনাথ ২০ জানুয়ারি তেরো বছর বয়সে অকাল মৃত্যুতে জননী দিগম্বরী দেবী পুত্র বিয়োগের যন্ত্রণায় কাতর হয়ে ১৮৩৯ সালে ২১ জানুয়ারি মৃত্যুবরণ করেন।

তালিকা সংশোধনে বাদ লক্ষ লক্ষ নাম

কমিশনকে সুপ্রিম তোপ কুণাল-চন্দ্রিমার

নয়া জামানা, কলকাতা ঃ রাজ্যের ভোটার তালিকা থেকে লক্ষ লক্ষ বৈধ নাগরিকের নাম ছেঁটে ফেলার নেপথ্যে নির্বাচন কমিশনের 'গভীর ষড়যন্ত্র' কাজ করছে। সোমবার তৃণমূল ভবন থেকে ঠিক এই ভাষাতেই সরব হলেন দলের রাজ্য সম্পাদক কুণাল ঘোষ এবং মন্ত্রী চন্দ্রিমা ভট্টাচার্য। তাঁদের অভিযোগ, ভোটার তালিকা সংশোধনের শুনানি প্রক্রিয়া মিটে যাওয়ার পর নতুন করে নথিপত্র নিয়ে আপত্তি তুলে সাধারণ মানুষকে বিপাকে ফেলা হচ্ছে। মূলত বিরোধী কণ্ঠরোধ ও ভোটারদের অধিকার হরণ করতেই কমিশন এই 'পরিকল্পিত কৌশল' নিয়েছে বলে দাবি শাসকদলের। তৃণমূল নেতৃত্বের মূল আপত্তির জায়গাটি হলো কমিশনের একটি সাম্প্রতিক চিঠি। সোমবার সাংবাদিক বৈঠকে তাঁরা জানান, ভোটার তালিকা সংশোধনের বিশেষ নিবিড় সংশোধন বা এসআইআরের শুনানির শেষ দিন ছিল ১৪ ফেব্রুয়ারি। অথচ ঠিক তার দু'দিন পর, অর্থাৎ ১৬ ফেব্রুয়ারি কমিশনের আন্ডার সেক্রেটারি শক্তি শর্মার সই করা একটি চিঠি তাঁদের হাতে আসে। ওই চিঠিতে সাফ জানানো হয়েছে, 'প্রধানমন্ত্রী আবাস যোজনা', 'ইন্দিরা আবাস যোজনা' বা রাজ্যের 'বাংলার বাড়ি' প্রকল্পের আর্থিক সহায়তার নথি ভোটার তালিকায় নাম নথিভুক্ত করার ক্ষেত্রে গ্রাহ্য হবে না।এই নির্দেশিকাকে ঘিরেই কমিশনের সদিচ্ছা নিয়ে প্রশ্ন তুলেছেন চন্দ্রিমা ভট্টাচার্য। তাঁর দাবি, রাজ্যের মুখ্য নির্বাচনী আধিকারিক গত ২১ জানুয়ারি এই বিষয়ে দিল্লির কাছে স্পষ্টিকরণ চেয়েছিলেন। কিন্তু কমিশন ইচ্ছাকৃতভাবে এক মাস সময় নষ্ট করে শুনানি শেষ হওয়ার পর জবাব পাঠাল। চন্দ্রিমা ক্ষোভ উগরে দিয়ে বলেন, 'কমিশন ইচ্ছাকৃতভাবে প্রায় একমাস সময় নষ্ট করে এবং শুনানি প্রক্রিয়া শেষ হওয়ার ঠিক পরে সেই চিঠির জবাব পাঠিয়েছে ।

এর ফলে যে সমস্ত সাধারণ মানুষ এই নথিগুলি জমা দিয়েছেন, তাঁদের পক্ষে নতুন করে অন্য কোনও নথি জমা দেওয়ার আর সুযোগ থাকল না । সুপ্রিম কোর্টের প্রসঙ্গ টেনে চন্দ্রিমা আরও অভিযোগ করেন, গত ১৯ জানুয়ারি শীর্ষ আদালত স্পষ্ট জানিয়েছিল যে কমিশনের নির্ধারিত তালিকার বাইরেও কিছু নথি গ্রাহ্য করা যাবে। তাঁর প্রশ্ন, বাংলায় নিজের জমি না থাকলে কেউ আবাসের টাকা পায় না। তাহলে জমি সংক্রান্ত নথি গ্রাহ্য হলেও কেন আবাসের শংসাপত্র বাতিল করা হবে? তাঁর মতে, 'এটা কী সরাসরি সুপ্রিম কোর্টের নির্দেশকে অমান্য করা নয়?' ঘটনাটিকে 'পিছনের দরজা দিয়ে ডাকাতি' বলে তোপ দেগেছেন কুণাল ঘোষ।

তাঁর প্রশ্ন, যখন সংশোধন প্রক্রিয়া চলছিল, তখন কেন এই নির্দেশ দেওয়া হলো না? কুণালের অভিযোগ, বিজেপি গণতান্ত্রিক পথে না পেরে কমিশনকে 'দলদাস' হিসেবে ব্যবহার করছে। তাঁর ভাষায়, 'গত ১৪ ফেব্রুয়ারি লজিক্যাল ডিসক্রিপেন্সি সংক্রান্ত সমস্ত শুনানি প্রক্রিয়া শেষ হয়ে গিয়েছে । সাধারণ মানুষ তাঁদের যা-যা বৈধ তথ্য ছিল, তা আপলোড করে দিয়েছে । এখন ১৬ তারিখে এসে কমিশন বলছে ওই নথি চলবে না ! এটা কোন ধরনের ন্যায়বিচার ?' তৃণমূল নেতৃত্বের অভিযোগ, অন্য রাজ্যে এই নথি চললেও বাংলার ক্ষেত্রে চরম বৈষম্য করা হচ্ছে। এই নির্দেশিকাকে অবৈধ ও অনৈতিক আখ্যা দিয়ে এর বিরুদ্ধে আইনি লড়াইয়ের হুঁশিয়ারি দিয়েছে ঘাসফুল শিবির।

ভোটের আগে ফের ফাটল আলিমুদ্দিনে

সেলিমকে চিঠি দিয়ে ইস্তফা প্রতীকের

নয়া জামানা, কলকাতা ঃ বিধানসভা ভোটের রণদামামা বাজার আগেই আলিমুদ্দিন স্ট্রিটে বড়সড় ভাঙন। দলের রাজ্য সম্পাদক মহম্মদ সেলিমকে চিঠি পাঠিয়ে সিপিএমের সমস্ত দায়িত্ব থেকে অব্যাহতি নিলেন লড়াকু ছাত্র নেতা হিসেবে পরিচিত প্রতীক উর রহমান। শুধু পদের দায়িত্বই নয়, পার্টির প্রাথমিক সদস্যপদও ত্যাগ করার কথা জানিয়েছেন তিনি। দীর্ঘদিনের ঘাসফুল-পদ্ম শিবিরের লড়াইয়ের মাঝে বামেদের এই তরুণ মুখ দলের সঙ্গে সম্পর্ক ছিন্ন করায় অস্বস্তিতে পড়েছে বামেরা । রাজনৈতিক মহলের মতে, নির্বাচনের প্রাক্কালে প্রতীকের মতো যুব নেতার এই প্রস্থান বামেদের ঘর গুছোনোর পথে বড় কাঁটা হয়ে দাঁড়াল।রাজ্য সম্পাদককে পাঠানো চিঠিতে নিজের প্রতীক লিখেছেন, 'কমরেড, আমি প্রতীক উর রহমান, পার্টির একজন সর্বক্ষণের কর্মী । সাম্প্রতিক সময়ে পার্টির জেলা ও রাজ্য নেতৃত্বের বেশ কিছু ভাবনা ও কর্মপদ্ধতির সঙ্গে আমি নিজেকে খাপ খাওয়াতে পারছি না, মানসিক দ্বন্দ্বের মধ্যে দিন কাটাতে হচ্ছে । এই অবস্থায় আমি পার্টির জেলা ও রাজ্য কমিটির দায়িত্ব তৎসহ পার্টির প্রাথমিক সদস্য পদ থেকে অব্যাহতি নেওয়ার সিদ্ধান্ত নিয়েছি । আমার এই সিদ্ধান্ত আপনাকে অবগত করালাম ।' প্রতীকের এই চিঠিতে নেতৃত্বের সঙ্গে তাঁর দীর্ঘদিনের নীতিগত ও কর্মপদ্ধতিগত দূরত্বের ইঙ্গিত স্পষ্ট হয়ে উঠেছে। সমাজমাধ্যম এই চিঠি ছড়িয়ে পড়তেই রাজনৈতিক মহলে জোর চর্চা শুরু হয়েছে । যদিও এই চিঠির সত্যতা যাচাই করেনি সকালের শিরোনাম । এসএফআই-এর সর্বভারতীয় সহ-সভাপতি এবং প্রাক্তন রাজ্য সভাপতি প্রতীকের রাজনৈতিক গুরুত্ব বাম শিবিরে কম ছিল না। গত লোকসভা নির্বাচনে খোদ অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়ের বিরুদ্ধে ডায়মন্ড হারবারে

কাস্তে-হাতুড়ি প্রতীকে লড়াই করেছিলেন তিনি। লড়াকু ছাত্রনেতা হিসেবে তাঁর জনপ্রিয়তা দলের নিচুতলাতেও ছিল নজরকাড়া। কিন্তু বেশ কিছুদিন ধরেই দলের জেলা ও রাজ্য নেতৃত্বের সঙ্গে তাঁর মতানৈক্য চলছিল বলে খবর। সেই দ্বন্দ্ব চরমে পৌঁছাতেই শেষ পর্যন্ত এই কঠোর পদক্ষেপ বেছে নিলেন তিনি।এদিকে এই ঘটনায় বামেদের বিঁধতে বিন্দুমাত্র দেরি করেনি শাসকদল তৃণমূল কংগ্রেস। দলের মুখপাত্র কুণাল ঘোষ সামাজিক মাধ্যমে প্রতীকের এই চিঠিটি পোস্ট করে সিপিএম নেতৃত্বকে কড়া ভাষায় আক্রমণ করেছেন। কুণাল লিখেছেন, 'সিপিএমের বায়োলজিকাল ফেরেব্বাজ নেতৃত্বের অংশ ও ফেসবুকের সভ্যতাহীন ফুটেজ বিপ্লবীদের দাপটে সিপিএমেরই প্রথম সারির যুবনেতাদের অবস্থা ও সিদ্ধান্ত এরকম । এসএফআই শীর্ষনেতা, জেলা নেতা, রাজ্য কমিটির কিছু দায়িত্বে থাকা ও গত লোকসভায় ডায়মন্ড হারবারে সিপিএম প্রার্থী প্রতীক উর । সিপিএমকে সর্বস্তরে ০ তে নামানো সম্পাদক ও তাঁর কিছু অযোগ্য বাতেলাবাজের কাঠিবাজিতে এই সিদ্ধান্ত বলে খবর । চিঠির সত্যতা যাচাই করতে পারিনি । ভুল হলে ডিলিট করে দেব ।'ভোটের মুখে যখন বাম-কংগ্রেস-আইএসএফ জোট নতুন করে অক্সিজেন খোঁজার চেষ্টা করছে, তখন কংগ্রেসের জোট থেকে সরে যাওয়া আবার প্রতীকের এই 'বিদ্রোহ' কর্মীদের মনোবলে বড় আঘাত হানল বলেই মনে করছে রাজনৈতিক বিশেষজ্ঞ মহলের একাংশ। আর এক মহলের ধারনা কিছুদিন আগে হুমায়ুন এবং সেলিমের মধ্যে যে বৈঠক হয়েছিল তারপর থেকে বামেদের তরুণ তুর্কি থেকে প্রবীণরা পর্যন্ত বিষয়টিকে মেনে নিতে পারেনি। কারণ এটি দলের মতাদর্শের সঙ্গে যায় না । এই নিয়ে প্রতীক উর রহমানের একটি পোষ্ট ভাইরাল হয়েছিল এবং সেই সঙ্গে শতরূপ ঘোষের মন্তব্য বেস চর্চিত হয়েছিল। সবমিলিয়ে,আলিমুদ্দিনের অন্দরে ক্রমবর্ধমান ক্ষোভ এখন প্রকাশ্য রাস্তায় চলে আসায় বিধানসভা নির্বাচনের বৈতরণী পার হওয়া সিপিএমের জন্য আরও কঠিন চ্যালেঞ্জ হয়ে দাঁড়াল।

পুরসভায় 'শ্মশানে' পাঠানোর মন্তব্যে বিতর্কে জড়ালেন তৃণমূল কাউন্সিলর

নয়া জামানা, কলকাতা ঃ জ্যান্ত মানুষকে শ্মশানে পাঠানোর নিদান! সোমবার কলকাতা পুরসভার বাজেট অধিবেশনে বিজেপি কাউন্সিলর মীনা দেবী পুরোহিতকে লক্ষ্য করে এমনই কুরুচিকর মন্তব্য করার অভিযোগ উঠল তৃণমূলের মহেশ শর্মার বিরুদ্ধে। কাউন্সিলর তারক সিং যখন সিরিটি শ্মশান নিয়ে জবাবি ভাষণ দিচ্ছিলেন, তখনই পার্কিং সমস্যা নিয়ে সরব হন মীনা দেবী। ঠিক সেই মুহূর্তেই তাঁর পিছন থেকে মহেশ শর্মা বলে ওঠেন, 'মীনা দেবী পুরহিতকেও এক্ষুনি শ্মশানে পাঠানো উচিত।' মুহূর্তে উত্তপ্ত হয়ে ওঠে পরিস্থিতি। ঘটনার তীব্র নিন্দা করে চেয়ারপার্সন মালা রায় সাফ জানান, এই মন্তব্য অসাংবিধানিক এবং তিনি একে সমর্থন করেন না। ক্ষুব্ধ মীনা দেবীর প্রশ্ন, 'আমি তো জিন্দা আছি। আমি কি মরে গেছি? উনি একজন মহিলাকে অসম্মান করেছেন। ক্ষমা চাইতে হবে।' পাল্টা সুর চড়িয়ে সজল ঘোষ বলেন, 'এটা অত্যন্ত নিম্নরুচির পরিচয়।' যদিও বিতর্কের মুখে দমে না গিয়ে মহেশ শর্মার সাফাই, 'মিথ্যা পাবলিসিটি করছেন। বেনারসে কি সকলে মরতে যায়? আমি ওঁর মৃত্যু কামনা করিনি।'

ভিড় এড়াতে এবার অনলাইনে 'যুবসাথী'

নয়া জামানা, কলকাতা ঃ বেকার ভাতা প্রকল্প 'যুবসাথী'র আবেদন ঘিরে রাজ্যজুড়ে জনবিস্ফোরণ রুখতে বড় পদক্ষেপ করল নবান্ন। এবার আর শুধু ক্যাম্পের লাইনে দাঁড়িয়ে নয়, ঘরে বসেই অনলাইনের মাধ্যমে আবেদন করা যাবে এই প্রকল্পে। সোমবার সরকারিভাবে এই সিদ্ধান্তের কথা জানানো হয়েছে। ১৫ ফেব্রুয়ারি থেকে ২৬ ফেব্রুয়ারি পর্যন্ত রাজ্যের ২৯৪টি বিধানসভা কেন্দ্রেই ক্যাম্প করে আবেদনপত্র জমা নেওয়ার কাজ শুরু হয়েছিল। কিন্তু প্রথম দিন থেকেই ক্যাম্পগুলোতে উপচে পড়া ভিড় এবং কোথাও কোথাও বিশৃঙ্খলার খবর মেলায় সাধারণ মানুষের দুর্ভোগ কমাতে এই ডিজিটাল রাস্তা বেছে নিল প্রশাসন। নতুন পদ্ধতিতে আবেদন করতে হলে ইচ্ছুক প্রার্থীদের https-//apas.wb.gov.in ওয়েবসাইটে যেতে হবে। সেখানে 'ক্লিক টু অ্যাপ্লাই' বিকল্পটি বেছে নিয়ে নিজের মোবাইল নম্বর দিয়ে নাম নথিভুক্ত করলেই মিলবে ডিজিটাল ফর্ম। সমস্ত প্রয়োজনীয় নথি আপলোড করে ফর্মটি অনলাইনে সাবমিট করার পর তা ডাউনলোড করে নিলেই আবেদন প্রক্রিয়া সম্পন্ন হবে। ভিড় সামাল দিতেই এই বিশেষ ব্যবস্থা বলে নবান্ন সূত্রে খবর। তবে এই প্রকল্পের সুবিধা পাওয়ার ক্ষেত্রে নির্দিষ্ট কিছু নিয়ম বেঁধে দিয়েছে সরকার। আবেদনকারীর বয়স হতে হবে ২১ থেকে ৪০ বছরের মধ্যে। সরকারি নিয়ম অনুযায়ী, আবেদনকারী যদি অন্য কোনও স্কলারশিপ পেয়ে থাকেন, তবে যুবসাথীর টাকা পেতে বাধা নেই।

কিন্তু রাজ্য সরকারের অন্য কোনও জনমুখী প্রকল্পের আর্থিক সুবিধা পেয়ে থাকলে এই প্রকল্পের সুবিধা মিলবে না। মূলত পাঁচ বছরের জন্য প্রতি মাসে এই ভাতা পাবেন উপভোক্তারা।

পাঁচ বছর পরেও যদি কেউ কর্মসংস্থান না পান, তবে রিভিউ বা পর্যালোচনার মাধ্যমে পরবর্তী সিদ্ধান্ত নেওয়া হবে। যাঁরা অনলাইনে আবেদন করতে পারবেন না, তাঁদের জন্য ২৬ তারিখ পর্যন্ত প্রতিদিন সকাল ১০টা থেকে বিকেল ৫টা পর্যন্ত ক্যাম্পের পরিষেবা চালু থাকছে। সেখানে সরাসরি নথি জমা দিয়ে তৎক্ষণাৎ রসিদ সংগ্রহ করা যাবে। নবান্নর এই পদক্ষেপে সাধারণ মানুষের দুর্ভোগ অনেকটাই কমবে বলে মনে করা হচ্ছে।

বাস অধিগ্রহণ নিয়ে টানাপড়েন নবান্নে নালিশ বাস মালিকদের

নয়া জামানা, কলকাতা ঃ ২০২৬-এর বিধানসভা ভোটের নির্ঘণ্ট এখনও ঘোষণা হয়নি। অথচ তার ঢের আগেই রাস্তা থেকে বাস তুলে নেওয়ার প্রক্রিয়া শুরু করে দিয়েছে প্রশাসন। রাজ্যের এই পদক্ষেপে রীতিমতো ক্ষুব্ধ বেসরকারি বাস মালিকরা। রিকুইজিশন নিয়ে এই টানাপড়েন কাটাতে এবার সরাসরি মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের হস্তক্ষেপ দাবি করল জয়েন্ট কাউন্সিল অফ বাস সিন্ডিকেটস। আলাপ-আলোচনা ছাড়া বলপূর্বক বাস তুলে নেওয়ার এই প্রক্রিয়াকে অনৈতিক তকমা দিয়ে দ্রুত সমাধান চেয়েছেন বাস মালিকরা। সংগঠনের সম্পাদক তপন বন্দ্যোপাধ্যায় এক লিখিত বিবৃতিতে স্পষ্ট জানিয়েছেন, রাস্তা থেকে সরাসরি বাস অধিগ্রহণ করার আগে কোনও রকম সমন্বয় করা হচ্ছে না। যা শুধু অনৈতিক নয়, সাধারণ যাত্রী পরিষেবার জন্যও অত্যন্ত ক্ষতিকর। তাঁর কথায়, করোনা অতিমারির লকডাউনের ধাক্কায় রাজ্যের বেসরকারি পরিবহণ পরিকাঠামো কার্যত ভেঙে পড়েছে। এমনিতেই রাস্তায় বেসরকারি বাসের আকাল। এই অবস্থায় কোনও আগাম বার্তা ছাড়া পুলিশ ও প্রশাসন বাস তুলে নিলে নিত্যযাত্রীরা চরম নাকাল হবেন।

Naya Jamana......14 january...2026.........._Layout 1 2/17/2026 1:52 AM Page 7

ব্রাউন সুগারসহ গ্রেপ্তার যুবক

সোমনাথ দত্ত, নয়া জামানা, মালবাজার ঃ শহরে মাদকচক্রের বিরুদ্ধে বড় সাফল্য পেল পুলিশ। সোমবার সাদা পোশাকের পুলিশের অভিযানে পানোয়ার বস্তি সংলগ্ন এলাকা থেকে ১০০ গ্রাম ব্রাউন সুগারসহ মিঠুন ঘোষ (৩৩) নামে এক যুবককে হাতেনাতে গ্রেপ্তার করা হয়। উদ্ধার হওয়া মাদকের বাজারদর প্রায় লক্ষাধিক টাকা বলে পুলিশ সূত্রে জানা গেছে। ধৃতের বাড়ি পানোয়ার বস্তি এলাকায়। দীর্ঘদিন ধরেই ওই এলাকায় নেশাচক্র সক্রিয় থাকার অভিযোগ ছিল। অভিযানের পর ঘটনাস্থলে প্রশাসনিক ও পুলিশ আধিকারিকরা পৌঁছান। মালবাজার থানা নির্দিষ্ট ধারায় মামলা রুজু করে তদন্ত শুরু করেছে।

১২ ঘণ্টায় উদ্ধার জোড়া চুরি যাওয়া সামগ্রী

নয়া জামানা, খড়িবাড়ি ঃ শিলিগুড়ি মহকুমার দুই থানার এলাকায় ঘটে যাওয়া জোড়া চুরির ঘটনায় দ্রুত সাফল্য পেল পুলিশ। পৃথক অভিযানে চুরি যাওয়া সামগ্রী উদ্ধার করা হয়েছে এবং দু'জন অভিযুক্তকে গ্রেফতার করা হয়েছে। প্রথম ঘটনাটি ঘটে নকশালবাড়ি থানা-র স্কুটিডাঙ্গি এলাকায়। ঘর ফাঁকা পেয়ে দুষ্কৃতীরা সোনা-গয়না ও নগদ ১ লক্ষ ৭০ হাজার টাকা চুরি করে। অভিযোগের ভিত্তিতে সিসিটিভি ফুটেজ খতিয়ে দেখে মাটিগাড়া থানার সহযোগিতায় দীপক দাস ওরফে 'ক্ষ্যাপা'-কে গ্রেফতার করা হয়। তাকে শিলিগুড়ি মহকুমা আদালত-এ পেশ করা হয়েছে। অন্যদিকে খড়িবাড়ি থানা-র এলাকায় টোটো ছিনতাইয়ের ঘটনায় বিহারের ঠাকুরগঞ্জ থেকে রঙ্গলাল বনিককে গ্রেফতার করে পুলিশ। তার হেফাজত থেকে চুরি যাওয়া টোটো উদ্ধার হয়েছে। এই জোড়া সাফল্য নিয়ে সাংবাদিক বৈঠকে সৌম্যজিৎ রায় জানান, তদন্ত চলছে এবং বাকি অভিযুক্তদের দ্রুত গ্রেফতার করা হবে।

মধ্যরাতে ভেটাগুড়িতে বিপুল পরিমাণ ইয়াবাসহ ধৃত এক

সামির হোসেন, নয়া জামানা, দিনহাটা ঃ মধ্যরাতে বড় সাফল্য পেল দিনহাটা পুলিশ। ভেটাগুড়ির ওয়েলকাম এলাকায় বিশেষ অভিযান চালিয়ে ২,৫০০ পিস ইয়াবা ট্যাবলেটসহ গ্রেপ্তার করা হল আতিয়ার রহমান (৪২)-কে। ধৃতের বাড়ি আটিয়াবাড়ি এলাকায় বলে পুলিশ সূত্রে জানা গেছে। পুলিশ জানিয়েছে, দিনহাটা এলাকায় দীর্ঘদিন ধরে সক্রিয় একটি মাদকচক্রের সঙ্গে আতিয়ারের যোগ ছিল বলে অভিযোগ। তাঁকে 'বড় মাপের ড্রাগ ডিলার' হিসেবেই চিহ্নিত করা হয়েছিল এবং বেশ কিছুদিন ধরেই তাঁর খোঁজে নজরদারি চলছিল। গোপন সূত্রে খবর পেয়ে মঙ্গলবার গভীর রাতে ভেটাগুড়ি-র ওয়েলকাম এলাকায় অভিযান চালিয়ে তাঁকে হাতেনাতে পাকড়াও করা হয়। ধৃতের কাছ থেকে উদ্ধার হওয়া ইয়াবা ট্যাবলেটগুলি বাজেয়াপ্ত করেছে পুলিশ। ঘটনায় মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ আইনে মামলা রুজু করা হয়েছে।

অভিযুক্তকে দিনহাটা আদালত-এ পেশ করা হয়েছে এবং তদন্তের স্বার্থে ৭ দিনের পুলিশি হেফাজতের আবেদন জানানো হয়েছে। আদালত কতদিনের হেফাজত মঞ্জুর করেছে, তা পরবর্তীতে জানা যাবে। পুলিশের তরফে জানানো হয়েছে, দিনহাটাকে মাদকমুক্ত করতে অভিযান আরও জোরদার করা হবে।

মাদক চক্রের সঙ্গে যুক্ত বড় মাথাদের চিহ্নিত করে কঠোর আইনি ব্যবস্থা নেওয়া হবে বলেও আশ্বাস দেওয়া হয়েছে।

আলিপুরদুয়ারে উদ্ধার বিপুল পরিমাণ প্যাঙ্গোলিনের আঁশ, গ্রেপ্তার তিন

নয়া জামানা, আলিপুরদুয়ার ঃ আলিপুরদুয়ার জেলায় বন্যপ্রাণ পাচারের বিরুদ্ধে বড় সাফল্য পেল বন দপ্তর। গোপন সূত্রের ভিত্তিতে রবিবার জলদাপাড়া বন বিভাগ-এর দক্ষিণ রেঞ্জের আধিকারিকরা বিশেষ অভিযান চালিয়ে ১.৭১ কেজি প্যাঙ্গোলিনের আঁশসহ তিনজন কথিত বন্যপ্রাণ পাচারকারীকে গ্রেপ্তার করেন। অভিযানটি চালানো হয় আলিপুরদুয়ার জেলার সোনাপুর, জয়গাঁও রাজ্য সড়কে। বন দপ্তর সূত্রে জানা গেছে, প্রাথমিক তদন্তে উঠে এসেছে উদ্ধার হওয়া প্যাঙ্গোলিনের আঁশ অবৈধ বাণিজ্যের উদ্দেশ্যে মেঘালয় থেকে পশ্চিমবঙ্গে পাচার করা হচ্ছিল। গ্রেপ্তার হওয়া অভিযুক্তরা হলেন আসামের মানকাচার এলাকার বাসিন্দা শাহজাহান আলি এবং কোচবিহার জেলার বাসিন্দা সুরজিত দাস ও মুকুল রহমান। বন্যপ্রাণ (সংরক্ষণ) আইন, ১৯৭২ অনুযায়ী প্যাঙ্গোলিন 'তালিকা,ভুক্ত' প্রজাতি, যা ভারতে সর্বোচ্চ আইনি সুরক্ষা পায়।

কোটি টাকার বাজেট ঘোষণা শিলিগুড়ি পুরনিগমে, উন্নয়ন,পর্যটনে জো্ কড়া সমালোচনা বিরোধীদের

বাপ্পা রায় ।। নয়া জামানা ।। শিলিগুড়ি

শিলিগুড়ি পুরনিগম-এর ২০২৬, ২০২৭ অর্থবর্ষের প্রস্তাবিত বাজেট এবং ২০২৫,২০২৬ অর্থবর্ষের সংশোধিত বাজেট নিয়ে সোমবার গুরুত্বপূর্ণ আলোচনা সভা অনুষ্ঠিত হলো। শহরের প্লাটিনাম জুবিলি ভবনের অধিবেশন কক্ষে আয়োজিত এই বাজেট অধিবেশনে রাজ্যের তৃতীয় বৃহত্তম পুরসভার আর্থিক পরিকল্পনার রূপরেখা তুলে ধরা হয়। এদিন পুরনিগমের তরফে চলতি অর্থবর্ষের জন্য মোট ৬৩৮ কোটি ৪২ লক্ষ টাকা বাজেট পেশ করা হয়। উল্লেখযোগ্যভাবে, গত অর্থবর্ষে এই বাজেটের পরিমাণ ছিল ৬২৩ কোটি ৪২ লক্ষ টাকা। অর্থাৎ নতুন বাজেটে প্রায় ১৫ কোটি টাকার বৃদ্ধি লক্ষ্য করা গেছে।

বাজেট অধিবেশনে উপস্থিত ছিলেন পুরসভার মেয়র, চেয়ারপার্সন, শাসক দলের কাউন্সিলররা এবং বিরোধী দলের প্রতিনিধিরা। সভাকক্ষে বাজেট উপস্থাপনের সময় শহরের সামগ্রিক উন্নয়ন, অবকাঠামো শক্তিশালীকরণ এবং ভবিষ্যৎ পরিকল্পনা নিয়ে বিস্তারিত আলোচনা হয়। বাজেটে বিশেষ গুরুত্ব দেওয়া হয়েছে শহরের সার্বিক উন্নয়ন ও পর্যটন বৃদ্ধিতে। ভৌগোলিক অবস্থান ও কৌশলগত গুরুত্বের কথা উল্লেখ করে অধিবেশন থেকে কেন্দ্র সরকারের কাছে শিলিগুড়িকে 'জাতীয় গুরুত্বপূর্ণ শহর' হিসেবে ঘোষণা করার দাবি তোলা হয়। প্রশাসনের বক্তব্য অনুযায়ী, উত্তরবঙ্গ, সিকিম, ভুটান এবং নেপালের প্রবেশদ্বার হিসেবে শিলিগুড়ির গুরুত্ব দিন দিন বাড়ছে। এই বাস্তবতাকে সামনে রেখেই ভবিষ্যৎ উন্নয়ন পরিকল্পনা সাজানো হয়েছে। এছাড়াও বাজেট আলোচনায় শহরের সামাজিক বৈচিত্র্যের প্রসঙ্গ উঠে আসে। বহু ভাষাভাষী ও বহু সংস্কৃতির মানুষের সহাবস্থানের কারণে শিলিগুড়িকে সিটি অফ ডাইভার্সিটি হিসেবে ঘোষণা করার আবেদন জানানো হয়। পুরনিগমের শাসক পক্ষের দাবি, এই তকমা পেলে পর্যটন ও বিনিয়োগের ক্ষেত্রে শহর আরও লাভবান হবে এবং আন্তর্জাতিক স্তরেও শিলিগুড়ির পরিচিতি বাড়বে। তবে বাজেট ঘোষণার পরপরই বিরোধী দলের তরফে তীব্র সমালোচনা শুরু হয়। বিরোধী নেতৃত্ব অভিযোগ করেন, এই বাজেট বাস্তবতার সঙ্গে সামঞ্জস্যপূর্ণ নয় এবং এটি মূলত রাজনৈতিক প্রচারের উদ্দেশ্যে তৈরি। বিরোধী কাউন্সিলরদের বক্তব্য অনুযায়ী, শহরের জল সরবরাহ, নিকাশি ব্যবস্থা, আবর্জনা ব্যবস্থাপনা ও ক্রমবর্ধমান ট্রাফিক সমস্যার স্থায়ী সমাধানের জন্য বাজেটে কোনও স্পষ্ট রোডম্যাপ নেই। পর্যটন ও বড় প্রকল্পের কথা বলা হলেও সাধারণ নাগরিক পরিষেবার উন্নয়নে বরাদ্দ যথেষ্ট নয় বলেও তাঁদের অভিযোগ। এছাড়াও বিরোধীদের দাবি, বাজেটে স্বচ্ছতা ও বাস্তবায়ন পরিকল্পনার অভাব রয়েছে। শুধুমাত্র বড় প্রকল্পের ঘোষণা করলেই হবে না, শহরের দৈনন্দিন নাগরিক পরিষেবার মানোন্নয়নে বাস্তব ও কার্যকর পদক্ষেপ নেওয়া জরুরি। এই সব প্রশ্ন ও সমালোচনার মধ্য দিয়েই শিলিগুড়ি পুরনিগমের নতুন বাজেট অধিবেশন শেষ হয়, যা নিয়ে আগামী দিনে রাজনৈতিক বিতর্ক আরও বাড়বে বলেই মনে করছে ওয়াকিবহাল মহল।

মহাশিবরাত্রিতে উপচে পড়া ভিড়, ভক্তিস্রোতে মুখরিত জল্পেশ মন্দির

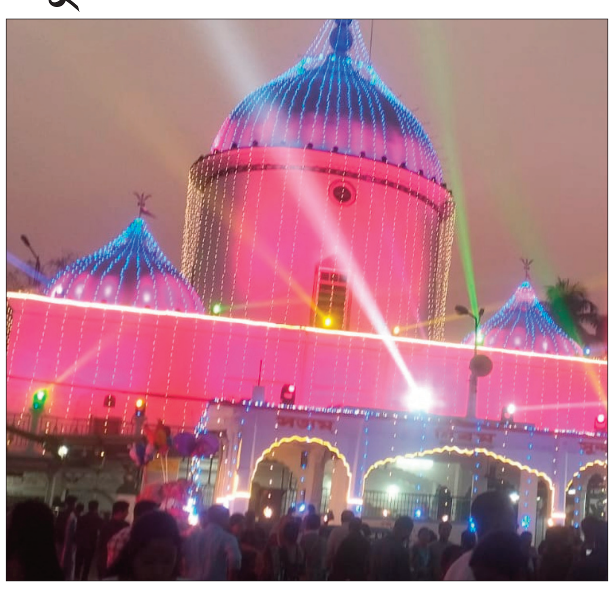

সুস্মিতা রায়, নয়া জামানা, জলপাইগুড়ি ঃ মহাশিবরাত্রি উপলক্ষে ভক্তির আবেশে মেতে উঠেছে জলপাইগুড়ির প্রাচীন শৈবধাম জল্পেশ মন্দির। রবিবার সন্ধ্যা থেকেই শুরু হয় ভক্তদের ঢল। সোমবার ভোরের আলো ফোটার সঙ্গে সঙ্গে দূরদূরান্ত থেকে আগত পুণ্যার্থীদের ভিড়ে মুখরিত হয়ে ওঠে মন্দির চত্বর। প্রশাসনের অনুমান, এ বছর ভিড়ের সংখ্যা আগের সব রেকর্ড ছাপিয়ে যেতে পারে। ময়নাগুড়ি ব্লক-এ অবস্থিত এই ঐতিহ্যবাহী শিবতীর্থে সকাল থেকেই শিবলিঙ্গে জল ঢালতে ও পুজো দিতে দীর্ঘ লাইনে দাঁড়ান হাজার হাজার ভক্ত। ধৈর্য ও বিশ্বাস নিয়ে একে একে তাঁরা গর্ভগৃহে প্রবেশ করে মহাদেবের আরাধনা করেন। রেকর্ড ভিড়ের সম্ভাবনায় কড়া নিরাপত্তার ব্যবস্থা করা হয়েছে। পুলিশি নজরদারি, সিসিটিভি পর্যবেক্ষণ ও ভিড় নিয়ন্ত্রণে বিশেষ পদক্ষেপ নেওয়া হয়েছে। স্বেচ্ছাসেবক ও সিভিল ডিফেন্স কর্মীরাও শৃঙ্খলা বজায় রাখতে তৎপর। মহাশিবরাত্রিকে কেন্দ্র করে শুরু হয়েছে দশ দিনব্যাপী জল্পেশ মেলা। মেলা প্রাঙ্গণে ভক্তিমূলক অনুষ্ঠান ও ব্যবসায়ীদের পসরায় উৎসবের আমেজ। উত্তরবঙ্গের বিভিন্ন জেলা ছাড়াও পার্শ্ববর্তী অসম এবং প্রতিবেশী নেপাল থেকেও ভক্তসমাগম ঘটেছে, যা ধর্মীয় সম্প্রীতির অনন্য নজির।

ভোটের আগেই 'ভোট'! ইভিএম ডেমোতে অংশ নিল নতুন ভোটাররা

অশোক মিত্র, নয়া জামানা, ধূপগুড়ি ঃ আসন্ন নির্বাচনের প্রস্তুতি হিসেবে ধূপগুড়িতে শুরু হয়ে গেল 'ভোট' দেওয়ার মহড়া। তবে এটি কোনও প্রকৃত নির্বাচন নয়;সাধারণ ভোটারদের ইভিএম ও ভিভিপ্যাট ব্যবহারে দক্ষ করে তুলতেই আয়োজন করা হয় বিশেষ ডেমোস্ট্রেশন ক্যাম্প। সোমবার ধূপগুড়ি মহকুমা শাসকের নবনির্মিত দপ্তরের সামনে এই শিবিরে বিভিন্ন এলাকা থেকে আসা ভোটারদের উৎসাহ ছিল চোখে পড়ার মতো। ভোটাররা সরাসরি মেশিনে বোতাম টিপে ভোট দেওয়ার সম্পূর্ণ প্রক্রিয়া হাতে-কলমে অনুশীলন করেন। শিবিরের উদ্বোধন করেন ধূপগুড়ির মহকুমা শাসক শ্রদ্ধা শুব্বা। তিনি জানান, ভোটারদের সচেতন রাখা ও বিভ্রান্তি দূর করাই এই উদ্যোগের মূল লক্ষ্য। কীভাবে ভোট রেকর্ড হয় এবং ভিভিপ্যাট স্লিপ দেখে তা যাচাই করা যায়;সবই বিস্তারিতভাবে বোঝানো হচ্ছে। প্রশাসন সূত্রে জানানো হয়েছে, আগামী কয়েকদিন বিভিন্ন 'দুয়ারে সরকার' ক্যাম্পেও এই প্রশিক্ষণ চলবে। এতে বিশেষ করে নতুন ভোটারদের ভয় ও জড়তা অনেকটাই কাটবে বলে আশাবাদী আধিকারিকরা।

> আসন্ন নির্বাচনের প্রস্তুতি হিসেবে ধূপগুড়িতে শুরু হয়ে গেল 'ভোট' দেওয়ার মহড়া। তবে এটি কোনও প্রকৃত নির্বাচন নয়; সাধারণ ভোটারদের ইভিএম ও ভিভিপ্যাট ব্যবহারে দক্ষ করে তুলতেই আয়োজন করা হয় বিশেষ ডেমোস্ট্রেশন ক্যাম্প। সোমবার ধূপগুড়ি মহকুমা শাসকের নবনির্মিত দপ্তরের সামনে এই শিবিরে বিভিন্ন এলাকা থেকে আসা ভোটারদের উৎসাহ ছিল চোখে পড়ার মতো।

আলিপুরদুয়ার,২ ব্লকে যুবক হত্যা মামলায় ঐতিহাসিক রায় আদালতের

মলয় দেবনাথ, নয়া জামানা, আলিপুরদুয়ার ঃ যুবক হত্যার ঘটনার মাত্র ১৩ মাসের মধ্যেই রায় ঘোষণা করে নজির গড়ল আলিপুরদুয়ার জেলা আদালত। সোমবার বিকেলে প্রতিবেশীকে খুনের অপরাধে এক ব্যক্তিকে যাবজ্জীবন কারাদণ্ডে দণ্ডিত করলেন বিচারক। দীর্ঘ এক বছর এক মাস ধরে চলা বিচারপ্রক্রিয়ার অবসান ঘটল এই রায়ের মধ্য দিয়ে। এই মামলাটি আলিপুরদুয়ার,২ ব্লকের চাপড়ের পাড় ২ গ্রাম পঞ্চায়েতের চালিনিরপাক এলাকায় সংঘটিত আলোচিত ঘটনার সঙ্গে যুক্ত। আদালতের রায় অনুযায়ী, দোষী সাব্যস্ত ব্যক্তি হলেন বানটু রায়। অভিযোগ, ২০২৫ সালের ১০ জানুয়ারি তিনি তাঁর প্রতিবেশী প্রসেনজিৎ রায়ের উপর হামলা চালান। মামলার নথি অনুযায়ী, ঘটনার দিন অভিযুক্ত মদ্যপ অবস্থায় অশালীন আচরণ শুরু করলে পরিস্থিতি শান্ত করার চেষ্টা করেন প্রসেনজিৎ রায়। সেই সময় পিছন দিক থেকে ধারালো অস্ত্র দিয়ে তাঁর উপর আক্রমণ করা হয় বলে অভিযোগ উঠে। এতে গুরুতর আহত হন প্রসেনজিৎ রায়। ঘটনার পর তাঁকে তড়িঘড়ি ভর্তি করা হয় আলিপুরদুয়ার জেলা হাসপাতাল-এ। তবে চিকিৎসাধীন অবস্থায় তাঁর মৃত্যু হয়। এই ঘটনায় এলাকাজুড়ে তীব্র চাঞ্চল্য ছড়িয়ে পড়ে।

পরদিন, অর্থাৎ ২০২৫ সালের ১১ জানুয়ারি নিহতের কাকা নির্মল রায় আলিপুরদুয়ার থানা-য় লিখিত অভিযোগ দায়ের করেন। তদন্তে নেমে পুলিশ অভিযুক্ত বানটু রায়কে গ্রেপ্তার করে এবং আদালতে পেশ করে। এরপর শুরু হয় দীর্ঘ বিচারপ্রক্রিয়া। রাষ্ট্রপক্ষের তরফে আদালতে মোট ১২ জন সাক্ষীর বয়ান পেশ করা হয়। সাক্ষ্যপ্রমাণ ও নথি খতিয়ে দেখে আদালত অভিযুক্তকে দোষী সাব্যস্ত করে। সরকারি আইনজীবী সুহৃদ মজুমদারের পক্ষে সওয়াল করতে গিয়ে অ্যাডভোকেট শ্রেলা মজুমদার জানান, যাবজ্জীবন কারাদণ্ডের পাশাপাশি আদালত রাজ্য সরকারকে নিহতের পরিবারকে ১০ লক্ষ টাকা ক্ষতিপূরণ দেওয়ার নির্দেশ দিয়েছে। এই দ্রুত বিচার ও কঠোর রায়কে স্বাগত জানিয়েছেন আইনজীবী মহল ও সাধারণ মানুষ।

তাঁদের মতে, এমন রায় সমাজে অপরাধ দমনে শক্ত বার্তা দেবে এবং বিচার ব্যবস্থার উপর মানুষের আস্থা আরও দৃঢ় করবে।

গৌতম দেবের উদ্যোগে শিলিগুড়ি জেলা হাসপাতালে বাড়ল আউটডোর পরিষেবা

নয়া জামানা, শিলিগুড়ি ঃ গরিব দিনমজুর, কর্মজীবী মানুষ ও দূরদূরান্ত থেকে আসা রোগীদের সুবিধার কথা মাথায় রেখে শিলিগুড়ি জেলা হাসপাতাল-এ আউটডোর পরিষেবার সময়সীমা বাড়ানোর উদ্যোগ নেওয়া হয়েছে। সোমবার থেকে দুপুর ২টা থেকে বিকেল ৪টা পর্যন্ত নতুন করে আউটডোর পরিষেবা চালু করা হয়েছে। হাসপাতাল কর্তৃপক্ষের মতে, এতে কর্মব্যস্ত মানুষদের চিকিৎসা পরিষেবা পেতে অনেকটাই সুবিধা হবে। হাসপাতাল সূত্রে জানা গেছে, বর্তমানে পরীক্ষামূলকভাবে তিনটি বিভাগের অভিজ্ঞ চিকিৎসকদের নিয়ে এই বাড়তি আউটডোর পরিষেবা শুরু হয়েছে। সাধারণ মানুষের চাহিদা এবং রোগীর সংখ্যা বাড়লে ভবিষ্যতে পরিষেবার সময়সীমা ও বিভাগ আরও বাড়ানো হতে পারে।

পরিস্থিতির উপর নজর রেখেই পরবর্তী সিদ্ধান্ত নেওয়া হবে বলে জানিয়েছে কর্তৃপক্ষ। এই নতুন পরিষেবার সূচনা উপলক্ষে শিলিগুড়ি জেলা হাসপাতালে এক সংক্ষিপ্ত অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়। অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন শিলিগুড়ি পুরনিগমের মেয়র তথা রোগী কল্যাণ সমিতির চেয়ারম্যান গৌতম দেব, জেলা মুখ্য স্বাস্থ্য আধিকারিক ডাঃ তুলসী প্রামানিক, হাসপাতাল সুপার ডাঃ চন্দন ঘোষ-সহ অন্যান্য আধিকারিকরা। অনুষ্ঠানে মেয়র গৌতম দেব বলেন, সাধারণ মানুষের সুবিধার কথা ভেবেই এই উদ্যোগ নেওয়া হয়েছে। শিলিগুড়ি জেলা হাসপাতালের উপর রোগীর চাপ অত্যন্ত বেশি। আপাতত তিনটি ইউনিট দিয়ে এই পরিষেবা শুরু করা হয়েছে। ভবিষ্যতে চাহিদা বাড়লে আরও ইউনিট ও সময়সীমা বাড়ানো হবে। জেলা মুখ্য স্বাস্থ্য আধিকারিক ডাঃ তুলসী প্রামানিক জানান, প্রাথমিকভাবে শিশু ও মা বিভাগ, মেডিসিন এবং সার্জারি বিভাগের চিকিৎসকদের নিয়ে এই দুপুরের আউটডোর পরিষেবা চালু হয়েছে। রোগীর চাহিদা অনুযায়ী পরবর্তীকালে অন্যান্য বিভাগও অন্তর্ভুক্ত করা হবে। এখন থেকে রোগীরা দুপুর ২টা থেকে ৪টার মধ্যে হাসপাতালে এসে টিকিট কেটে ডাক্তার দেখাতে পারবেন। কর্মব্যস্ত মানুষ ও দিনমজুরদের জন্য এই নতুন ব্যবস্থা বড় স্বস্তি দেবে বলেই মনে করছে হাসপাতাল কর্তৃপক্ষ।

গৌড়বঙ্গ
নয়া জামানা

কুশমন্ডিতে তৃণমূলের সংখ্যালঘু সেল কমিটি ঘোষণা

নয়া জামানা, দক্ষিণ দিনাজপুর ঃ কুশমন্ডি ব্লকের টিচার্স কপাটিপ সভা কক্ষে এদিন অনুষ্ঠিত হল তৃণমূল কংগ্রেসের সংখ্যালঘু সেলের এক গুরুত্বপূর্ণ সাংগঠনিক সভা। আসন্ন বিধানসভা নির্বাচনকে সামনে রেখে সংগঠনকে আরও মজবুত ও সুসংগঠিত করার লক্ষ্যে এদিন আনুষ্ঠানিকভাবে কুশমন্ডি ব্লকের পূর্ণাঙ্গ সংখ্যালঘু সেল কমিটি ঘোষণা করা হয়। পাশাপাশি ব্লকের অন্তর্গত আটটি অঞ্চলের সংখ্যালঘু সেলের সভাপতিদের নামও প্রকাশ করা হয় ।জেলা তৃণমূল সংখ্যালঘু সেলের সভাপতি মাহাবুর রহমান সরকার নবগঠিত কমিটির নাম ঘোষণা করেন।

বক্তব্য রাখতে গিয়ে তিনি বলেন, সংখ্যালঘু সমাজের উন্নয়ন, সামাজিক সম্প্রীতি বজায় রাখা এবং সরকারের জনমুখী প্রকল্পগুলি প্রান্তিক মানুষের কাছে পৌঁছে দেওয়ার ক্ষেত্রে এই কমিটি অগ্রণী ভূমিকা পালন করবে। বিধানসভা নির্বাচনকে সামনে রেখে তৃণমূল স্তরে সংগঠনকে আরও সক্রিয় ও শক্তিশালী করার আহ্বান জানান তিনি ।সভায় উপস্থিত ছিলেন জেলা সংখ্যালঘু সেলের সহ-সভাপতি মুজাফফর হোসেন ও মিজানুর রহমান। এছাড়াও উপস্থিত ছিলেন কুশমন্ডি ব্লক তৃণমূল সংখ্যালঘু সেলের সভাপতি আজিবুল হোসেন, কুশমন্ডি পঞ্চায়েত সমিতির কৃষি কর্মাধ্যক্ষ রেজা জাহির আব্বাস, কুশমন্ডি ব্লক তৃণমূল কংগ্রেসের সহ-সভাপতি জিতেন্দ্রনাথ সরকার সহ ব্লক ও অঞ্চল স্তরের একাধিক নেতা-কর্মী ।নবনিযুক্ত আটজন অঞ্চল সভাপতিকে শুভেচ্ছা জানিয়ে জেলা নেতৃত্ব আশা প্রকাশ করেন, তাঁদের সক্রিয় ভূমিকার মাধ্যমে কুশমন্ডি ব্লকে সংগঠনের ভিত আরও শক্তিশালী হবে এবং আসন্ন নির্বাচনে তৃণমূল কংগ্রেসের সাংগঠনিক শক্তি সুস্পষ্টভাবে প্রতিফলিত হবে। সভা শেষে কর্মী-সমর্থকদের মধ্যে ছিল উৎসাহ ও উদ্দীপনার আবহ। রাজনৈতিক মহলের মতে, বিধানসভা নির্বাচনকে সামনে রেখে এই পূর্ণাঙ্গ কমিটি ঘোষণা কুশমন্ডি ব্লকে তৃণমূলের সাংগঠনিক প্রস্তুতিকে আরও গতিশীল করে তুলবে।

মিমের কর্মীসভা ও যোগদান কর্মসূচী

নয়া জামানা, উঃ দিনাজপুর ঃ রায়গঞ্জ থানার অন্তর্গত বিন্দোল এলাকায় সর্বভারতীয় মজলিম এ ইত্তেহাদুল মুসলীমীন -এর এক কর্মীসভা অনুষ্ঠিত হল। সভায় রাজ্য সরকারের শিক্ষা, স্বাস্থ্য ও লক্ষ্মীর ভাণ্ডার-সহ একাধিক জনকল্যাণমূলক প্রকল্পের কড়া সমালোচনা করা হয়। এদিন সাংগঠনিক আলোচনা করতে গিয়ে দলের নেতৃত্ব বিজেপি ও তৃণমূল কংগ্রেস এর বিরুদ্ধে তীব্র আক্রমণ শানান। বক্তাদের অভিযোগ এই দুই দলই সাধারণ মানুষের প্রকৃত উন্নয়নে ব্যর্থ। তাই মানুষের অধিকার রক্ষায় ঐক্যবদ্ধ আন্দোলনের ডাক দেওয়া হয় সভা মঞ্চ থেকে। এদিন জেলা কংগ্রেস, তৃণমূল কংগ্রেস ও সিপিআইএম ছেড়ে প্রায় ৫০০ জন কর্মী এআইএমআইএম-এ যোগদান করেন।

নতুন সদস্যদের ফুল ও দলীয় পতাকা দিয়ে আনুষ্ঠানিকভাবে স্বাগত জানান দলের শীর্ষ নেতৃত্ব। সভায় উপস্থিত ছিলেন জেলা সভাপতি মোহাম্মদ মোজাফ্‌ফর, সহ-সভাপতি মজিবুর রহমান, সেক্রেটারি আশিরদ্দিন, রায়গঞ্জ ব্লক (২) সভাপতি ইব্রাহিম আলী, হেমতাবাদ ব্লক সভাপতি মেহেবুব আলম-সহ জেলা, ব্লক ও অঞ্চল স্তরের একাধিক নেতৃবৃন্দ। জেলা সভাপতি মোহাম্মদ মোজাফ্‌ফর তাঁর বক্তব্যে বলেন সাধারণ মানুষের অধিকার রক্ষা ও প্রকৃত উন্নয়নের লক্ষ্যে আগামী দিনে এআইএমআইএম আরও বৃহত্তর আন্দোলনে নামবে। উল্লেখ্য, এই কর্মীসভা ও ব্যাপক দলবদলকে ঘিরে রায়গঞ্জ ও সংলগ্ন এলাকায় রাজনৈতিক মহলে জোর চর্চা শুরু হয়েছে। যদিও তৃণমূল নেতৃত্ব বিষয়টিকে বিশেষ গুরুত্ব দিতে নারাজ। রায়গঞ্জ ব্লক (২) তৃণমূল কংগ্রেসের সভাপতি দীপঙ্কর বর্মন বলেন, উন্নয়নই শেষ কথা। উন্নয়ন যেদিকে যাবে, জনগণও সেদিকেই যাবে।

নির্বিঘ্নে সম্পন্ন মাদ্রাসা পর্ষদের পরীক্ষা, স্বস্তিতে পরীক্ষার্থীরা

নয়া জামানা,মালদা ঃ সোমবার মালদা জেলা জুড়ে নির্বিঘ্নেই সম্পন্ন হয়েছে পশ্চিমবঙ্গ মাদ্রাসা শিক্ষা পর্ষদের হাই মাদ্রাসা ফাইনাল, আলিম,ফাজিল পরীক্ষা,২০২৬। গত ২৯জানুয়ারি পরীক্ষা শুরু হয়েছিল। এদিন ঐচ্ছিক বিষয়ের পরীক্ষা সুষ্ঠুভাবে সম্পন্ন হয়েছে। মালদা জেলা শিক্ষা দপ্তর সূত্রে জানা গিয়েছে, জেলায় ৩২টি পরীক্ষা কেন্দ্রে মাদ্রাসা পর্ষদের পরীক্ষা অনুষ্ঠিত হয়েছে। এবছর জেলায় প্রায় ১৪হাজার পরীক্ষার্থী পরীক্ষা দিয়েছে। এর মধ্যে হাই মাদ্রাসা ফাইনালে প্রায় ১১হাজার জন , আলিম পরীক্ষায় ১৫০০জন এবং ফাজিল পরীক্ষায় ১৫০০জন পরীক্ষার্থী অংশ গ্রহণ করেন। জেলায় পরীক্ষা ব্যবস্থা সুষ্ঠুভাবে পরিচালনার জন্য জেলা শিক্ষা দপ্তরের পক্ষে প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ গ্রহণ করা হয়।

জেলায় পরীক্ষা পরিচালনায় ডিএলএসি টিম সক্রিয় ভূমিকা পালন করে। সেইসঙ্গে পরীক্ষা ব্যবস্থার সঙ্গে যুক্ত আধিকারিক, শিক্ষক শিক্ষিকা, নিরাপত্তা কর্মী সকলের সম্মিলিত প্রচেষ্টায় পরীক্ষা নির্বিঘ্নে সম্পন্ন হয়েছে। এই প্রসঙ্গে মালদা জেলা বিদ্যালয় পরিদর্শক(মাধ্যমিক) মৃন্ময় রায় বলেন, জেলায় পশ্চিমবঙ্গ মাদ্রাসা শিক্ষা পর্ষদের হাই মাদ্রাসা ফাইনাল, আলিম,ফাজিল পরীক্ষা ২০২৬ সুষ্ঠুভাবে সম্পন্ন হয়েছে। পরীক্ষা নিয়ে কোথাও কোন অপ্রীতিকর ঘটনা ঘটে নি।

এদিন ঐচ্ছিক বিষয়ের পরীক্ষা দিয়ে পরীক্ষার্থীরা হাসি মুখে বাড়ি ফিরে গেছে।

কুপ্রস্তাবে রাজি না হওয়ায় মহিলাকে শ্লীলতাহানি, অভিযোগ প্রতিবেশী গ্রামের যুবকের বিরুদ্ধে

রবিন মুরমু , নয়া জামানা, হিলি ঃ এক গৃহবধূকে প্রতিনিয়ত রাস্তাঘাটে কুপ্রস্তাব দেওয়ার পরেও ওই মহিলা রাজি না হওয়ায় রাস্তায় ধরে রীতিমতো শ্লীলতাহানিএবং মারধর করার অভিযোগ উঠল প্রতিবেশী গ্রামের এক যুবকের বিরুদ্ধে। এই ঘটনায় গত রবিবার দক্ষিণ দিনাজপুর জেলার হিলি থানায় লিখিত অভিযোগ দায়ের হয়েছে অভিযুক্ত এই যুবকের বিরুদ্ধে। হিলি থানার বিনশিরা গ্রাম পঞ্চায়েত এলাকার এক আদিবাসী মহিলা প্রতিবেশী গ্রামের যুবকের বিরুদ্ধে থানায় লিখি ত অভিযোগ জানিয়ে তিনি বলেন যে আমাকে দীর্ঘ কয়েক মাস ধরে রাস্তাঘাটে পথ আটকে মাঝে মাঝে আমাকে কুপ্রস্তাব দিত এক যুবক। তিনি বলেন যে তাহার কথাই রাজি না হওয়ায় আমার স্বামীকে টিনের ছাউনির ঘরটিতে ইলেকট্রিকের তার পিছিয়ে তাহাকে খুন করার প্রয়াসও চালিয়েছিল অভিযুক্ত এই যুবক। কিন্তু বিষয়টি জানতে পেরে ঐদিন বড় ধরনের দুর্ঘটনা হাত থেকে পরিবারের সদস্যারা সকলেই বেঁচে যান বলে তিনি জানান। গত শনিবার বাড়ি থেকে সামান্য কিছু দূরত্বে শ্রমিকের কাজে যাওয়ার পথে এই যুবক পথ আটকে চরমভাবে শ্লীলতাহানীএবং মারধর করা হয় বলে অভিযোগ। এই সমস্যা কথা গ্রামের জনপ্রতিনিধিকে বহুবার বলেও সমস্যার সমাধান হয়নি বলেও তিনি জানিয়েছেন। তিনি আরও বলেন যে বিষয়টি নিয়ে থানা পুলিশ এবং প্রশাসনের কাছে অভিযোগ করলে পরিবারের সদস্যদের প্রাণী মেরে ফেলবে বলে হুমকি দিয়ে আসে এই যুবক। অভিযোগকারী মহিলা আরও বলেন যে যুবকটি বিবাহিত তাহার স্ত্রীকে মারধর করে তাড়িয়ে দেওয়ার পর আমাকে মাঝেমধ্যে রাস্তাঘাটে পথ আটকে এই ধরনের কুপ্রস্তাব ওই যুবক দিয়ে আসছে বলে মানসিকভাবে চরম দুশ্চিন্তায় পড়েছেন মহিলা সহ পরিবারের সদস্যরা। তিনি বলেন শনিবার তাহাকে বিনশিরা স্বাস্থ্য কেন্দ্রের কাছাকাছি এলাকায় ওই যুবক হাত ধরে টানা হিজড়া শুরু করে দেয়। তাহার সঙ্গে ঘর সংসার করতে হবে বলেও জড়িয়ে ধরে এবং তার হাত থেকে বাঁচানোর চেষ্টা করলে মারধর করে বলে অভিযোগ। বিষয়টি নিয়ে গ্রামের প্রতিবেশীদের সাথে পরামর্শ নেওয়ার পর রবিবার ওই যুবকের বিরুদ্ধে হিলি থানায় অভিযোগ দায়ের করেছেন অসহায় এই মহিলাটি। হিলি থানার পুলিশ সূত্রে জানানো হয়েছে যে এক মহিলাকে শ্লীলতাহানি এবং মারধর করার অভিযোগে এলে থানায় একটি অভিযোগ দায়ের হয়েছে। খুব শীঘ্রই অভিযুক্ত এই যুবকটিকে গ্রেফতার করা হবে। এই ঘটনায় শারীরিকভাবে অসুস্থ এই আদিবাসী মহিলা বর্তমানে হিলি গ্রামীণ হাসপাতালে গত রবিবার থেকে তিনি চিকিৎসাধীন রয়েছে বলে তাহার পরিবার সূত্রে এমনটা জানা গেছে।

শুরু হল মাস্টার ব্লাস্টার সুরজিৎ সাহা কাপ ২০২৬

নয়া জামানা, মালদা ঃ গাজোল ব্লক তৃণমূল যুব কংগ্রেসের সভাপতির উদ্যোগে যুব সমাজকে এগিয়ে নিয়ে যাওয়ার মূল লক্ষ্য নিয়ে ৫ দিন ব্যাপী মাস্টার ব্লাস্টার সুরজিৎ সাহা কাপ ২০২৬ শুরু হল গাজোলের সবুজপল্লী ময়দানে ।খেলাটি হবে সবুজ পল্লীতে ,সোমবার এই খেলার শুভ সূচনা করেন গাজোল ব্লক যুব তৃণমূল কংগ্রেস সভাপতি সুরজিৎ সাহা সহ অন্যান্যরা ।খেলার শুভ সূচনাতে তৃণমূল যুব সভাপতি ফিতে কেটে উৎসাহ প্রদান করেন। জানা গিয়েছে, ৫ দিন ব্যাপী ১৬ দলীয় ক্রিকেট টুর্নামেন্ট হবে। সেখানে রাজ্যের বিভিন্ন জায়গার প্রান্ত থেকে টিম এই খেলায় অংশগ্রহণ করেছেন । যে দল খেলায় চ্যাম্পিয়ন হবে, তাঁকে পুরস্কার দেওয়া হবে। চ্যাম্পিয়ন দলকে পঞ্চাশ হাজার টাকা সঙ্গে ট্রফি, ও রানাস দলকে দেওয়া হবে ত্রিশ হাজার টাকা সঙ্গে ট্রফি।

এছাড়াও ম্যান অব দ্যা ম্যাচ সহ আরোও আকর্ষনীয় পুরস্কার বিতরণ কর্মসূচী রয়েছে। এলাকার মানুষ উদ্যোগকে সাধুবাদ জানিয়েছেন। উপস্থিত ছিলেন গাজোল ব্লক যুব তৃণমূল কংগ্রেসের সভাপতি সুরজিৎ সাহা,

অন্যতম তৃণমূল নেতা ভজহরি রায়, আশীষ বিশ্বাস, ও ভাস্কর সাহা, অমৃত মন্ডল ,পাপাই সাহা সহ অন্যান্য অতিথিবৃন্দ।

এলইডি স্ক্রিনে উন্নয়নের পাঁচালী, সুজালীতে উপচে পড়া ভিড়

নয়া জামানা, উত্তর দিনাজপুর ঃ ইসলামপুর ব্লকের কমলাগাঁও সুজালী গ্রাম পঞ্চায়েতের কুচিলা বুথে সোমবার সন্ধ্যায় রাজ্য সরকারের উন্নয়নমূলক কর্মসূচি ঘিরে অনুষ্ঠিত হল বিশেষ প্রচার অভিযান উন্নয়নের পাঁচালী। সাধারণ মানুষের মধ্যে সরকারি প্রকল্প সম্পর্কে সচেতনতা বাড়াতে একটি এলইডি স্ক্রিনে প্রায় এক ঘণ্টার তথ্যভিত্তিক ভিডিও প্রদর্শন করা হয় ।ভিডিওর মাধ্যমে রাজ্যের বিভিন্ন জনকল্যাণমূলক প্রকল্প, চলমান উন্নয়নমূলক কাজ এবং ভবিষ্যৎ পরিকল্পনা আকর্ষণীয় উপস্থাপনায় তুলে ধরা হয়। উপস্থিত মহিলাসহ সাধারণ মানুষ মনোযোগ সহকারে প্রদর্শনী দেখেন এবং প্রকল্পগুলির বিষয়ে বিস্তারিত ধারণা লাভ করেন। অনুষ্ঠানে বিশেষভাবে উপস্থিত থেকে সার্বিক তত্ত্বাবধান করেন সুজালী অঞ্চলের অঞ্চল সভাপতি আবদুস সাত্তার। তাঁর উদ্যোগ ও নেতৃত্বেই কর্মসূচিটি সফলভাবে সম্পন্ন হয়েছে বলে স্থানীয় সূত্রে জানা যায়। এছাড়াও কনভেনার জিয়ারুল হক, যুবনেতা শাহেদ আলম হান্নান, সাইফুলসহ একাধিক পঞ্চায়েত সদস্য উপস্থিত ছিলেন ।আয়োজকদের দাবি, ভবিষ্যতেও এ ধরনের কর্মসূচির মাধ্যমে উন্নয়নের বার্তা মানুষের দোরগোড়ায় পৌঁছে দেওয়া হবে।

মাদক কারবারিদের হাতে আক্রান্ত পুলিশ

নয়া জামানা, মালদা ঃ মাদক কারবারিদের ধরতে গিয়ে আক্রান্ত হল পুলিশ। মাদক কারবারিদের মারধরে আহত হলেন মালদার মানিকচক থানার এক এস.এস.আই সহ দুই সিভিক ভলান্টিয়ার। সোমবার বেলা ১২টা নাগাদ এই ঘটনাকে ঘিরে ব্যাপক চাঞ্চল্য ও সোরগোল তৈরি হল মানিকচকের নুরপুর অঞ্চলের ফকিরটোলা এলাকায়। জানা গেছে, নুরপুরের বিভিন্ন এলাকায় দীর্ঘদিন নিষিদ্ধ মাদকের বেআইনি কারবার চালাচ্ছিল একদল মাদক কারবারি। মাদকের বেআইনি কারবারের রমরমার কারণে এলাকার যুব সমাজ ক্রমশ মাদকের নেশায় আচ্ছন্ন হয়ে পড়ছিল।

মাদকাসক্তরা এলাকার বিভিন্ন এলাকায় নিত্যদিন জুয়ার আসর বসাচ্ছিল। এমনকি সোমবার মাদক কারবারিরা নুরপুরের ফকিরটোলা আমবাগানে নিজেদের মধ্যে গোপন বৈঠকে বসেছিল। এই মর্মে গোপন সূত্রে খবর পেয়ে সোমবার বেলা ১২টা নাগাদ মানিকচক থানার পুলিশ নুরপুরের ফকিরটোলার আমবাগানে অতর্কিতে হানা দেয়। পুলিশ মাদক কারবারিদের হাতেনাতে পাকড়াও করতে উদ্যত হয়। আর ঠিক তখনই মাদক কারবারিরা পুলিশের উপর চড়াও হয়ে মারধর শুরু করে বলে খবর। সেই মারধরে আক্রান্ত হন মানিকচক থানার এ.এস.আই পিযুষ মন্ডল সহ দুই সিভিক ভলান্টিয়ার। ঘটনার খ বর পেয়ে পরে মানিকচক থানার আইসি সূর্যদীপ্ত ভট্টাচার্য বিশাল পুলিশ বাহিনী নিয়ে ঘটনাস্থলে পৌঁছান এবং পলাতক মাদক কারবারিদের ধরতে তদন্ত শুরু করে। তদন্তে নেমে পুলিশ মাদক কারবারিদের ফেলা যাওয়া আটটি মোটর বাইক আটক করে বলে খবর।

খেলায় খেলায় সচেতনতা,স্বনির্ভর মহিলাদের পাশে মালদহ জেলাশাসক

নয়া জামানা,ইংরেজবাজার ঃ গ্রামীণ প্রান্তরে এক অন্যরকম প্রশাসনিক উদ্যোগের ছবি ধরা পড়ল সোমবার ।আনন্দধারা ,স্বনির্ভর গোষ্ঠীর মহিলাদের সশক্তিকরণ কর্মসূচিতে উপস্থিত হয়ে আনুষ্ঠানিকতার গণ্ডি ভেঙে সরাসরি খেলায় মেতে উঠলেন মালদহ জেলাশাসক প্রীতি গোয়েল ।স্থান ছিল ইংরেজবাজার ব্লকের যদুপুর-১ অঞ্চলের কাঁটাগড় এলাকা ।কর্মসূচির মঞ্চ যেন মুহূর্তেই পরিণত হয় আনন্দমেলায়। দৌড়, দলগত খেলা, হাসি-ঠাট্টার ফাঁকেই মহিলাদের সঙ্গে মিশে যান জেলাশাসক। শুধু খেলাই নয়, কুইজ প্রতিযোগিতার মাধ্যমে রাজ্য সরকারের বিভিন্ন জনকল্যাণমূলক প্রকল্প সম্পর্কে সচেতনতার বার্তাও পৌঁছে দেন তিনি।

প্রশ্নোত্তরের ছলে উঠে আসে স্বাস্থ্য, আর্থিক সহায়তা ও স্বনির্ভরতার নানা দিক ।রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় এর উদ্যোগে চালু হওয়া এই আনন্দধারা কর্মসূচির লক্ষ্য গ্রামের মহিলাদের অর্থনৈতিক ও সামাজিকভাবে শক্তিশালী করে তোলা।

সেই লক্ষ্যেই এমন ব্যতিক্রমী প্রয়াস ।এদিন উপস্থিত ছিলেন পঞ্চায়েত সমিতির কর্মাধ্যক্ষ সুবীর সাহা-সহ অন্যান্য প্রশাসনিক আধিকারিকরাও। তবে দিনের সেরা প্রাপ্তি ছিল একটাই সরকার ও সাধারণ মানুষের দূরত্ব ঘুচিয়ে একসঙ্গে হাসি আর আত্মবিশ্বাসের বন্ধন গড়ে তোলা।

রামগঞ্জে যুব সাথীর আবেদনে দ্বিতীয় দিনেও উপচে পড়া ভিড়

নয়া জামানা,ইসলামপুর ঃ ইসলামপুর ব্লকের রামগঞ্জ গরুহাটি মাঠে যুব সাথী প্রকল্পের দ্বিতীয় দিনের রেজিস্ট্রেশন ক্যাম্পে ব্যাপক সাড়া মিলেছে। সকাল থেকেই হাজার হাজার বেকার যুবক-যুবতী লাইনে দাঁড়িয়ে ফর্ম সংগ্রহ ও জমা দেন। গোটা ক্যাম্প চত্বরে ছিল উৎসাহী ভিড়, তবে পুরো প্রক্রিয়া শান্তি ও শৃঙ্খলার মধ্য দিয়েই সম্পন্ন হয় ।রামগঞ্জ আউটপোস্টের ভারপ্রাপ্ত ওসি দিবেন্দু দাসের নেতৃত্বে কড়া পুলিশি নিরাপত্তা ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয়। রাস্তার মোড় থেকে শুরু করে ক্যাম্পের ভেতর পর্যন্ত পুলিশ সদস্যদের লাইন নিয়ন্ত্রণ করতে দেখা যায়, যাতে কোনও রকম বিশৃঙ্খলা না ঘটে। পাশাপাশি লক্ষ্মীর ভাণ্ডার ও কৃষক বন্ধু প্রকল্পের উপভোক্তাদের সুবিধার দিকেও নজর রাখা হয় ।লাইনে দাঁড়ানো বহু যুবক-যুবতী জানান, প্রকল্পের আর্থিক সহায়তা পেলে চাকরির আবেদন ও অন্যান্য প্রয়োজনীয় খ রচ মেটাতে সহায়ক হবে। রামগঞ্জ ২ নম্বর অঞ্চলে ফর্ম ফিলাপ ও জমা দেওয়া নিয়ে ছিল চোখে পড়ার মতো উৎসাহ ।এদিন প্রধানের প্রতিনিধি সাজ্জাদ হোসেন মাইকিং করে সকলকে শান্তিপূর্ণভাবে ফর্ম জমা দেওয়ার আহ্বান জানান এবং স্পষ্ট করে দেন, ফর্ম পূরণের জন্য কাউকে কোনও অর্থ প্রদান করার প্রয়োজন নেই। সারাদিন সুশৃঙ্খল পরিবেশেই ক্যাম্পের কার্যক্রম সম্পন্ন হয়।

উপার্জক্ষম ছেলেকে হারিয়ে দিশেহারা বিধবা মা

নয়া জামানা ,বুনিয়াদপুর ঃ একমাত্র ছেলেকে হারিয়ে পাগলপারা অবস্থা বিধবা মায়ের ।নিখোঁজ হওয়ার ঘটনাটা ঘটেছে মালদার ইংলিশ বাজার থানার নেতাজী কলোনীর কৃষ্ণপল্লীতে ।জানা গেছে,গত ২ ফেব্রুয়ারী কর্মক্ষেত্রের মালিকের কাছ থেকে বেতন নিয়ে উধাও হয়ে যান রাজু মন্ডল (২০) নামে কৃষ্ণপল্লীর এক যুবক ।তার বাবা মৃত বিষ্ণু মন্ডল এবং মা পেশায় পরিচারিকা টুকটুকি দাস মন্ডল ।কর্মক্ষেত্র থেকে ছেলে উধাও হয়ে যাওয়ায় মা টুকটুকি দেবী ইংলিশ বাজার থানায় ছেলেকে উদ্ধারের আশায় মিসিং ডায়েরি করেন ।কিন্তু আজ পর্যন্ত ছেলেকে ফিরে না পেয়ে মা দিশেহারা ।টুকটুকি দেবীর সাথে ফোনে কথা বললে তিনি বলেন,আমার একমাত্র ছেলে রাজু এক দোকানে কাজ করত ।২ ফেব্রুয়ারি সে দোকানের মালিকের কাজ থেকে সমস্ত পাওনা বুঝে নিয়ে উধাও হয়ে যায় ।তার কোন শত্রু ছিল না ।জানি না,এখন সে কোথায় এবং কি অবস্থায় আছে ।আমি চাই,পুলিশ আমার একমাত্র ছেলেকে দ্রুত উদ্ধার করে আমার কাছে ফিরিয়ে দিক ।মালদার বাসিন্দা উমেশ মাহাতো বলেন,একমাত্র ছেলেকে হারিয়ে বিধবা মা টুকটুকি দেবী নাওয়া খাওয়া ভুলেছেন ।সবসময় ছেলের জন্য কান্নাকাটি করছেন ।আমরা এলাকাবাসি চাই, পুলিশ গুরুত্ব দিয়ে ছেলেটিকে উদ্ধার করার ব্যবস্থা করুক ।এই প্রসঙ্গে ইংলিশবাজার থানার পুলিশের পক্ষ থেকে জানানো হয়েছে যে,নিখোঁজ ছেলেটিকে খুঁজে পেতে রাজ্যের সমস্ত থানায় ছবি পাঠানো ছাড়াও আমরা গুরুত্ব দিয়ে তাকে উদ্ধারের জন্য চেষ্টা করছি।

NOTICE

I AM JAKIA SULTANA – DAUGHTER OF ZIAUL HOQUE– A PERMANENT RESIDENT OF VILL- BHADRAMOLLATOLA – P.O- SALAIDANGA –P.S - GAZOLE– DIST- MALDA – PIN - 732124. HEREBY LIKE TO INFORM THAT THE SPELLING OF MY FATHERS NAME IS MISTAKEN AS JIAUL HOQUE WHICH SHOULD BE ZIAUL HOQUE. SO AS THE NAME OF MY VILLAGE WHICH IS GIVEN AS BAMUNPUKUR INSTEAD OF BHADRAMOLLATOLA IN MY DIGITAL BIRTH CERTIFICATE . JAKIA SULTANA

মুর্শিদাবাদ

নয়া জামানা

সেলিম-অধীরকে সমর্থন, বামেদের বিদায়
মুর্শিদাবাদে কি কিংমেকার 'বিদ্রোহী' হুমায়ূন

নয়া জামানা ।। মুর্শিদাবাদ

ব্যক্তি মহম্মদ সেলিমকে বিধানসভায় পাঠাতে মরিয়া হুমায়ুন কবীর, কিন্তু ব্রাত্য সিপিএম। জোটের জট কাটিয়ে এবার সরাসরি বামফ্রন্টকে চ্যালেঞ্জ ছুড়ে দিলেন ভরতপুরের বিধায়ক। স্পষ্ট জানিয়ে দিলেন, ফরওয়ার্ড ব্লকের মতো 'অস্তিত্বহীন' দল নিয়ে চলা বামেদের সঙ্গে তাঁর 'জনতা ইউনাইটেড পার্টি' নেই। তবে মুর্শিদাবাদের মাটিতে সেলিম ও অধীর চৌধুরীকে জেতাতে চেষ্টার কসুর করবেন না তিনি। ভোটের আগে হুমায়ুনের এই উল্টো চালে এখন শোরগোল মুর্শিদাবাদ থেকে আলিমুদ্দিন। কিছুদিন আগেই হোটেলের রুদ্ধদ্বার কক্ষে সেলিমের সঙ্গে হুমায়ুনের বৈঠক ঘিরে তোলপাড় হয়েছিল রাজ্য রাজনীতি। সিপিএমের অন্দরেও ওই বৈঠক নিয়ে প্রশ্নের মুখে পড়তে হয় সেলিমকে। বাম শরিকরা তো বটেই, এমনকি খোদ আলিমুদ্দিনের অন্দরেও এই বৈঠক নিয়ে ক্ষোভ দানা বাঁধে। সেই বিতর্কের আগুনে ঘি ঢেলে সোমবার হুমায়ুন জানিয়ে দিলেন, জোট ভেস্তে গেলেও ব্যক্তি সেলিমের প্রতি তাঁর সমর্থন অটুট। এদিন সংবাদমাধ্যমের মুখোমুখি হয়ে তিনি বলেন, 'মহম্মদ সেলিম যদি মুর্শিদাবাদের কোনও আসনে লড়েন, তাহলে তাঁকে সমর্থন করব। সেলিম যাতে বিধায়ক হয়ে বিধানসভায় আসেন, সেই চেষ্টা করব।' সেলিমের পাশাপাশি কংগ্রেসের প্রাক্তন প্রদেশ সভাপতি অধীর চৌধুরীর প্রতিও নরম সুর শোনা গিয়েছে ভরতপুরের বিধায়কের গলায়। তাঁর মতে, বিধানসভায় অধীরের মতো অভিজ্ঞ নেতার প্রয়োজন রয়েছে। হুমায়ুন বলেন, 'অধীরবাবুর মতো লোকের বিধানসভায় দরকার। তিনি যদি হাত প্রতীকে লড়াই করেন, তাঁকে হারানোর জন্য কোনও পদক্ষেপ করব না। তাঁকে জেতানোর জন্য চেষ্টা করব।' তবে বর্তমান প্রদেশ কংগ্রেস সভাপতি শুভঙ্কর সরকারকে নিয়ে তাঁর তোপ মারাত্মক। শুভঙ্করের বিরুদ্ধে সরাসরি অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়ের সঙ্গে টাকার বিনিময়ে সমঝোতা ও 'তৃণমূলের

দালালি' করার বিস্ফোরক অভিযোগ এনেছেন তিনি। তৃণমূল ত্যাগ করার পর থেকেই হুমায়ুন কবীর মুর্শিদাবাদের রাজনীতিতে নিজেকে 'কিংমেকার' হিসেবে তুলে ধরতে সচেষ্ট। কখনও মিম, কখনও আইএসএফ, আবার কখনও বামেদের সঙ্গে জোটের কথা বললেও এখন তিনি একলা চলার পথেই। বিশেষত ফরওয়ার্ড ব্লকের কড়া বিরোধিতার মুখে বামেদের সঙ্গ ত্যাগ করার সিদ্ধান্ত নিয়েছেন তিনি। শরিক দলকে কটাক্ষ করে তাঁর দাবি, 'ফরওয়ার্ড ব্লক একটা অস্তিত্বহীন পার্টি। বামফ্রন্ট এদের নিয়ে থাকুক।' রাজনৈতিক মহলের মতে, সরাসরি বামফ্রন্টের হাত না ধরে শুধুমাত্র সেলিমকে সমর্থনের বার্তা দিয়ে আদতে সিপিএমের অস্বস্তি আরও বাড়িয়ে দিলেন হুমায়ুন। একদিকে সেলিমকে ব্যক্তিগত স্তরে কাছে টানা, অন্যদিকে শুভঙ্কর সরকারকে তৃণমূলের এজেন্ট হিসেবে দেগে দেওয়া, হুমায়ুনের এই দ্বিমুখী কৌশল মুর্শিদাবাদের নির্বাচনী পাটিগণিত উল্টে দিতে পারে। এখন দেখার, এই 'ব্যক্তিগত সমর্থনে'র প্রস্তাব বাম-কংগ্রেস শিবির কীভাবে গ্রহণ করে।

গঙ্গায় ফিরল বিরল কচ্ছপ

নয়া জামানা,রঘুনাথগঞ্জ ঃ পুকুর সংস্কারের সময় উঠে এল বিশালাকার এক বিরল কচ্ছপ। সেটিকে উদ্ধার করে শেষমেশ গঙ্গায় মুক্তি দিলেন রঘুনাথগঞ্জের বাসিন্দারা। পরিবেশ রক্ষায় সাধারণ মানুষের এই মানবিক উদ্যোগ এলাকায় ব্যাপক সাড়া ফেলেছে। ঘটনার সূত্রপাত রঘুনাথগঞ্জের তালায় মোড় এলাকায়। সেখানে রাধা গোবিন্দ মন্দিরের অতি প্রাচীন একটি পুকুর সংস্কারের কাজ চলছিল। খনন চলাকালীন শ্রমিকদের নজরে আসে প্রায় নয় কেজি ওজনের একটি বিরল প্রজাতির কচ্ছপ। স্থানীয়রা জানান, শুধু এটিই নয়, এর আগেও পুকুরের জলে ওই প্রজাতির কচ্ছপদের দেখা মিলেছে। বিরল এই প্রাণীটিকে ঘিরে মুহূর্তেই এলাকায় শোরগোল পড়ে যায়। ভিড় জমান কৌতূহলী মানুষ। তবে নিছক কৌতূহলে থেমে থাকেনি বিষয়টি। বর্তমানে বহু প্রজাতির কচ্ছপ বিলুপ্তির পথে, এই সচেতনতা থেকে এগিয়ে আসেন গ্রামের দুই বাসিন্দা ভূপন সরকার ও চন্দন দাস। তাঁরা সিদ্ধান্ত নেন, প্রাণীটিকে লোকালয়ে না রেখে সুরক্ষিত পরিবেশে ফিরিয়ে দেওয়া হবে। সেই মতো রঘুনাথগঞ্জ থানার পুলিশের অনুমতি নেন তাঁরা। আইন মেনে গোটা প্রক্রিয়া সম্পন্ন করার পর রীতিমতো আবেগঘন পরিবেশ তৈরি হয়। বিদায়বেলায় গ্রামের মানুষ কচ্ছপটিকে ঘিরে পূজার্চনা করেন। এরপর সেটিকে নিয়ে যাওয়া হয় সদরঘাটে। হাজারো মানুষের উপস্থিতিতে কচ্ছপটিকে গঙ্গার জলে অবমুক্ত করা হয়। নদীর জলে প্রাণভরে সাঁতার কেটে কচ্ছপটির গভীরে হারিয়ে যাওয়ার দৃশ্য দেখে আপ্লুত হয়ে পড়েন প্রত্যক্ষদর্শীরা। পরিবেশকর্মীদের মতে, সাধারণ মানুষের এই দায়বদ্ধতা জীববৈচিত্র্য রক্ষার পথে এক উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত হয়ে থাকবে।

ন্যাশনাল মঞ্চে মুর্শিদাবাদের কন্যারা, দারিদ্রকে গোল দিয়ে রূপকথার উড়ান

বক্তার শেখ,নয়া জামানা,বেলডাঙ্গা ঃ ছেঁড়া বুট আর চরম দারিদ্রের রক্তচক্ষুকে উপেক্ষা করেই সবুজ ঘাসের ময়দানে দাপিয়ে বেড়াচ্ছে মুর্শিদাবাদের কন্যারা। প্রান্তিক গ্রাম থেকে উঠে আসা মেয়েরাই এখন জেলার মুকুটে নতুন পালক। শক্তিপুর থানার রামনগর ও কাদখালি গ্রামের রিয়া ঘোষ, রূপসা খাতুন, সোহিনী খাতুন এবং নাসিমা খাতুনদের ফুটবল প্রতিভার দ্যুতি এবার ছড়িয়ে পড়ছে জাতীয় স্তরে। অজপাড়াগাঁ থেকে সোজা 'ন্যাশনাল' খেলার সুযোগ পেয়ে কার্যত গোটা রাজ্যকে চমকে দিয়েছে এই প্রান্তিক ফুটবলাররা। মুর্শিদাবাদ মানেই লুকানো প্রতিভা। গ্রামবাংলার আনাচে-কানাচে এমন অসংখ্য হিরে ছড়িয়ে থাকলেও প্রচারের আলো সেভাবে পৌঁছায় না। রামনগর ফুটবল ময়দান থেকে উঠে আসা এই মেয়েরা এর আগে জেলা ও রাজ্য স্তরে একাধিক খেতাব জিতেছে। এবার তাদের লক্ষ্য দেশের জার্সি গায়ে বড় সাফল্য ছিনিয়ে আনা। এই অসাধ্য সাধনের নেপথ্যে রয়েছেন প্রাক্তন ফুটবলার সুরোজ সরদার। দিনরাত এক করে তিনি মেয়েদের তালিম দিচ্ছেন। সুরোজের কথায়, 'তিনার কাছে যে সমস্ত মেয়েরা প্র্যাকটিস করে সবাই গরীব ঘরের মেয়ে। খেলাধুলা করতে যে পরিশ্রম হয় বাড়িতে ভালো পুষ্টি খাবার পাইনা ঠিক তেমনি খেলার মাঠেও সেভাবে দেওয়া সম্ভব হয়ে ওঠে না।' দারিদ্রের পাশাপাশি সামাজিক প্রতিবন্ধকতাও ছিল নিত্যসঙ্গী। গ্রামের মেয়েরা হাফ প্যান্ট পরে মাঠে নামলে একসময় জুটত বিদ্রুপ আর হাসাহাসি। তবে আজ পরিস্থিতি বদলেছে। ন্যাশনালে সুযোগ পাওয়ার খবর আসতেই সেই সমালোচকরাই এখন গর্বে বুক বাঁধছেন। এই সাফল্যের পথে ঢাল হয়ে দাঁড়িয়েছেন শক্তিপুর থানার ওসি ইন্দ্রনীল মাহন্ত। তাঁর সক্রিয় সহযোগিতা মেয়েদের মানসিক জোর বাড়িয়েছে কয়েক গুণ। সাফল্য এলেও বঞ্চনার সুর কিন্তু কাটেনি। এলাকাবাসীর আক্ষেপ, এখনও পর্যন্ত সরকারিভাবে কোনও অনুদান বা বিশেষ সহযোগিতা মেলেনি এই প্রতিভাময়ীদের কপালে। ঠিকমতো পুষ্টিকর খাবার বা আধুনিক সরঞ্জাম পেলে এই মেয়েরাই আগামী দিনে দেশকে বড় ট্রফি এনে দিতে পারে বলে মনে করছেন ফুটবল প্রেমীরা। শত অভাবের মধ্যেও রামনগরের মেয়েরা এখন তৈরি হচ্ছে বড় চমক দিতে। মাঠের লড়াইয়ে দারিদ্রকে হারিয়ে তারা প্রমাণ করে দিয়েছে যে, স্বপ্ন দেখার কোনও সীমানা নেই। এখন শুধু অপেক্ষা জাতীয় স্তরে তাদের শ্রেষ্ঠত্ব প্রমাণের।

যুবসাথী প্রকল্পে নাম লেখাতে জনজোয়ার, জঙ্গিপুরে শিবির সরেজমিনে জাকির হোসেন

কমল মজুমদার,নয়া জামানা, জঙ্গিপুর ঃ ভোটের প্রচার নয়, স্রেফ সরকারি ভাতার আশায় উপচে পড়া ভিড় দেখল মুর্শিদাবাদ। রবিবাসরীয় সকালে জঙ্গিপুরের আহিরণ কিষাণ মান্ডিতে ধরা পড়ল এক অন্য ছবি। রাজ্য সরকারের ঘোষিত 'যুবসাথী' প্রকল্পে নাম লেখাতে কয়েক হাজার বেকার যুবক-যুবতীর ঢল নামল সেখানে। লক্ষ্য একটাই, মাসিক ১৫০০ টাকার নিশ্চিত অনুদান। রাজ্যের অর্ন্তবর্তী বাজেটে ঘোষিত এই প্রকল্পের কাজ সশরীরে খতিয়ে দেখতে এদিন শিবিরে হাজির হন স্থানীয় বিধায়ক জাকির হোসেন। সঙ্গে ছিলেন সুতি ১ নম্বর ব্লকের বিডিও অরুপ কুমার সাহা ও স্থানীয় পঞ্চায়েত নেতৃত্ব। নির্ধারিত সূচি মেনেই রবিবার থেকে রাজ্যের ২৯৪টি বিধানসভা কেন্দ্রের সঙ্গে জঙ্গিপুরেও শুরু হয়েছে রেজিস্ট্রেশন। কাকদ্বীপ থেকে কালিম্পং, সব জায়গার মতো মুর্শিদাবাদেও ছবিটা একই,মাথা গোনা দায়৷

মাধ্যমিক উত্তীর্ণ ২১ থেকে ৪০ বছর বয়সিদের জন্য এই প্রকল্প যেন মরুদ্যান। আগামী ১ এপ্রিল থেকে এই ভাতা সরাসরি আবেদনকারীদের অ্যাকাউন্টে পৌঁছবে বলে জানিয়েছে প্রশাসন। ২৬ ফেব্রুয়ারি পর্যন্ত চলবে এই বিশেষ শিবির। আহিরণ কিষাণ মান্ডির চত্বরে সকাল থেকেই ছিল সাজ সাজ রব। কেউ প্রয়োজনীয় নথি হাতে দাঁড়িয়ে, কেউ বা ফর্ম পূরণে ব্যস্ত। বিধায়ক জাকির হোসেন আবেদনকারীদের সঙ্গে কথা বলে লাইনে দাঁড়িয়ে থাকা তরুণ প্রজন্মের সুবিধা-অসুবিধার খোঁজ নেন।

প্রশাসনের সহায়তায় নথি যাচাই ও ফর্ম জমার কাজ চলেছে অত্যন্ত দ্রুতগতিতে। বিধায়কের সঙ্গে ছিলেন ব্লক সভাপতি গৌতম ঘোষ, আহিরণ গ্রাম পঞ্চায়েতের প্রধান সাবিনা বিবি ও বংশবাটী গ্রাম পঞ্চায়েতের প্রধান অমিত সরকার।

প্রশাসনিক সূত্রে দাবি করা হয়েছে, কর্মসংস্থানের লড়াইয়ে থাকা যুবকদের সামান্য স্বস্তি দিতেই এই উদ্যোগ নিয়েছেন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। দীর্ঘদিনের অনিশ্চয়তার মাঝে এই মাসিক ১৫০০ টাকাই এখন অনেকের কাছে বাঁচার রসদ। লাইনে দাঁড়িয়ে থাকা বহু আবেদনকারী জানান, 'দীর্ঘদিনের কর্মসংস্থানের অনিশ্চয়তার মাঝে এই ভাতা তাদের জন্য সাময়িক হলেও গুরুত্বপূর্ণ সহায়তা হতে পারে।'

প্রশাসনিক তৎপরতায় শিবির চত্বরে এদিন অনেকটা উৎসবের মেজাজ তৈরি হয়েছিল। এখন সকলের চোখ ক্যালেন্ডারের পাতায়। এপ্রিল মাস থেকে সরাসরি টাকা হাতে পাওয়ার অপেক্ষায় দিন গুনছেন রেজিস্ট্রেশন করা হাজার হাজার চাকরিপ্রার্থী। শিবিরের এই রেকর্ড ভিড় প্রমাণ করে দিল, কর্মসংস্থানের হাহাকারের মাঝে সরকারি সাহায্যের জন্য ঠিক কতটা মুখিয়ে আছে রাজ্যের যুবসমাজ।

'যুবসাথী' প্রকল্প কি সত্যিই বেকারদের মুখে হাসি ফোটাবে? আপাতত সেই প্রশ্নই ঘুরছে জঙ্গিপুরের অলিতে গলিতে।

যুব সাথী থেকে লক্ষ্মীর ভাণ্ডার দুয়ারে সরকারে উপভোক্তাদের ঢল

নয়া জামানা, জঙ্গিপুর ঃ ঘরের নাগালেই মিলছে সরকারি পরিষেবা। সোমবার থেকে মুর্শিদাবাদের জঙ্গিপুর পৌরসভার ১২ নম্বর ওয়ার্ডের পিডব্লিউডি ময়দানে শুরু হল 'দুয়ারে সরকার' ক্যাম্প। এবারের শিবিরের অন্যতম আকর্ষণ 'যুব সাথী' প্রকল্পের রেজিস্ট্রেশন। মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের নির্দেশে সাধারণ মানুষের সুবিধার্থে এই মেগা ক্যাম্প চলবে আগামী ২৬ ফেব্রুয়ারি পর্যন্ত। প্রতিদিন সকাল ১০টা থেকে বিকেল ৪টে পর্যন্ত আবেদন জানাতে পারবেন সাধারণ মানুষ ।রাজ্য বাজেটে মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় সামাজিক সুরক্ষা ও যুব কল্যাণে বিশেষ বরাদ্দের কথা ঘোষণা করেছিলেন। সেই ঘোষণার বাস্তবায়ন করতেই এই উদ্যোগ। 'যুব সাথী' প্রকল্পের মাধ্যমে মাধ্যমিক উত্তীর্ণ পড়ুয়া ও বেকার যুবক-যুবতীদের আর্থিক সহায়তা দেওয়া হচ্ছে। এর মূল লক্ষ্য ডিজিটাল শিক্ষার প্রসার। অনলাইন ক্লাস থেকে শুরু করে প্রতিযোগিতামূলক পরীক্ষার প্রস্তুতি সবক্ষেত্রেই এই অনুদান বিশেষ দিশা দেখাচ্ছে। ক্যাম্পে ভিড় জমিয়েছেন মহিলারাও। লক্ষ্মীর ভাণ্ডার প্রকল্পের মাধ্যমে সাধারণ ও সংরক্ষিত শ্রেণির মহিলাদের মাসিক ভাতা প্রদানের কাজ চলছে জোরকদমে। অনেক পরিবারের কাছেই এই টাকা এখন নিত্যদিনের ত্রাতা। একই ছাতার তলায় মিলছে বার্ধক্য ভাতা ও কৃষক বন্ধু প্রকল্পের সুবিধাও। প্রবীণদের সামাজিক সুরক্ষা এবং চাষিদের আর্থিক সুরাহা নিশ্চিত করতে প্রশাসনের তৎপরতা তুঙ্গে। পরিষেবা দিতে এদিন ক্যাম্পে হাজির ছিলেন জঙ্গিপুর পৌরসভার উপ-পৌরপিতা সন্তোষ চৌধুরী। তিনি বলেন, ' পশ্চিমপাড় ও পূর্ব পাড়ে দুটি পৃথক ক্যাম্প খোলা হয়েছে, যাতে জঙ্গিপুর পৌরসভার ২১টি ওয়ার্ডের বাসিন্দারা সহজেই পরিষেবা পান। ' তাঁর সঙ্গে কাজে হাত মেলান ৬ নম্বর ওয়ার্ডের কাউন্সিলর প্রতিনিধি হাবিবুর আনসারী-সহ অন্যান্য কাউন্সিলররা। প্রথম দিনেই উপভোক্তাদের লম্বা লাইন নজর কেড়েছে। নথিপত্র যাচাই করে দ্রুত পরিষেবা দিতে বিশেষ ডেস্ক বসানো হয়েছে। প্রশাসনের এই সক্রিয়তায় খুশি এলাকাবাসী। মুখ্যমন্ত্রী বারবার বলেন, ' মানুষের সময় ও অর্থ বাঁচাতে প্রশাসনকে মানুষের কাছে নিয়ে যেতে হবে। ' সেই নীতি মেনেই জঙ্গিপুরে প্রশাসনের দুয়ারে পৌঁছে যাওয়া আদতে আমজনতারই জয়। ২৬ তারিখ পর্যন্ত এই সুযোগ থাকছে, তাই দেরি না করে আবেদনের পরামর্শ দিচ্ছে পুরসভা।

ভোলনাথের ধ্বনিতে মুখরিত কপিলেশ্বর শিবলিঙ্গে জল ঢালতে উপচে পড়ল ভিড়

নয়া জামানা,শক্তিপুর ঃ শঙ্খধ্বনি আর 'বোম বোম ভোলানাথ' ধ্বনিতে মুখরিত চারপাশ। শিবরাত্রির পুণ্যলগ্নে জল ঢালতে ভক্তদের ভিড়ে উপচে পড়ল শক্তিপুরের মহাতীর্থ কপিলেশ্বর মন্দির। রবিবার সকাল থেকেই ভাগীরথীর ঘাট থেকে জল নিয়ে মাইলের পর মাইল হেঁটে মন্দিরে পৌঁছান কয়েক হাজার পুণ্যার্থী। ভক্তদের এই বাঁধভাঙা উচ্ছ্বাস আর আলোকসজ্জায় গ্রাম বাংলার চিরাচরিত শিবোৎসব এক অনন্য রূপ নিয়েছে এবার। এদিন সকাল থেকেই শক্তিপুর থানার বিভিন্ন এলাকার শিবভক্তরা ভাগীরথী নদীর ঘাটে পুণ্যস্নান সারেন। গঙ্গার পবিত্র জল নিয়ে শুরু হয় বর্ণাঢ্য পদযাত্রা। প্রতি বছর রামনগর ঘাটে স্নানের সময় দুর্ঘটনার আশঙ্কা থাকলেও, এবার প্রশাসনের তৎপরতা ছিল চোখে পড়ার মতো। অপ্রীতিকর ঘটনা এড়াতে শক্তিপুর ও কালিগঞ্জ থানার বিশাল পুলিশ বাহিনী এবং কেন্দ্রীয় বাহিনী মোতায়েন করা হয়েছিল। আরবিসিকে রোড জুড়ে প্রশাসনের এই কড়া নিরাপত্তা ব্যবস্থা ও সক্রিয় ভূমিকা সাধারণ মানুষের প্রশংসা কুড়িয়েছে। কপিলেশ্বর মন্দিরে শিবলিঙ্গে জল ঢালতে এদিন ভক্তদের ধৈর্যের পরীক্ষা দিতে হয়েছে। ঘণ্টার পর ঘণ্টা লাইনে দাঁড়িয়ে থেকে মহাদেবকে তুষ্ট করতে দেখা যায় আবালবৃদ্ধবনিতাকে। এ প্রসঙ্গে বক্তার শেখ নয়া জামানা, বেলডাঙ্গা বলেন, 'শিব পূজায় মহাতীর্থ কপিলেশ্বর মন্দিরে জল ঢালতে উপচে পড়া ভক্তদের

আনন্দের উচ্ছ্বাস'। তাঁর কথায় ধরা পড়েছে বাংলার এই লোকউৎসবের আসল ছবি। পূজা উপলক্ষেই শক্তিপুর প্রতাপ সিংহ ময়দানে শুরু হয়েছে ১২ দিন ব্যাপী মেলা। ১৫ থেকে ২৬ ফেব্রুয়ারি পর্যন্ত চলা এই মেলায় ভিড় সামলানোই এখন বড় চ্যালেঞ্জ। তবে সামনেই মাধ্যমিক ও উচ্চমাধ্যমিক পরীক্ষা। তাই পরীক্ষার্থীদের যাতে কোনও বিঘ্ন না ঘটে, সেদিকে কড়া নজর রাখছে স্থানীয় প্রশাসন ও মেলা কমিটি। শব্দবিধি মেনে এবং যানজট নিয়ন্ত্রণ করে উৎসব ও পড়াশোনার মধ্যে ভারসাম্য বজায় রাখতে বদ্ধপরিকর তারা। সব মিলিয়ে ভক্তি আর শৃঙ্খলার আবহে মহাতীর্থ কপিলেশ্বরে এখন সাজ সাজ রব।

পুরনো দায়িত্বে প্রত্যাবর্তন পলাশের লক্ষ্য এখন স্বচ্ছ চিকিৎসা পরিষেবা

নয়া জামানা,জঙ্গিপুর ঃ দীর্ঘ পাঁচ বছরের ব্যবধান ঘুচিয়ে ফের জঙ্গিপুর মহকুমা হাসপাতালের ব্যাটন হাতে নিলেন পলাশ শেখ। জাকির হোসেনের প্রতিনিধি হিসেবে তাঁর এই প্রত্যাবর্তন ঘিরে শোরগোল পড়ে গিয়েছে স্থানীয় মহলে। দায়িত্ব গ্রহণের পর পলাশ শেখ স্পষ্টভাবে জানিয়েছেন, তাঁর মূল লক্ষ্য গরিব ও অসহায় মানুষকে উন্নত ও স্বচ্ছ চিকিৎসা পরিষেবা পৌঁছে দেওয়া। তিনি বলেন, সরকারি হাসপাতাল সাধারণ মানুষের ভরসার জায়গা, তাই এখানে কোনো রকম দালালচক্র বা অসাধু প্রভাব বরদাস্ত করা হবে না। বিশেষ করে রক্তের দালাল, চিকিৎসকদের সঙ্গে অবৈধভাবে কম্পাউন্ডার বা বাইরের লোকের প্রবেশ, এই সমস্ত অনিয়ম কঠোরভাবে রোধ করা হবে বলে তিনি জানান। পলাশ শেখ আরও

বলেন, হাসপাতালের পরিবেশ স্বচ্ছ ও রোগীবান্ধব করতে যা যা প্রয়োজন, তা দ্রুত কার্যকর করা হবে। তিনি আশ্বাস দেন, আগামী ১০ দিনের মধ্যেই সাধারণ মানুষ এর সুফল দেখতে পাবেন। তাঁর কথায়, 'হাসপাতাল হবে গরিব মানুষের নিরাপদ আশ্রয়স্থল, যেখানে চিকিৎসা পেতে কাউকে অতিরিক্ত অর্থ বা দালালের সাহায্য নিতে হবে না।' উল্লেখ্য, এর আগেও তিনি প্রায় পাঁচ বছর জঙ্গিপুর মহকুমা হাসপাতালের প্রতিনিধির দায়িত্ব পালন করেছেন। সেই অভিজ্ঞতাকে কাজে লাগিয়ে এবার আরও সক্রিয় ভূমিকা নেওয়ার ইঙ্গিত দিয়েছেন তিনি। স্থানীয় বাসিন্দাদের আশা, তাঁর উদ্যোগে হাসপাতালের পরিষেবা ব্যবস্থায় ইতিবাচক পরিবর্তন আসবে এবং সাধারণ মানুষ উপকৃত হবেন। সবমিলিয়ে, পুরনো অভিজ্ঞতাকে হাতিয়ার করে এবার আরও কড়া মেজাজে ধরা দিয়েছেন তিনি। পলাশের এই প্রত্যাবর্তনে সাধারণ মানুষ এখন সুদিনের অপেক্ষায়।

চাঁদা না দেওয়ায় অনাথদের বিতাড়নের অভিযোগ, কাঠগড়ায় সালারের আশ্রম

নয়া জামানা, সালার ঃ অনাথ আশ্রম না কি ব্যবসার আখড়া? মুর্শিদাবাদের সালার থানার সোনারুন্দি আনন্দধাম অনাথ আশ্রমকে ঘিরে এখন এই প্রশ্নই ঘুরপাক খাচ্ছে এলাকায়। অভিযোগ, পিকনিকের চাঁদা দিতে না পারায় বেশ কয়েকজন আবাসিক শিক্ষার্থীকে আশ্রম থেকে বের করে দেওয়া হয়েছে। এই অমানবিক ঘটনার প্রতিবাদে সরব হয়েছেন গ্রামবাসীরা। সোমবার আশ্রম চত্বরে বিক্ষোভ দেখান স্থানীয় বাসিন্দারা। তাঁদের স্পষ্ট দাবি, সেবার নামে এখানে রীতিমতো ব্যবসা চালানো হচ্ছে। গ্রামবাসীদের অভিযোগ, আশ্রমে ভর্তির সময় থেকেই টাকার দাবি করা হয়। এমনকি কোনও পড়ুয়া আশ্রম ছাড়তে চাইলে তাকে টিসি দেওয়ার জন্যেও টাকা চাওয়া হচ্ছে। মূলত অত্যন্ত দরিদ্র পরিবারের সন্তানরাই এখানে ঠাঁই পায়। তাদের পক্ষে বারবার এই আর্থিক চাপ সহ্য করা অসম্ভব হয়ে দাঁড়িয়েছে। পরিস্থিতি চরমে ওঠে পিকনিকের আবহে। অভিযোগ, পিকনিকের নাম করে পড়ুয়াদের কাছে টাকা চাওয়া হয়। সেই টাকা দিতে না পারায় এক প্রকার জোর করেই শিক্ষার্থীদের আশ্রম থেকে বের করে দেওয়া হয়েছে। এই গুরুতর অভিযোগ প্রসঙ্গে আশ্রমের সম্পাদক অরূপ কুমার ঘোষ অবশ্য সাফাই দিয়েছেন। তাঁর দাবি, 'এই ধরনের অভিযোগ সম্পূর্ণ ভুল, টাকা চাওয়া হয় না।' তবে সম্পাদকের দাবি মানতে নারাজ ক্ষুব্ধ গ্রামবাসী। তাঁদের মতে, আশ্রমের পবিত্রতাকে কালিমালিপ্ত করে এখানে বাণিজ্যিক স্বার্থ চরিতার্থ করা হচ্ছে। একটি সেবাধর্মী প্রতিষ্ঠানে কেন বারবার টাকার জন্য পড়ুয়াদের ওপর চাপ সৃষ্টি করা হবে, তা নিয়ে তীব্র চাঞ্চল্য ছড়িয়েছে জেলাজুড়ে। বর্তমানে পরিস্থিতি যথেষ্ট উত্তপ্ত।

বোলপুর সিয়ানের ক্যানেল পারে ফের উদ্ধার তাজা বোমা, চাঞ্চল্য

নয়া জামানা,বীরভূম ঃ ফের বোমা উদ্ধারের ঘটনায় চাঞ্চল্য ছড়াল বোলপুর থানার সিয়ান এলাকায়। রবিবার রাতে গোপন সূত্রে খবর পেয়ে বোলপুর থানার পুলিশ তল্লাশি চালায় সিয়ান ক্যানেল পারের ধান মাঠে। সেখান থেকে একটি ড্রাম ও একটি থলিতে মজুত বেশ কয়েকটি তাজা বোমা উদ্ধার হয়। পুলিশের প্রাথমিক অনুমান, ড্রাম ও থলি মিলিয়ে প্রায় ১০,১২টি বোমা রয়েছে। তারপরেই ঘটনাস্থল ঘিরে ফেলা হয়।

বোম্ব স্কোয়াডকে খবর দেওয়া হয়। সোমবার দুপুরে সেগুলি নিষ্ক্রিয় করে তাঁরা।কে বা কারা বোমাগুলি মজুত করেছিল এবং কী উদ্দেশ্যে রাখা হয়েছিল, তা খতিয়ে দেখছে পুলিশ। ভোটের মুখে এই ঘটনাকে কেন্দ্র করে রাজনৈতিক তরজা তীব্র হয়েছে। বিজেপির বোলপুর সাংগঠনিক জেলা সভাপতি শ্যামাপদ মণ্ডল অভিযোগ করেন, যত নির্বাচন এগিয়ে আসবে, তত তৃণমূলের বোমার সংস্কৃতি প্রকাশ পাবে। মানুষকে ভয় দেখিয়ে রাজনৈতিক বৈতরণী পার হতে চাইছে তারা। অন্যদিকে সিপিএমের জেলা সম্পাদক গৌতম ঘোষ বলেন, পশ্চিমবঙ্গে নির্বাচন কবে হবে, তা সরকারি ঘোষণার আগেই বিভিন্ন জায়গায় বোমা উদ্ধারের ঘটনা থেকে আঁচ করা যায়। তবে মন্ত্রী চন্দ্রনাথ সিনহার দাবি, পুলিশ তাদের কাজ করছে। যারাই জড়িত থাকুক, দ্রুত গ্রেফতার করতে বলা হয়েছে।

স্লিকোসিসে আক্রান্ত সহস্রাধিক শ্রমিক !ছয় দফা দাবি তুলে ডিএম অফিসে বিক্ষোভ ও ডেপুটেশন প্রদান

তারিক আনোয়ার ।। নয়া জামানা ।। বীরভূম

ফুসফুসের মারণব্যাধি স্লিকোসিসে আক্রান্ত শ্রমিকদের ক্ষতিপূরণ, মাসিক পেনশন ও চিকিৎসার দাবিতে সোমবার সিউড়িতে জেলাশাসকের দপ্তরের সামনে বিক্ষোভে সামিল হলেন মহম্মদবাজার এলাকার পাথর শিল্পাঞ্চলের বাসিন্দারা। দীর্ঘদিন ধরে প্রশাসনিক অবহেলার অভিযোগ তুলে এদিন ক্ষোভ উগরে দেন শ্রমিক ও তাঁদের পরিবার-পরিজনেরা। জানা গেছে, মহম্মদবাজারের পাথর খাদান ও ক্রাশার জোনে দীর্ঘদিন কাজ করার ফলে বহু শ্রমিক স্লিকোসিসে আক্রান্ত হয়েছেন। স্বাস্থ্য পরীক্ষার মাধ্যমে ইতিমধ্যেই শতাধিক ব্যক্তিকে এই রোগে আক্রান্ত হিসেবে চিহ্নিত করা হলেও বাস্তবে এখনও পর্যন্ত তাঁদের অধিকাংশই কোনও সরকারি ক্ষতিপূরণ, পেনশন কিংবা নিয়মিত চিকিৎসা পরিষেবা পাননি বলে অভিযোগ। উপার্জনক্ষম সদস্য অসুস্থ হয়ে পড়ায় কিংবা মৃত্যুবরণ করায় বহু পরিবার আজ চরম অর্থনৈতিক সংকটে দিন কাটাচ্ছে।স্লিকোসিস একটি দুরারোগ্য ও প্রাণঘাতী

ফুসফুসজনিত ব্যাধি। দীর্ঘ সময় ধরে সিলিকা ধুলো শ্বাসের সঙ্গে শরীরে প্রবেশ করলে ফুসফুস ধীরে ধীরে ক্ষতিগ্রস্ত হয়। পাথর ভাঙা, খনি, নির্মাণ শিল্প ও ক্রাশার কারখানায় কর্মরত শ্রমিকদের মধ্যে এই রোগের প্রকোপ সবচেয়ে বেশি। একবার আক্রান্ত হলে ধীরে ধীরে শ্বাসকষ্ট বাড়ে, কাজ করার ক্ষমতা নষ্ট হয়ে যায় এবং অনেক ক্ষেত্রে অকাল মৃত্যুও ঘটে।এদিন আন্দোলনকারীরা ছ'দফা দাবি তুলে ধরেন।

দাবিগুলির মধ্যে রয়েছে; অবিলম্বে স্লিকোসিসে আক্রান্তদের আর্থিক ক্ষতিপূরণ প্রদান, মাসিক পেনশনের ব্যবস্থা, সরকারি হাসপাতালে আধুনিক যন্ত্রের মাধ্যমে স্লিকোসিস পরীক্ষা, সম্পূর্ণ বিনামূল্যে চিকিৎসা ও ওষুধ, নিয়মিত স্বাস্থ্য পরীক্ষা এবং স্লিকোসিসে মৃত শ্রমিকদের পরিবারকে উপযুক্ত আর্থিক সহায়তা ও পুনর্বাসন।বিক্ষোভ কর্মসূচি শেষে আন্দোলনকারীদের একটি প্রতিনিধি দল জেলাপ্রশাসনের কাছে স্মারকলিপি জমা দেন। প্রশাসনের পক্ষ থেকে বিষয়টি গুরুত্ব সহকারে খতিয়ে দেখার আশ্বাস দেওয়া হয়েছে বলে জানা গেছে। তবে শ্রমিকদের বক্তব্য, আশ্বাস নয়; দ্রুত বাস্তব পদক্ষেপই এখন তাঁদের একমাত্র দাবি।পাথর শিল্পাঞ্চলের বাসিন্দাদের মতে, স্লিকোসিস কেবল একটি রোগ নয়, এটি এক নীরব সামাজিক বিপর্যয়। যথাযথ নজরদারি, আধুনিক স্বাস্থ্যব্যবস্থা ও সরকারি সহায়তা না মিললে আগামী দিনে পরিস্থিতি আরও ভয়াবহ হয়ে উঠতে পারে বলে আশঙ্কা প্রকাশ করেছেন।

নির্বাচনের আগে শ্রমিক সংগঠনকে সক্রিয় করার ডাক অনুব্রতর

কার্তিক ভান্ডারী, নয়া জামানা, বীরভূম ঃ আসন্ন বিধানসভা নির্বাচনকে সামনে রেখে শ্রমিক সংগঠনকে আরও চাঙ্গা করার বার্তা দিলেন বীরভূম জেলা কোর কমিটির আহ্বায়ক অনুব্রত মণ্ডল। সোমবার বিকাল বোলপুরে দলীয় কার্যালয়ে আইএনটিটিইউসি-র উদ্যোগে আয়োজিত এই সভায় তিনি সংগঠনের কর্মীদের উদ্দেশ্যে একাধিক নির্দেশ দেন। এদিনের সভায় উপস্থিত ছিলেন আইএনটিটিইউসির জেলা সভাপতি ত্রিদিব ভট্টাচার্য, সিউড়ির বিধায়ক বিকাশ রায় চৌধুরী সহ অন্যান্যরা। এদিন বক্তব্য রাখতে গিয়ে অনুব্রত মণ্ডল বলেন, যেখানে যে প্রার্থী হবেন, তাঁর সমর্থনে সবাইকে ঝাঁপিয়ে পড়তে হবে। যাতে কাউকে বলতে না হয়;তুমি কেন নামোনি। ব্লক ও শহর স্তরের দায়িত্বপ্রাপ্তদের একযোগে কাজ করার আহ্বান জানিয়ে তিনি বলেন, প্রার্থীর বিষয়ে যদি কিছু ত্রুটি বুঝতে পারেন সেটা তুরন্ত খবর দেবেন। শ্রমিক সংগঠন এমন একটা সংগঠন অনেক কিছু জানা যায়। তিনি আরও সতর্ক করে দেন, পাড়ে বসে বান দেখব;এই মানসিকতা চলবে না। তাঁর দাবি, মমতা ব্যানার্জি আবার মুখ্যমন্ত্রী হবেন এবং তৃণমূল কংগ্রেস বিপুল আসন পাবে। তাঁর কথায়, ২৩০ থেকে ২৩৫টি আসন তো হবেই, ২৪০টিও হতে পারে। শ্রমিক সংগঠনের কর্মীদের দলের ভালো সৈনিক উল্লেখ করে অনুব্রত মণ্ডল অনুরোধ করেন, সবাই যেন সময় দিয়ে সংগঠনের কাজ করবেন। পাশাপাশি আইএনটিটিইউসি-র ব্যানারে বিভিন্ন এলাকায় দেওয়াল লিখনের ওপর জোর দিয়ে তিনি বলেন, প্রতিটি ব্লকে অন্তত ১০-১২টি দেওয়ালে দলীয় প্রতীক এঁকে দেবেন। পরে প্রার্থীর নাম লিখে দেবেন। তাতে সংগঠন আরও বৃদ্ধি পাবে।

বিজেপিকে ঝাঁটাপেটা করার নিদান তৃণমূল নেতার !

রূম্পা দাস, নয়া জামানা, বীরভূম ঃ লাভপুর ব্লকের ঠিবা অঞ্চলের লাঙ্গলহাটা গ্রামে বিধানসভা নির্বাচনকে সামনে রেখে বুথ কমিটি গঠন ও কর্মীসভা ঘিরে রাজনৈতিক উত্তাপ ছড়াল। সোমবার বিকেলে অনুষ্ঠিত ওই সভায় উপস্থিত ছিলেন ঠিবা অঞ্চল তৃণমূল নেতৃত্বের একাধিক পদাধিকারী। সভা থেকে বিরোধী দলকে উদ্দেশ্য করে কড়া মন্তব্য করেন অঞ্চল সভাপতি শাহিন কাজী। তিনি বলেন, বিজেপি ভোট চাইতে এলে তাদেরকে ঝাঁটাপেটা করুন। তাঁর দাবি, রাজ্যে ক্ষমতাসীন দল গত কয়েক বছরে গ্রামে একাধিক উন্নয়নমূলক কাজ করেছে। সেই ভিত্তিতে লাঙ্গলহাটা গ্রাম থেকে ১২০০ ভোটে লিড দেওয়ার লক্ষ্যমাত্রা নির্ধারণ করা হয়েছে বলে জানান তিনি। বক্তব্য রাখতে গিয়ে তিনি বলেন, গ্রামে যেন আর 'পদ্মফুল না ফোটে'।শাহিন কাজী অভিযোগ করেন, গ্রামের মানুষের আপদে-বিপদে বিজেপি পাশে থাকে না, শুধু ভোটের সময় আসে। তিনি আরও বলেন, উন্নয়ন হয়নি বলে দাবি করে কেউ ভোট চাইতে এলে গ্রামবাসীদের উচিত তার প্রতিবাদ করা। পাশাপাশি বাইরে থেকে এসে কেউ অশান্তি সৃষ্টির চেষ্টা করলে প্রশাসন বিষয়টি দেখছে বলেও জানান তিনি।এই মন্তব্যের তীব্র প্রতিক্রিয়া জানিয়েছেন বিজেপি নেতৃত্ব। ভারতীয় জনতা পার্টি-র বোলপুর সাংগঠনিক জেলা সভাপতি শ্যামাপদ মণ্ডল বলেন, বিজেপি কর্মীদের ঝাঁটা পেটা করলে আমরা রসগোল্লা খাওয়াবো। তাঁর দাবি, এ ধরনের মন্তব্য শাসকদলের হতাশার বহিঃপ্রকাশ।

মেয়ের বাড়ি যাওয়ার পথে মর্মান্তিক পরিণতি, মোটরসাইকেলের ধাক্কায় মৃত বাবা

অঞ্জন শুকুল, নয়া জামানা, নদীয়া ঃ মেয়ের বাড়ি আর যাওয়া হলো না বাবার।মেয়ের ডাকে সাড়া দিয়ে মেয়ের বাড়িতে যাওয়ার পথেই দুর্ঘটনায় মৃত্যু হল বৃদ্ধ বাবার।ঘটনাটি নদীয়ার কৃষ্ণগঞ্জের তালদহ মাজদিয়া এলাকার।পরিবার সূত্রে জানা গেছে, নদীয়ার কৃষ্ণগঞ্জের বিজয়পুরে মেয়ের বাড়ি । মেয়ের বাপের বাড়ি রানাঘাট থানার জিরাটে। মেয়ে বাবাকে বলেছিল সোমবার দুপুরে সে শিবচতুর্দশীর ব্রত পালন করছে, তাই বাবা যেন দুপুরবেলা তার বাড়িতে এসে খাওয়া দাওয়া করে। মেয়ের ডাকে সাড়া দিয়ে বাবা নিত্যানন্দ বিশ্বাস (৭৪) মেয়ে-জামাই বাড়িতে আসছিলেন। নিত্য বাবু মোটরসাইকেলে করে যাচ্ছিলেন। এই সময় সামনের দিক থেকে চাপরা তিলকপুরের বাসিন্দা সঞ্জয় বিশ্বাস দ্রুতগতিতে মোটরসাইকেল নিয়ে ধাক্কা মারে নিত্যানন্দ বাবুকে। ঘটনাস্থলে রক্তাক্ত অবস্থায় চেতনাহীন হয়ে পড়েন নিত্যবাবু। ঘটনায় সঞ্জয় বিশ্বাসও আহত হন।খবর পেয়ে ঘটনাস্থলে পৌঁছায় কৃষ্ণগঞ্জ থানার পুলিশ।পুলিশ দুইজনকেই কৃষ্ণগঞ্জ গ্রামীণ হাসপাতালে নিয়ে আসে। কর্তব্যরত চিকিৎসক নিত্য বাবুকে মৃত ঘোষণা করেন । সঞ্জয় বিশ্বাস এর অবস্থা আশঙ্কাজনক হওয়ায় কৃষ্ণগঞ্জ গ্রামীণ হাসপাতালের কর্তব্যরত চিকিৎসকরা তাকে শক্তিনগর জেলা হাসপাতালে স্থানান্তরিত করে। বর্তমানে আশঙ্কাজনক অবস্থায় রয়েছেন সঞ্জয় বিশ্বাস।অভিযোগ উঠছে, দুর্ঘটনার সময় সঞ্জয় বিশ্বাস মদ্যপ অবস্থায় ছিলেন।

এলাকায় নেই হিমঘর, কাঁচামাল সংরক্ষণে সংকট, ক্ষতির মুখে একাধিক চাষী !

সমীরণ বিশ্বাস, নয়া জামানা, নদীয়া ঃ এলাকায় পেঁয়াজ সহ বিভিন্ন কাঁচামাল উৎপাদন হলেও তা সংরক্ষণের পরিকাঠামো নেই। তেহট্ট মহকুমায় কোনও হিমঘর না থাকায় সমস্যায় পড়তে হয় চাষিদের।ফলে দাম কম রেখেই সেই ফসল বেচতে হয় চাষিদের। বহুদিনআগে থেকে এলাকায় একটি হিমঘরের দাবি জানিয়ে আসছেন চাষিরা। তেহট্ট আশিগঞ্জ, জিতপুর ব্যাপকভাবে পেঁয়াজ চাষ হয়।কিন্তু, কাঁচামাল রাখা যাবে না বলে প্রতি বছর প্রথম দিকে পেঁয়াজের দাম খুব কম থাকে এবং সেই দামেই বিক্রি করে পেঁয়াজ চাষের খরচ তুলতে হিমশিম খেতে হয় প্রায় সব চাষিকে।রঘুনাথপুর পঞ্চায়েতের নিশ্চিন্তপুরের পেঁয়াজ চাষি সুমন বিশ্বাস বলেন, আগের বছর দুই বিঘা জমিতে পেঁয়াজ চাষ করেছিলাম।

বিঘা প্রতি জমিতে প্রায় কুড়ি হাজার টাকা খরচা হয়েছিল। অথচ পেঁয়াজ উৎপাদন হয়েছিল বিঘা জমিতে প্রায় ৩০ কুইন্টাল। বাধ্য হয়ে সেই পেঁয়াজ কুইন্টাল পিছু ৭০০-৮০০ টাকায় বিক্রি করতে হয়েছিল। তাতে পেঁয়াজ বেঁচে আসল টাকাই ঘরে ওঠেনি।

ওই চাষি আরও জানান, ৭-৮ টাকা দরে এখন পেঁয়াজ বিক্রি করছি, অথচ বছরের কখনও সখনও চাষিদেরই ৬০-৭০ টাকা কেজি দরে পেঁয়াজ কিনতে হয়েছে। একটি হিমঘর থাকলে পেঁয়াজ অনেকদিন সংরক্ষণ করে সময়মতো বিক্রি করা যেতে পারে।

জিতপুরের চাষি প্রীতম প্রামানিক বলেন, কার্তিক মাসের শেষে পেঁয়াজ চাষ শুরু হয় ও মাঘের শেষে জমিতে ফলন ওঠে। প্রতি বিঘা জমিতে পেঁয়াজের বীজের খরচাই কম করে ১২ হাজার টাকা।এছাড়াও কয়েকবার সেচ, সার, কীটনাশক ও শ্রমিকের মজুরি সহ খরচ অনেক। এই পেঁয়াজ তোলার পর বেশি দিন রাখা যায়না বলে বাধ্য হয়েই তা বিক্রি করতে হয়। সেক্ষেত্রে লাভজনক দাম পান না চাষিরা। বেতাইয়ের আর এক চাষি সৌভিক বিশ্বাস জানান, নিজের জমিতে চাষ করলে লাভ না হলেও খুব বেশি সমস্যা হয়না। কিন্তু যাঁরা অন্যের জমি লিজ নিয়ে পেঁয়াজ চাষ করেছেন তাঁদের চরমসংকটে পড়তে হচ্ছে।

চাষিদের অভিযোগ, এলাকায় কেন জেলাতেও কোনও হিমঘরনেই, যেখানে চাষিরা তাঁদের উৎপাদিত পণ্য রাখতে পারেন। ফলে দাম কম থাকলেও চাষিকে বেঁচে দিতেই হয় ফসল। এব্যাপারে এলাকার প্রশাসন ওজন প্রতিনিধিদের ভাবনাচিন্তা করার দরকার।

পুলিশি তৎপরতায় হারিয়ে যাওয়া মঙ্গলসূত্র ফিরে পেলেন গৃহিনী

নয়া জামানা,বীরভূম ঃ চুরি, ছিনতাই বা হারিয়ে যাওয়া জিনিস উদ্ধারের বহু ঘটনা আমরা প্রায়ই শুনে থাকি। কিন্তু কখনও কখনও কিছু ঘটনা শুধু আইনের সাফল্য নয়, মানবিকতার উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত হয়ে ওঠে। তেমনই এক ব্যতিক্রমী ঘটনার সাক্ষী থাকলো বীরভূমের মহম্মদ বাজার।মহম্মদ বাজারের বাসিন্দা পিংকি রজক দৈনন্দিন কাজে বেরিয়ে একটি দোকানের সামনে মঙ্গলসূত্র হারিয়ে ফেলেছেন বলে অনুমান করেন তিনি। পরে মন্দিরে গিয়ে বুঝতে পারেন;তার জীবনের অমূল্য স্মৃতিচিহ্ন, মঙ্গলসূত্রটি আর নেই। স্বাভাবিকভাবেই মানসিকভাবে ভেঙে পড়েন তিনি।কিন্তু এখানেই গল্পের মোড় ঘোরে। হতাশ না হয়ে তিনি মোহাম্মদ বাজার থানায় এসে বিষয়টি তিনি জানান। থানার ভারপ্রাপ্ত আধিকারিক প্রসেনজিৎ ঘোষের তত্ত্বাবধানে বিষয়টি গুরুত্ব সহকারে নেওয়া হয়। দায়িত্বপ্রাপ্ত অফিসাররা ঘটনার প্রতিটি দিক খুঁটিয়ে তদন্তে নামেন।অবিশ্বাস্য হলেও সত্য;দ্রুত, নিষ্ঠা ও মানবিক দায়িত্ববোধের মাধ্যমে হারানো মঙ্গলসূত্রটি উদ্ধার করতে সক্ষম হন পুলিশ আধিকারিকরা। সোমবার সেই মঙ্গলসূত্রটি যথাযথভাবে পিংকি রজকের হাতে তুলে দেওয়া হয়। আজকের দিনে যখন পুলিশের ভূমিকা নিয়ে নানা প্রশ্ন ওঠে, তখন মহম্মদ বাজার থানার এই উদ্যোগ নিঃসন্দেহে একটি ব্যতিক্রমী ও অনুকরণীয় দৃষ্টান্ত। চুরি যাওয়া সম্পদ উদ্ধারের পাশাপাশি সাধারণ মানুষের অনুভূতির পাশে দাঁড়ানোই যে প্রকৃত পুলিশি দায়িত্ব;তা আবারও প্রমাণ করল মোহাম্মদ বাজার থানা।এই ঘটনা শুধু একটি উদ্ধার নয়,এটি বিশ্বাস ফিরে পাওয়ার গল্প।

গোপীনাথপুরে শিব চতুর্দশী ৫ দিনের মেলা ও সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানে মুখরিত প্রাঙ্গণ

পার্থ দাস বৈরাগ্য,নয়া জমানা,নদীয়া ঃ শিবচতুর্দশী উৎসব উপলক্ষে নদীয়ার পলাশীপাড়া থানার গোপীনাথপুর পঞ্চায়েতের রাণীনগর কুলতলায় বাবা বুড়োরাজ সেবাশ্রমের উদ্যোগে পাঁচ দিনব্যাপী মেলা ও নানান সংস্কৃতিক অনুষ্ঠানের সূচনা হল।

এদিন ফিতে কেটে ও প্রদীপ প্রজ্জলন করে এই পুজা ও মেলার শুভ উদ্বোধন করেন দৃষ্টি কোনের কর্ণধার তথা সমাজসেবী অনুপ রায়। সঙ্গে ছিলেন পুজো উদ্যোক্তারা ও অন্যান্য সম্মানীয় ব্যক্তিবর্গ, উদ্বোধনী অনুষ্ঠানের শেষে দৃষ্টিকোণের পক্ষ থেকে প্রায় দেড়শো জনের হাতে নতুন বস্ত্র তুলে দেওয়া হয়। ২রা ফাল্গুন, রবিবার থেকে শুরু হয়েছে এই মেলা। শেষ হবে ৭ই ফাল্গুন, শুক্রবার। পুজা ধর্মীয় অনুষ্ঠানের পাশাপাশি প্রত্যেকদিন থাকছে নানান অনুষ্ঠান। সেইসঙ্গে সান্ধ্যকালীন অনুষ্ঠানেরও ব্যবস্থা করেছে কমিটির সদস্যরা। এই অনুষ্ঠানকে ঘিরে অসংখ্য ভক্তের সমাগম হচ্ছে মেলা চত্বরে। এই পূজাকে ঘিরে বহুদূরান্তের মানুষ আসে পুজোর এই পাঁচ দিন।বহরমপুর থেকে আসা ভক্ত কৃষ্ণা দাস জানান, প্রথমবার রাণীনগর কুলতলায় বাবা বুড়োরাজ সেবাশ্রমে এলাম।মন্দিরে পুজো দিয়ে খুব ভালো লাগছে। মেলা ঘুরেও দেখলাম বিভিন্ন ধরনের স্টল বসেছে কিছু জিনিস কেনাকাটা করলাম খুব ভালো লাগলো। রাণীনগর কুলতলায় বাবা বুড়োরাজ সেবাশ্রমের সভাপতি দেবব্রত মণ্ডল জানান,রাণীনগর কুলতলায় বাবা বুড়োরাজ সেবাশ্রমে পুজো ও মেলা আমাদের ঐতিহ্যের অংশ। বাবা বুড়ো রাজের পুজো উপলক্ষে পাঁচদিন ব্যাপী মেলায় প্রতিদিন মেলা প্রাঙ্গণের মঞ্চে বিভিন্ন সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়েছে। ভক্তি,সংস্কৃতি ও উৎসবের মিলনক্ষেত্র হয়ে উঠেছে এ বছরের মেলা প্রাঙ্গণ।

হাসপাতালে শোরগোল ! দিনের আলোয় উধাও মৃতদেহ

নয়া জামানা, বীরভূম ঃ সিউড়ি সুপার স্পেশালিটি হাসপাতাল থেকে উধাও হলো মৃতদেহ। কিন্তু কে বা কারা এই কাজটি করেছে সে সম্পর্কে কোনো কিছুই জানা নেই হাসপাতাল কর্তৃপক্ষের।

ফলে প্রশ্ন উঠছে হাসপাতালের নিরাপত্তা এবং নিরাপত্তারক্ষীদের ভূমিকা নিয়ে। হাসপাতাল সূত্রে খবর, এদিন বেলা আনুমানিক সাড়ে এগারোটা নাগাদ অজয় সিং নামের এক রোগীকে হাসপাতালে ভর্তি করা হয়। অসুস্থ অবস্থায় ভর্তি করার মিনিট দশেক পরই তাঁর মৃত্যু হয়। কিন্তু আশ্চর্যের বিষয় হল লিফটে করে মৃতদেহ নামানো হলেও তার কিছুক্ষণের মধ্যেই সেটি উধাও হয়ে যায়।

মৃতদেহ কোথায় গেল সেই সম্পর্কে কেউ কোন কথা বলতে পারছে না। হাসপাতালের সিসিটিভি ক্যামেরাতেও কোনো প্রমাণ মেলেনি। ঘটনাটি জানাজানি হতেই রীতিমতো হাসপাতাল চত্বরে শোরগোল শুরু হয়। হাসপাতালে চিকিৎসাধীন অন্যান্য রোগীর আত্মীয়রা হাসপাতালের নিরাপত্তা নিয়ে প্রশ্ন তুলছেন। সিকিউরিটি গার্ডদেরকে জিজ্ঞাসা করা হলে তারা পরিষ্কার জানিয়ে দেয় তারা কিছুই জানে না। আচমকাই একটি মৃতদেহ উধাও এর ঘটনাকে কেন্দ্র করে রীতিমতো চাঞ্চল্য ছড়িয়েছে।

বিজেপির চার্জশিট জবাব চায় কর্মসূচি, তৃণমূলের দুর্নীতি নিয়ে সরব অগ্নিমিত্রা পাল

সুজিত দত্ত ।। নয়া জামানা ।। বর্ধমান

বিধানসভা নির্বাচনকে সামনে রেখে পূর্ব বর্ধমানে রাজনৈতিক উত্তাপ ক্রমশ বাড়ছে। সোমবার বর্ধমান জেলা বিজেপি কার্যালয় থেকে চার্জশিট জবাব চাই কর্মসূচিতে শামিল হয়ে ভাতার ও বর্ধমান দক্ষিণ বিধানসভা কেন্দ্র ঘিরে একগুচ্ছ অভিযোগ প্রকাশ্যে আনলেন বিজেপি নেত্রী তথা আসানসোলের বিধায়িকা অগ্নিমিত্রা পল।ভাতার বিধানসভা কেন্দ্রকে ঘিরে প্রকাশিত চার্জশিটে রাজ্যের শাসকদল তৃণমূল কংগ্রেসের বিরুদ্ধে একাধিক ইস্যুতে সরব হয় বিজেপি। দলের দাবি, ভাতারের কালুকতক গ্রামে বোমা উদ্ধারের ঘটনায় গ্রামবাসীদের মধ্যে আতঙ্ক ছড়িয়েছে।

চার্জশিটে উল্লেখ করা হয়েছে, বোমা-বারুদের রাজনীতি তৃণমূলের সংস্কৃতি। এছাড়াও মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় উদ্বোধিত ওড় গ্রাম ইকো সার্কিট পর্যটন প্রকল্প এখনও অসম্পূর্ণ বলে অভিযোগ তোলা হয়েছে। বিজেপির দাবি, কর্মসংস্থান সৃষ্টিতে ব্যর্থ রাজ্য সরকার। পুলিশের হাতে নিষিদ্ধ কফ সিরাপ বাজেয়াপ্ত হওয়ার ঘটনাকে সামনে এনে বৃহৎ মাদকচক্র সক্রিয় থাকার অভিযোগও তোলা হয়েছে। সাহেবগঞ্জ ও সংলগ্ন এলাকায় পানীয় জলের সংকটের বিষয়টিও চার্জশিটে স্থান পেয়েছে। ভাতারের তৃণমূল বিধায়ক মানগোবিন্দ অধিকারীর বিরুদ্ধে জনজাতি সম্প্রদায়কে অপমানের অভিযোগ তুলেছে বিজেপি। প্রাক্তন মহিলা সভানেত্রী সুরি মান্ডিকে অপমান ও মারধরের ঘটনায় জনজাতির মর্যাদা ক্ষুণ্ণ হয়েছে বলেও দাবি করা হয়। কৃষকদের জন্য বরাদ্দ অনুদানের টাকা আত্মসাতের অভিযোগ উঠেছে পঞ্চায়েত সমিতির কর্মাধ্যক্ষ শেখ শফিকুল আলমের বিরুদ্ধেও।একটি স্কুলে যৌন নির্যাতনের ঘটনা ধামাচাপা দেওয়ার চেষ্টা হয়েছে বলেও অভিযোগ তোলে বিজেপি। দলের দাবি, প্রতিবাদী পড়ুয়াকে ট্রান্সফার সার্টিফিকেট দিয়ে স্কুলছাড়া করা হয়েছে। পাশাপাশি গরিব কৃষকদের জমি জবরদখল ও হুমকির অভিযোগ তোলা হয়েছে তৃণমূল নেতা কৃষ্ণ গোপাল মণ্ডলের বিরুদ্ধে।বর্ধমান দক্ষিণ বিধানসভা কেন্দ্র ঘিরে প্রকাশিত চার্জশিটে বেআইনি নির্মাণের অভিযোগ আনা হয়েছে বিধায়ক খোকন দাস ও পৌরপিতা পরেশ চন্দ্র সরকারের বিরুদ্ধে।

অগ্নিমিত্রা পল দাবি করেন, তৃণমূল মানেই লুট। তাঁর অভিযোগ, বর্ধমান শহরের মধ্যে দূরপাল্লার বাস চলাচল বন্ধ হয়ে যাওয়ায় ব্যবসা-বাণিজ্যে প্রভাব পড়েছে, বিশেষ করে বি সি রোডের ব্যবসায়ীরা ক্ষতিগ্রস্ত। তোলাবাজির অভিযোগ তুলে বৈদ্যবাটি-দিল্লি রোড অবরোধের প্রসঙ্গেও সরব হন তিনি। সাংবাদিকদের প্রশ্নের উত্তরে বলেন, তোলাবাজির টাকা কে খায়, কোথায় যায়;তার জবাব চাই। বিজেপির দাবি, উত্থাপিত সমস্ত অভিযোগের নিরপেক্ষ তদন্ত হোক এবং শাসকদল প্রকাশ্যে জবাব দিক।

রাজনৈতিক মহলের মতে, নির্বাচনের আগে চার্জশিট জবাব চাই কর্মসূচি জেলায় রাজনৈতিক লড়াইকে আরও তীব্র করে তুলল।

পাল্টা প্রতিক্রিয়ায় তৃণমূল কী অবস্থান নেয়, এখন সেদিকেই নজর রাজনৈতিক মহলে।

ঝুড়ি কোদাল নিয়ে বিডিও অফিসে কংগ্রেসের বিক্ষোভ

নয়া জামানা , বর্ধমান ঃ সোমবার পূর্ব বর্ধমান জেলার মেমারিতে অভিনব বিক্ষোভ মিছিল হল জাতীয় কংগ্রেসের পক্ষ থেকে। ঝুড়ি, কোদাল নিয়ে অভিনব বিক্ষোভ চলে মেমারি ২ ব্লক জাতীয় কংগ্রেসের পক্ষ থেকে ধুনুই পেট্রলপাম সংলগ্ন এলাকায়। মিছিল করে কংগ্রেস কর্মী সমর্থকরা এসে হাজির বিডিও অফিস চত্বরে।পরবর্তী সময়ে পাঁচজনের প্রতিনিধি দল সমষ্টি উন্নয়ন আধিকারিক সৌমজিৎ বসুর কাছে ১০ দফা দাবি রেখে ডেপুটেশন দেন। দাবিগুলি মধ্যে আছে, ১০০ দিনের কাজ চালু , কেন্দ্র সরকারের এমজিএনআরইজি এর নাম পরিবর্তনের চেষ্টা অবিলম্বে বাতিল করতে হবে। একই সঙ্গে ব্লকের যেসব সমবায় অচল অবস্থায় আছে সেইগুলি সচল করার দাবি জানানো হয়। চলতি মরশুমে আলুর কুইন্টাল প্রতি দাম বারোশো (১, ২০০) টাকা করতে দাবিও তুলে ধরা হয়েছে। এই কর্মসূচিতে উপস্থিত ছিলেন পূর্ব বর্ধমান জেলার শ্রমিক সংগঠন সভাপতি গৌরব সমাদ্দার, শ্রমিক সংগঠনের সাধারণ সম্পাদক রাকেশ শর্মা, মেমারি ব্লক জাতীয় কংগ্রেসের সভাপতি ফরিয়াদ মল্লিক, মন্তেশ্বর ব্লকের সভানেত্রী ডলি মুর্মু, ব্লক শ্রমিক সংগঠনের সভাপতি নয়ন শেখ সহ দলীয় নেতৃত্ব ও কর্মীবৃন্দ।

বিদ্যুৎ দপ্তরের আধিকারিককে প্রাণনাশের হুমকি

নয়া জামানা, বর্ধমান ঃ বিদ্যুৎ দপ্তরের এক আধিকারিকের দপ্তরে ঢুকে তাঁকে প্রাণনাশের হুমকি দেওয়া হল। সোমবার ঘটনাকে ঘিরে ব্যাপক চাঞ্চল্য ছড়ায় পূর্ব বর্ধমানের সেহারাবাজারে। ঘটনা ঘিরে দপ্তরে আতঙ্কের সৃষ্টি হয় কর্মীদের মধ্যে। পুলিশ দ্রুত ঘটনাস্থলে পৌঁছে পরিস্থিতি সামাল দেয়।প্রতিবেদন লিখা পর্যন্ত কিন্তু গ্রেপ্তারের কোন খবর নেই। এদিন দুপুরের পর বিদ্যুৎ দপ্তরের সেহেরাবাজার সাব স্টেশনে যান সামন্ত মন্ডল।তাঁর সঙ্গে আরও পাঁচ ছজন ছিলেন। সামন্ত মন্ডল নামে ওই ব্যক্তির সঙ্গে স্টেশন ম্যানেজার জ্যোতির্ময় চক্রবর্তীর কথা কাটাকাটি চলে। এর পরই ওই ব্যক্তি স্টেশন ম্যানেজারকে গালিগালাজ ও বাইরে বের হলে প্রাণ নাশের হুমকি দেন বলে অভিযোগ। মুহুর্তের মধ্যে কর্মীদের মধ্যে আতঙ্ক ছড়িয়ে পড়ে। বিপদ বুঝে স্টেশন ম্যানেজার খণ্ডঘোষ থানা এবং সেহারাবাজার পুলিশ ফাঁড়িতে ফোন করেন। পুলিশ এসে অভিযুক্ত ব্যক্তির সঙ্গে কথা বলে পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে আনে। জানা গেছে সাধন সামন্তের নামে এর আগে বিদ্যুৎ চুরির দুটি অভিযোগ আছে। তা সত্ত্বেও বিদ্যুৎ সংযোগ দেবার জন্য আবেদন করেছেন। কিন্তু বিদ্যুৎ দপ্তরের স্টেশন ম্যানেজার সাফ জানিয়ে দেন , আগের বকেয়া না মেটানো হলে সংযোগ দেওয়া যাবে না। এ নিয়ে দু পক্ষের মধ্যে বচসা থেকে ঘটনার সূত্রপাত। পুলিশ জানিয়েছে অভিযোগ হলে আইনগত ব্যবস্থা নেওয়া হবে। এদিন স্টেশন ম্যানেজার বলেন,' ঘটনা নিয়ে চরম আতঙ্কে আছি। এ ব্যাপারে খন্ডঘোষ এবং রায়না দুই থানাতেই অভিযোগ দায়ের করা হবে।' অন্যদিকে সাধন সামন্ত হুমকি দেবার কথা অস্বীকার করেন। যদিও তিনি স্বীকার করেন, তাঁর নামে এর আগে বিদ্যুৎ দপ্তরে অভিযোগ জমা আছে।

ভিন রাজ্যে চালের চাহিদা কম, ধানের দাম নিয়ে সংকট চাষিদের

নয়া জামানা, বর্ধমান ঃ আলু অন্যান্য ফসলের মতো পূর্ব বর্ধমানের চাষিরা এবার ধান নিয়ে বিপাকে পড়েছেন। ধানের দাম তলানিতে চলে যাওয়ার জন্য লোকসানের মুখে পড়তে হচ্ছে চাষিদের। চালের আকাশ ছোঁয়া মূল্য থাকলেও একেবারে প্রকৃত চাষিরা প্রয়োজন মতো ধানের দাম পাচ্ছেন না বলে অভিযোগ। রাজ্যের ভাতঘর হিসাবে পরিচিত পূর্ব বর্ধমানের চাষিরা এ নিয়ে বিভিন্ন মহলে তাদের ক্ষোভের কথা জানাচ্ছেন। যতদূর জানা গেছে, বেশ কয়েকটি জাতের ধান থেকে তৈরি চালের ভিন রাজ্যে বিক্রিবাটা নেই। ফলে চালের চাহিদা কমায় ধানের দাম কমতে শুরু করেছে।

এবার শুরু থেকেই কৃষি প্রধান পূর্ব বর্ধমান জেলায় খোলা বাজারে ধানের অভাবই দাম। বেশিরভাগ ক্ষেত্রে সরকারি সহায়ক মূল্যে ধান বিক্রি করতে না পেরে চাষিরা তাই লোকসানের মুখে পড়তে বাধ্য হয়েছেন বলে দাবি সকলের। যদিও জেলা খাদ্য নিয়ামক দপ্তরের হিসাব অনুযায়ী চলতি বছরে সহায়ক মূল্যে ধান বেশি কেনা হয়েছে। হিসাব মতো লক্ষ্যমাত্রার প্রায় ৭৭ শতাংশ বেশি ধান কেনা হয়েছে। কিন্তু তা সত্ত্বেও চাষিরা ক্ষোভ চেপে রাখতে পারেননি। জানানো হয়েছে সরকারি মূল্যে উৎসাহ ভাতা দিয়ে দেওয়া হচ্ছে ২৩৮৯ টাকা। সেখানে খোলা বাজারে অনেকটাই দাম কম কুইন্টাল ধানের দাম। মাত্র ২ হাজার টাকা কুইন্ঠাল পাওয়া যাচ্ছে খোলা বাজারে।

এই অবস্থায় ধান বিক্রি মানেই লোকসান গুনতে হবে। খোলা বাজারে ধানের দাম কম হবার বড়ো কারণ হতে পারে অন্য রাজ্য গুলিতে এ জেলা তথা রাজ্যের ধানের চাহিদা কমে যাওয়ার জন্য। আগে যেখানে লাল স্বর্ণ ধান উৎপাদনের সিংহভাগটাই চলে যেত ঝাড়খণ্ড, বিহার, ছত্তিশগড় পাঠানো হতো। এখন ওই সব রাজ্যে চাল নেওয়া হয় না। ফলে চাহিদা কমে যাওয়ার জন্য খোলা বাজারে ধানের দাম কমে যাচ্ছে। মূলত লাল স্বর্ণ ধানের ক্ষেত্রে এই সমস্যা বেশি। কারণ অন্যান্য জাতের ধানের সরু চালের চাহিদা আছে। যার জন্য আফ্রিকা, বাংলাদেশ সহ কয়েকটি দেশে রপ্তানি হচ্ছে। তাই ধান বিক্রি করতে দাম ঠিকঠাক না মেলায় চাষিরা আগ্রহ হারাচ্ছেন।

পুনর্নিয়োগের দাবিতে অন্ডাল তাপবিদ্যুৎ কেন্দ্রের গেটে শ্রমিক বিক্ষোভ

নয়া জামানা, অন্ডাল ঃ বকেয়া বেতন ও কাজে পুনর্নিয়োগের দাবিতে সোমবার সকাল থেকে উত্তপ্ত হয়ে উঠল অন্ডালের ডিভিসি তাপবিদ্যুৎ কেন্দ্র এলাকা। কাজ হারানো ৯৯ জন ঠিকা শ্রমিক এদিন সকাল থেকেই কারখানার মূল গেটের সামনে অবস্থান বিক্ষোভে বসেন। এর ফলে দীর্ঘক্ষণ গেটের বাইরে আটকে থাকেন সংস্থার আধিকারিকরা।আন্দোলনকারী শ্রমিকদের পক্ষে তাপস রায় জানান, প্রায় ১১ মাস আগে কোনো আগাম বিজ্ঞপ্তি ছাড়াই ৯৯ জন ঠিকা শ্রমিককে কাজ থেকে বসিয়ে দেয় কর্তৃপক্ষ।

দীর্ঘদিন কাজহীন অবস্থায় থাকায় শ্রমিক পরিবারগুলি চরম আর্থিক সংকটের মুখে পড়েছে। বারবার কর্তৃপক্ষের কাছে আবেদন জানানো সত্ত্বেও কোনো সুরাহা না হওয়ায় তারা এই চরম পথ বেছে নিয়েছে।সংস্থা সূত্রে জানা গিয়েছে, এই শ্রমিকরা আগে একটি কো-অপারেটিভের মাধ্যমে কাজ করতেন। বেতন সংক্রান্ত সমস্যার কারণে তারা সরাসরি সংস্থার অধীনে কাজ করার দাবি জানান। পরবর্তীতে টেন্ডারের মাধ্যমে তাদের কাজে নেওয়া হলেও, সেই টেন্ডারের মেয়াদ শেষ হওয়ার পর আর পুনর্নিয়োগ করা হয়নি।বিক্ষোভকারী শ্রমিকদের পাশে দাঁড়িয়েছেন আইএনটিটিইউসি অনুমোদিত শ্রমিক সংগঠনের নেতা সুধীন পাণ্ডে। তিনি শ্রমিকদের দাবিকে সংগত বলে উল্লেখ করে তাদের পূর্ণ সমর্থনের কথা জানিয়েছেন। তবে এই বিক্ষোভ ও পুনর্নিয়োগের দাবি প্রসঙ্গে তাপবিদ্যুৎ কেন্দ্র কর্তৃপক্ষের কোনও আনুষ্ঠানিক প্রতিক্রিয়া মেলেনি। শেষ খবর পাওয়া পর্যন্ত, দাবি পূরণ না হওয়া পর্যন্ত আন্দোলন চালিয়ে যাওয়ার হুঁশিয়ারি দিয়েছেন শ্রমিকরা।

জয়েন্ট বিডিওর গাড়িতে আগুন, ছিঁড়ে ফেলল যুব সাথীর ব্যানার

নয়া জামানা, আসানসোল ঃ লাউদোহায় জয়েন্ট বিডিওর গাড়িতে রাতের অন্ধকারে অগ্নিকাণ্ড, এছাড়াও ছিঁড়ে ফেলা হল যুব সাথীর ব্যানার চাঞ্চল্য ছড়াল পাণ্ডবেশ্বর এর লাউদোহায়। রবিবার রাতের অন্ধকারে কেউ বা কারা দুর্গাপুর ফরিদপুর ব্লকের জয়েন্ট বিডিওর অন ডিউটি লেখা গাড়িতে আগুন ধরিয়ে দেয়, ভেঙে ফেলা হয় গাড়ির কাঁচ, পাশাপাশি ছিঁড়ে ফেলা হয় ব্লক অফিসের বাইরে থাকা যুব সাথীর ব্যানার। বিষয়টি নজরে আসতেই নিমেষেই চাঞ্চল্য ছড়িয়ে পড়ে ওই অংশে।এই প্রসঙ্গে দুর্গাপুর ফরিদপুর ব্লকের জয়েন্ট বিডিও সঞ্জয় মন্ডল সংবাদ মাধ্যমকে জানাই, রবিবার সকাল আনুমানিক ১০৩০ নাগাদ ব্লক অফিসের কাছে গাড়িটি আমি পার্কিং করি, দিন গড়িয়ে সন্ধ্যা হয়ে যায়, গাড়িটি সেখানেই ছিল। দীর্ঘ কাজের ব্যস্ততার পর আমি যখন অফিস ছাড়ি তখন ঘড়ির কাঁটায় রাত্রি ৮৪৫ থেকে ৮৫০ এর কাছাকাছি। ঠিক সেই সময়ই আমি দেখতে পাই যে আমার চারচাকা গাড়িটিতে ধোঁয়া উড়ছে এবং কিছু ব্যক্তি জল দিয়ে আগুন নেভানোর চেষ্টা করছেন, তৎক্ষণাৎ আমিও যাই এবং তাদেরকে সহযোগিতা করি পরে বিষয়টি বিডিও সাহেব এবং পুলিশকে জানানো হলে তারা ঘটনাস্থলে পৌঁছায়। এরই পাশাপাশি জয়েন্ট বিডিও সঞ্জয় বাবু প্রাথমিকভাবে দাবি করেন শর্ট সার্কিট বা যান্ত্রিক কোনও ত্রুটির কারণে আগুন লাগেনি গাড়িটিতে, কারণ যেভাবে গাড়িটির কাচ ভাঙ্গা হয়েছে তাতে আমার মনে হয় যে গাড়িটিতে অগ্নিকাণ্ড ঘটানো হয়েছে।তবে আসল কারণ কি ? পুরোটাই পুলিশি তদন্তে উঠে আসবে। অন্যদিকে আবার দুর্গাপুর ফরিদপুর ব্লকে রবিবার থেকে শুরু হওয়া যুব সাথী ক্যাম্প এবং সেই ক্যাম্পে লাগানো ব্যানার রাতের অন্ধকারেই ছিঁড়ে ফেলা হয় বলে দাবি করেন তৃণমূলের ব্লক সভাপতি শতদীপ ঘটক। তিনি জানান আমরা এই ঘটনায় খুবই চিন্তিত, একদিকে প্রশাসনিক আধিকারিক এর গাড়িতে আগুন অন্যদিকে যুব সাথী ক্যাম্পের ব্যানার ছিড়ে ফেলা, এই ঘটনাই যে বা যারাই যুক্ত থাকুক না কেন আমরা তাদের দৃষ্টান্তমূলক শাস্তি চাই ।তবে এই ঘটনার পর প্রশ্ন উঠছে একটাই এটা কি নিছক কোন রাজনৈতিক চক্রান্ত ? নাকি দুষ্কৃতি আক্রমণ ? যদি রাজনৈতিক চক্রান্তই হয়ে থাকে তাহলে প্রশাসনিক আধিকারিকের গাড়িতে আগুন ধরানো হল কেন অন্যদিকে আবার যদি এটি দুষ্কৃতি আক্রমণই হয়ে থাকে তাহলে যুব সাথী ক্যাম্পের ব্যানার কেন ছেঁড়া হল ? এমনই প্রশ্নের জট বেঁধেছে লাউদোহায়।পুলিশি তদন্তের পর এই ঘটনার আসল রহস্য বেরিয়ে আসবে।

কল্যানেশ্বরী ফাঁড়িতে প্রথম মহিলা ইনচার্জ, খুশির হাওয়া এলাকায়

নয়া জামানা, কল্যানেশ্বরী ঃ সালানপুর থানার অন্তর্গত কল্যানেশ্বরী ফাঁড়িতে এক ঐতিহাসিক মুহূর্তের সূচনা হল। ফাঁড়ির ইতিহাসে এই প্রথমবার ইনচার্জ হিসেবে দায়িত্ব গ্রহণ করলেন একজন মহিলা অফিসার শিউলী মন্ডল। তাঁর এই নতুন দায়িত্ব ভার গ্রহণকে কেন্দ্র করে স্থানীয় বাসিন্দাদের মধ্যে বিশেষ করে মহিলাদের মধ্যে ব্যাপক উৎসাহ ও উদ্দীপনা দেখা দিয়েছে।শিউলী মন্ডল দায়িত্ব গ্রহণ করার পরপরই স্থানীয় বাসিন্দাদের পক্ষ থেকে তাঁকে উষ্ণ অভ্যর্থনা ও ফুলের তোড়া দিয়ে সংবর্ধনা জানানো হয়। ফাঁড়ি প্রাঙ্গণে আয়োজিত এই সংক্ষিপ্ত অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন বিশিষ্ট সমাজকর্মী বাবাই ঘোষাল ও শঙ্কর সাউ (বিল্টু)।

তাঁদের সঙ্গে এলাকার বহু মহিলা এদিন সক্রিয়ভাবে উপস্থিত ছিলেন।বাবাই ঘোষাল বলেন, কল্যানেশ্বরী ফাঁড়িতে প্রথমবার একজন মহিলা ইনচার্জ আসায় আমরা অত্যন্ত আনন্দিত। বিশেষ করে এলাকার মহিলাদের মধ্যে এটি নিয়ে বিপুল উৎসাহ রয়েছে। তাঁদের আন্তরিক ইচ্ছাতেই এদিনের এই সংবর্ধনার আয়োজন করা হয়েছে। তিনি আশা প্রকাশ করেন যে, নতুন ইনচার্জ সাধারণ মানুষের সঙ্গে সুসম্পর্ক বজায় রেখে আইনশৃঙ্খলা রক্ষা ও এলাকার শান্তিশৃঙ্খলা বজায় রাখতে বলিষ্ঠ ভূমিকা নেবেন।এলাকার মহিলাদের মতে, একজন মহিলা ইনচার্জের নিয়োগ তাঁদের জন্য বড় স্বস্তির বিষয়। স্থানীয় বাসিন্দা মিনা দেবী, রিতা সিং ও সুনিতা গুপ্তারা জানান, আগে অনেক ক্ষেত্রে মহিলারা তাঁদের সমস্যা নিয়ে থানায় আসতে ইতস্তত বোধ করতেন। এখন একজন নারী অফিসার থাকায় তাঁরা সরাসরি নিজেদের সমস্যার কথা বলতে পারবেন, যা নারী নিরাপত্তার ক্ষেত্রে একটি ইতিবাচক পদক্ষেপ। অনুষ্ঠানে আরও উপস্থিত ছিলেন রেখা নুনিয়া-সহ এলাকার অন্যান্য বিশিষ্টজনরা। সব মিলিয়ে, শিউলী মন্ডলের যোগদানের মাধ্যমে কল্যানেশ্বরী ফাঁড়িতে পুলিশ ও সাধারণ মানুষের সম্পর্কের এক নতুন দিগন্ত উন্মোচিত হল।

কালনার পদ্মশ্রী পুরস্কার প্রাপ্ত জ্যোতিষ দেবনাথ ও রবিলাল টুডুর বাড়িতে মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের শুভেচ্ছাবার্তা পৌঁছে দেওয়া হল। সোমবার ওই শুভেচ্ছাবার্তা পৌঁছে দিলেন এলাকার বিধায়ক তথা মন্ত্রী স্বপন দেবনাথ। সঙ্গে ছিলেন বিধায়ক দেব প্রসাদ বাগ, ও কালনা পৌরসভার ভাইস চেয়ারম্যান তপন পোড়েল। ছবি ও তথ্য - আমিনুর রহমান

১২
১৭ ফেব্রুয়ারি ২০২৬
জঙ্গলমহল
নয়া জামানা

নির্ঘণ্টের আগেই রঙের রাজনীতি! কোতুলপুরে মহিলা তৃণমূলের দেওয়াল লিখনে সঙ্গীতা মালিক

সুচিন্ত্য গোস্বামী, নয়া জামানা, বাঁকুড়া ঃ নির্বাচন কমিশনের পক্ষ থেকে এখনো আনুষ্ঠানিক নির্বাচনী নির্ঘণ্ট ঘোষণা হয়নি। তার আগেই কোতুলপুরে প্রচারের ময়দানে নেমে পড়ল বিষ্ণুপুর সাংগঠনিক জেলা মহিলা তৃণমূল কংগ্রেস। নেতৃত্বে রয়েছেন সভানেত্রী সঙ্গীতা মালিক। রঙ-তুলি হাতে কর্মীদের নিয়ে তিনি কোতুলপুরের তাঁতিপাড়া বুথ এলাকায় একের পর এক দেওয়ালে দলীয় প্রতীক আঁকেন। প্রার্থীর নাম এখনও ঘোষণা না হলেও, সেই জায়গা ফাঁকা রেখেই শুরু হয়েছে দেওয়াল লিখন।

সঙ্গীতা মালিক জানান, প্রার্থী কে হবেন সেটাই মুখ্য নয়। সংগঠনকে চাঙ্গা রাখা এবং মানুষের কাছে পৌঁছনোই মূল লক্ষ্য। দেওয়ালে চুনকাম থেকে শুরু করে দলীয় প্রতীক আঁকা;এই সবকিছুর মধ্য দিয়েই প্রচারের প্রাথমিক ধাপ এগিয়ে রাখা হচ্ছে। তাঁর কথায়, উন্নয়নের বার্তা ঘরে ঘরে পৌঁছে দিতে চায় তৃণমূল কংগ্রেস। তিনি আরও বলেন, বিজেপির বিরুদ্ধে মানুষ এখন সচেতন।

বিশেষ করে মহিলারা আর কোনওভাবেই তমিথ্যাবাদীদ রাজনীতিকে প্রশ্রয় দেবেন না। কেউ এলাকায় এলে তার জবাব মহিলারাই দেবেন বলেও হুঁশিয়ারি দেন তিনি। সঙ্গীতা মালিক দাবি করেন, তৃণমূল সরকারের উন্নয়নমূলক প্রকল্প প্রত্যন্ত এলাকায় পৌঁছে গেছে। তাই সাধারণ মানুষ দলকেই সমর্থন করছেন। নির্বাচনী আবহ তৈরির আগেই দেওয়াল লিখন ঘিরে কোতুলপুরে রাজনৈতিক তাপমাত্রা যে বাড়তে শুরু করেছে, তা স্পষ্ট।

ফর্মের লাইনে বিধায়ক! যুব সাথী শিবিরে নজর কাড়লেন ডাঃ খগেন্দ্র নাথ মাহাত

শংকর বারিক ।। নয়া জামানা ।। ঝাড়গ্রাম

যুবকদের ফ্রম ফিলাপ নিয়ে সাহায্য করছেন গোপীবল্লভপুর বিধানসভার বিধায়ক ডঃ খগেন্দ্রনাথ মাহাতো ও বিডিও রাহুল বিশ্বাস

ঝাড়গ্রাম জেলাজুড়ে রাজ্য সরকারের 'যুব সাথী' প্রকল্পে নাম নথিভুক্ত করতে ভিড় উপচে পড়েছে। মাঠ, পার্ক, দুর্গা মণ্ডপ কিংবা রাস্তার ধারে;যেদিকেই চোখ যায়, দেখা মিলছে দীর্ঘ লাইনে দাঁড়িয়ে থাকা যুবক-যুবতীদের। শিবরাত্রির পুজোর লাইনের মতোই উৎসাহ, তবে লক্ষ্য একটাই;কর্মসংস্থানের আশায় ফর্ম পূরণ। দ্বিতীয় দিনেও সেই ভিড়ে কোনও ভাটা পড়েনি। এই ভিড়ের মধ্যেই আলাদা করে নজর কাড়লেন গোপীবল্লভপুরের বিধায়ক ডাঃ খগেন্দ্র নাথ মাহাত। সাধারণ মানুষের সঙ্গে মিশে কখনও তিনি নিজে লাইন সামলাচ্ছেন, কখনও আবেদনকারীদের ফর্ম পূরণে হাতে-কলমে সাহায্য করছেন। অনেকেই যখন নথিপত্র বা অনলাইন প্রক্রিয়া বুঝতে হিমশিম খাচ্ছেন, তখন ধৈর্য ধরে তাঁদের বোঝাতে দেখা গেছে বিধায়ককে। তাঁর এই মানবিক উদ্যোগ উপস্থিত মানুষের প্রশংসা কুড়িয়েছে। প্রশাসনের তরফে উপস্থিত ছিলেন বিডিও রাহুল বিশ্বাস। পাশাপাশি দলীয় নেতা-কর্মীরাও শিবিরে সহযোগিতার হাত বাড়িয়ে দেন। সব মিলিয়ে পুরো প্রক্রিয়াটি যাতে সুষ্ঠু ও দ্রুত সম্পন্ন হয়, তার জন্য প্রশাসন ও জনপ্রতিনিধিরা একযোগে কাজ করছেন। রাজ্য সরকারের ঘোষিত এই প্রকল্পের আওতায় বেকার যুবক-যুবতীদের মাসিক ১৫০০ টাকা করে আর্থিক সহায়তা দেওয়ার কথা বলা হয়েছে। একই সঙ্গে ভাগচাষিদের ভাতা প্রদানের আবেদন প্রক্রিয়াও শুরু হয়েছে। ফলে স্বাভাবিকভাবেই সাধারণ মানুষের আগ্রহ আরও বেড়েছে। গোপীবল্লভপুর বিধানসভা এলাকায় লোধাশুলির কুড়মি ভবন, কেশিয়াপাতা দুর্গা মঞ্চ এবং বেলিয়াবেড়া বিডিও অফিস;এই তিনটি কেন্দ্রে চলছে ফর্ম পূরণের কাজ। শুধু এই এলাকাই নয়, সারা ঝাড়গ্রাম জেলার প্রতিটি ব্লকে একাধিক হেল্পডেস্ক চালু করা হয়েছে বলে প্রশাসন সূত্রে জানা গিয়েছে। প্রশাসনের লক্ষ্য, যাতে এপ্রিল মাস থেকেই যোগ্য আবেদনকারীরা প্রকল্পের সুবিধা পেতে পারেন। উৎসবের আবহে শুরু হওয়া এই উদ্যোগ নতুন আশার আলো দেখাচ্ছে জেলার হাজার হাজার যুবক-যুবতীর মনে।

সাইবার ফাঁদে 'না' বলুন! ইন্দাসে সচেতনতার ক্যাম্পে পথে নামল বাঁকুড়া জেলা পুলিশ

নয়া জামানা , বাঁকুড়া ঃ সাইবার প্রতারণা রুখতে গ্রামবাংলায় জনসচেতনতা বাড়াতে বিশেষ উদ্যোগ নিল বাঁকুড়া ডিস্ট্রিক্ট পুলিশ। ইন্দাস থানার উদ্যোগে আকুই এক নম্বর গ্রাম পঞ্চায়েতের মাদড়া গ্রামে আয়োজন করা হয় জনসংযোগ ও সাইবার সুরক্ষা সচেতনতা শিবির। বর্তমানে মোবাইল ফোনের মাধ্যমে ভুয়ো কল, প্রতারণামূলক মেসেজ, 'ডিজিটাল অ্যারেস্ট'-এর ভয় দেখানো, ব্যাংকের নাম করে ওটিপি চাওয়া; এই ধরনের অপরাধ দ্রুত বাড়ছে। অসচেতনতার সুযোগ নিয়ে বহু সাধারণ মানুষ আর্থিক ক্ষতির শিকার হচ্ছেন। বিশেষ করে গ্রামীণ এলাকায় এই প্রবণতা বেশি দেখা যাচ্ছে বলে জানিয়েছে পুলিশ। এই পরিস্থিতিতে ইন্দাস থানার পুলিশ কর্মীরা গ্রামবাসীদের সামনে বাস্তব উদাহরণ তুলে ধরে বোঝান প্রতারক চক্র কীভাবে কাজ করে। তাঁরা স্পষ্টভাবে জানান, কোনও অবস্থাতেই অচেনা নম্বরে ওটিপি, ব্যাংক সংক্রান্ত তথ্য বা ব্যক্তিগত তথ্য শেয়ার করা যাবে না। সন্দেহজনক ফোন বা মেসেজ পেলে দ্রুত স্থানীয় থানায় অথবা জাতীয় সাইবার ক্রাইম হেল্পলাইনে যোগাযোগ করার পরামর্শ দেওয়া হয়। এদিনের শিবিরে উপস্থিত ছিলেন ইন্দাস থানার ভারপ্রাপ্ত আধিকারিক প্রসেনজিৎ বিশ্বাস, আকুই পুলিশ ফাঁড়ির ইনচার্জ সহ অন্যান্য পুলিশ কর্মীরা। তাঁরা গ্রামবাসীদের সঙ্গে সরাসরি আলোচনা করেন এবং বিভিন্ন প্রশ্নের উত্তর দেন। পুলিশ সূত্রে জানা গিয়েছে, ভবিষ্যতেও জেলার বিভিন্ন প্রান্তে এই ধরনের সচেতনতা শিবির আয়োজন করা হবে। ইন্দাস পুলিশের এই সময়োপযোগী উদ্যোগকে স্বাগত জানিয়েছেন স্থানীয় বাসিন্দারা।

আইনি সহায়তায় মিলল ন্যায়! ঝাড়গ্রামে মৃত স্বামীর বীমার ২ লক্ষ টাকা পেলেন স্ত্রী

নয়া জামানা , ঝাড়গ্রাম ঃ দীর্ঘ আড়াই বছরের দৌড়ঝাঁপের পর অবশেষে ন্যায্য প্রাপ্য হাতে পেলেন এক অসহায় মহিলা। ঝাড়গ্রাম জেলা আইনি পরিষেবা কর্তৃপক্ষের হস্তক্ষেপে প্রধানমন্ত্রী জীবন জ্যোতি বীমা যোজনা -র ক্লেম বাবদ দুই লক্ষ টাকা পেলেন সবিতা বাড়ি। জানা যায়, গোপীবল্লভপুর এক নম্বর ব্লকের ছাতিনশোল গ্রামের বাসিন্দা মধুসূদন বাড়ি ৪ আগস্ট ২০২৩ সালে কিডনি জনিত সমস্যায় মারা যান।

তাঁর নামে একটি রাষ্ট্রায়ত্ত ব্যাংকের সেভিংস অ্যাকাউন্টের মাধ্যমে প্রধানমন্ত্রী জীবন জ্যোতি বীমা যোজনার পলিসি করা ছিল। প্রতি বছর অ্যাকাউন্ট থেকে ৪৩৬ টাকা কাটা হতো। নিয়ম অনুযায়ী ১৮ থেকে ৫৫ বছরের মধ্যে মৃত্যু হলে নমিনি দুই লক্ষ টাকা পাওয়ার কথা। স্বামীর মৃত্যুর পর নমিনি হিসেবে স্ত্রী সবিতা বাড়ি সংশ্লিষ্ট ব্যাংকের ছাতিনশোল শাখায় সমস্ত প্রয়োজনীয় নথি জমা দিয়ে ক্লেম করেন। কিন্তু বহুদিন কেটে গেলেও টাকা পাননি। অভিযোগ, ব্যাংক কর্তৃপক্ষ জানায় তারা ক্লেম পাঠিয়ে দিয়েছে, বিস্তারিত জানতে জোনাল অফিস বা এলআইসি অফিসে যোগাযোগ করতে বলা হয়। এতে হতাশ হয়ে প্রায় আশা ছেড়ে দিয়েছিলেন সবিতা। পরে বাপের বাড়িতে বিষয়টি আলোচনা করলে পরিবারের পরামর্শে তিনি গোপীবল্লভপুর দুই নম্বর ব্লকের 'অধিকার মিত্র' রীতা দাস দত্তের সঙ্গে যোগাযোগ করেন। লিখিত আবেদনের ভিত্তিতে ঝাড়গ্রাম জেলা আইনি পরিষেবা কর্তৃপক্ষের সচিব তথা বিচারক রিহা ত্রিবেদী একটি প্রি-লিটিগেশন মামলা রুজু করেন। ব্যাংক ও বিমা সংস্থার শাখা প্রবন্ধকদের নোটিস পাঠানো হয়।

ভাতা বৃদ্ধি সহ ১০ দফা দাবিতে খাতড়ায় বিশেষভাবে সক্ষমদের মহামিছিল, এস ডি ও অফিসে গণডেপুটেশন

রাখি গরাই,নয়া জামানা,বিষ্ণুপুর ঃ দক্ষিণ বাঁকুড়া জঙ্গলমহল প্রতিবন্ধী কল্যাণ সমিতির ডাকে সোমবার খাতড়ায় মানবিক ভাতা বৃদ্ধির দাবিতে বিশাল গণডেপুটেশন কর্মসূচি পালিত হয়। খাতড়া পাম্পমোড় থেকে শুরু হয়ে মিছিলটি পৌঁছায় খাতড়া মহকুমা শাসকের দফতরে। প্রায় এক হাজার বিশেষভাবে সক্ষম মানুষ এই মিছিলে অংশ নেন। তাঁদের উপস্থিতিতে খাতড়া শহর জুড়ে দাবি আদায়ের স্লোগান মুখর হয়ে ওঠে। সংগঠনের পক্ষ থেকে মহকুমা শাসকের সঙ্গে বৈঠক করে একাধিক দাবি তুলে ধরা হয়। প্রধান দাবি, বর্তমান মানবিক ভাতা ১০০০ টাকা থেকে বাড়িয়ে ৫০০০ টাকা করতে হবে। পাশাপাশি খাতড়া মহকুমা হাসপাতালে অর্থোপেডিক্স ও মানসিক রোগ বিশেষজ্ঞ চিকিৎসক নিয়োগের দাবি জানানো হয়। এছাড়া সরকারি ও বেসরকারি বাসে প্রতিবন্ধীদের জন্য অন্তত দুটি

আসন সংরক্ষণ এবং বিনা ভাড়ায় যাতায়াতের সুযোগ নিশ্চিত করার দাবি তোলা হয়। ১০০ দিনের কাজে বিশেষভাবে সক্ষমদের উপযুক্ত কাজ দিতে হবে বলেও দাবি করা হয়। মহকুমা স্তরে শিবির করে প্রতিবন্ধী শংসাপত্র প্রদান ও নবীকরণ, জাল শংসাপত্র বন্ধে কড়া ব্যবস্থা, বাংলার আবাস যোজনায় অগ্রাধিকার ভিত্তিতে ঘর প্রদান এবং আর্থিকভাবে দুর্বল বেকার বিশেষভাবে সক্ষমদের অন্ত্যোদয় রেশন কার্ডের আওতায় আনার দাবি জানানো হয়। যোগ্য শিক্ষিত বিশেষভাবে সক্ষমদের চাকরির ব্যবস্থার দাবিও তুলে ধরেন সংগঠনের সম্পাদক শৈলেন কুমার বাড়ুই। সব দাবি গুরুত্ব সহকারে বিবেচনার আশ্বাস দেন মহকুমা শাসক।

পাত্রসায়েরে ঝুলন্ত দেহ উদ্ধার ঘিরে রহস্য, খুনের অভিযোগে উত্তাল পরিবার

নয়া জামানা , বাঁকুড়া ঃ বাঁকুড়া জেলার পাত্রসায়ের থানার হদল গ্রামে এক গৃহবধূর ঝুলন্ত দেহ উদ্ধারকে ঘিরে এলাকায় ব্যাপক চাঞ্চল্যের সৃষ্টি হয়েছে। মৃতার নাম শ্রাবণী খাঁ (২৮)। পুলিশ সূত্রে জানা গেছে, খবর পেয়ে পাত্রসায়ের থানার পুলিশ ঘটনাস্থলে পৌঁছে ঝুলন্ত অবস্থায় দেহ উদ্ধার করে থানায় নিয়ে আসে। পরবর্তীতে অস্বাভাবিক মৃত্যুর মামলা রুজু করে দেহ ময়নাতদন্তের জন্য বিষ্ণুপুর জেলা হাসপাতালে পাঠানো হয়েছে। শ্রাবণী খাঁর বাপের বাড়ি কোতুলপুর থানার ব্রহ্মডাঙ্গা গ্রামে। প্রায় নয় বছর আগে তাঁর বিয়ে হয় হদল গ্রামের বাসিন্দা ফটিক খায়ের সঙ্গে। পরিবারের অভিযোগ, দীর্ঘদিন ধরেই স্বামী-স্ত্রীর মধ্যে অশান্তি চলছিল। স্বামীর বিবাহবহির্ভূত সম্পর্ক নিয়ে প্রায়ই ঝামেলা হত বলে দাবি মৃতার

পরিবারের। সেই কারণেই শ্রাবণীর উপর মানসিক ও শারীরিক অত্যাচার চলত বলেও অভিযোগ ওঠে। গতকাল হঠাৎ করেই শ্রাবণীর পরিবারে ফোন করে তাঁর মৃত্যুর খবর দেওয়া হয়।

তড়িঘড়ি তাঁরা হদল গ্রামে পৌঁছন। পরিবারের দাবি, এটি আত্মহত্যা নয়, পরিকল্পিত খুন। যদিও এখনো পর্যন্ত পাত্রসায়ের থানায় কোনও লিখিত অভিযোগ দায়ের হয়নি। পুলিশ জানিয়েছে, প্রাথমিকভাবে অস্বাভাবিক মৃত্যুর মামলা রুজু করে তদন্ত শুরু হয়েছে। ময়নাতদন্তের রিপোর্ট হাতে এলে মৃত্যুর প্রকৃত কারণ স্পষ্ট হবে। ঘটনার পর থেকেই এলাকায় চাপা উত্তেজনা বিরাজ করছে।

আবাসের টাকা তুলতে গিয়ে প্রাণ গেল! জয়পুরে বালি বোঝাই ডাম্পারের ধাক্কায় গৃহবধূর মর্মান্তিক মৃত্যু

সুচিন্ত্য গোস্বামী, নয়া জামানা, বাঁকুড়া ঃ ফের বেপরোয়া গতির বলি এক নিরীহ প্রাণ। বাঁকুড়া জেলার জয়পুর থানার রাজগ্রাম এলাকায় বালি বোঝাই একটি ডাম্পারের ধাক্কায় মৃত্যু হল এক গৃহবধূর। আবাস যোজনার বরাদ্দ টাকা তুলতে ব্যাঙ্কে যাওয়ার পথেই ঘটে গেল এই মর্মান্তিক দুর্ঘটনা। পুলিশ সূত্রে জানা গিয়েছে, মৃতার নাম মামনী ধাড়া। তিনি জয়পুর থানার অন্তর্গত রাজগ্রামের বাসিন্দা। সম্প্রতি তাঁর নামে সরকারি আবাস প্রকল্পে একটি বাড়ি বরাদ্দ হয়। সেই প্রকল্পের টাকা তুলতে এদিন বাড়ি থেকে স্থানীয় ব্যাঙ্ক শাখার উদ্দেশ্যে রওনা দিয়েছিলেন তিনি।

অভিযোগ, ঠিক সেই সময় বিষ্ণুপুর দিক থেকে কোতুলপুরগামী একটি বালি বোঝাই ডাম্পার অত্যন্ত বেপরোয়া গতিতে এসে তাঁকে ধাক্কা মারে। ধাক্কার অভিঘাতে রাস্তাতেই লুটিয়ে পড়েন মামনী। ঘটনাস্থলেই তাঁর মৃত্যু হয়। দুর্ঘটনার পর ডাম্পারটি এলাকা ছেড়ে পালিয়ে যায় বলে স্থানীয়দের দাবি। খবর পেয়ে জয়পুর থানার পুলিশ দ্রুত ঘটনাস্থলে পৌঁছে দেহ উদ্ধার করে ময়নাতদন্তের জন্য বিষ্ণুপুর জেলা হাসপাতালে পাঠায়।

দীঘা ভ্রমণ শেষ হল ট্র্যাজেডিতে, নারায়ণ পাকুড়িয়ায় বন্দে ভারতের ধাক্কায় কিশোরের মৃত্যু

নয়া জামানা, দীঘা ঃ দীঘা থেকে আনন্দভ্রমণ সেরে আর ঘরে ফেরা হল না ১৭ বছরের এক কিশোরের। পূর্ব মেদিনীপুর জেলার পাঁশকুড়া থানার অন্তর্গত নারায়ণ পাকুড়িয়া মুড়াইল রেলস্টেশনে মর্মান্তিক ট্রেন দুর্ঘটনায় প্রাণ হারাল নকির হাসমি (১৭)। সে শিমূলহান্ডা গ্রামের বাসিন্দা বলে জানা গেছে। স্থানীয় সূত্রে খবর, কয়েকজন বন্ধুর সঙ্গে সমুদ্রতটে ঘুরতে গিয়েছিল নকির। সেখান থেকে ট্রেনে চেপে ফেরার পথে নারায়ণ পাকুড়িয়া স্টেশনে নামে। পাঁশকুড়া যাওয়ার জন্য টিকিট কাটার পর অপর প্ল্যাটফর্মে যাওয়ার উদ্দেশ্যে লাইন পার হতে গিয়েই বিপত্তি ঘটে। সেই সময় দ্রুতগতির বন্দে ভারত এক্সপ্রেস আপ লাইনে এসে পড়ে। ট্রেনের ধাক্কায় ঘটনাস্থলেই তার মৃত্যু হয় বলে

প্রত্যক্ষদর্শীদের দাবি। দুর্ঘটনার খবর ছড়িয়ে পড়তেই স্টেশন চত্বরে ব্যাপক চাঞ্চল্য সৃষ্টি হয়। খবর পেয়ে পৌঁছায় গভর্নমেন্ট রেলওয়ে পুলিশ ও স্থানীয় রেল পুলিশ। দেহ উদ্ধার করে ময়নাতদন্তের জন্য পাঠানো হয়েছে। ঠিক কীভাবে এই দুর্ঘটনা ঘটল, তা খতিয়ে দেখা হচ্ছে। এই ঘটনায় শোকের ছায়া নেমে এসেছে শিমূলহান্ডা গ্রামে। পরিবার ও এলাকাবাসীর দাবি, স্টেশনে নিরাপদ পারাপারের ব্যবস্থা আরও জোরদার করা হোক, যাতে ভবিষ্যতে এমন মর্মান্তিক দুর্ঘটনা আর না ঘটে।

বাংলা আবাসে নাম বাদ! শ্যামপুরে প্রধানের বিরুদ্ধে ক্ষোভ, তদন্তে নামল প্রশাসন

ভরত বেরা, নয়া জামানা,পশ্চিম মেদিনীপুর ঃ পশ্চিম মেদিনীপুর জেলার ডেবরা ব্লকের শ্যামপুর গ্রামে বাংলা আবাস যোজনাকে ঘিরে নতুন করে বিতর্কের সৃষ্টি হয়েছে। ডেবরা ব্লকের ২ নম্বর ভরতপুর গ্রাম পঞ্চায়েতের অন্তর্গত এই গ্রামের ১৫টি পরিবার অভিযোগ তুলেছে, প্রকৃত প্রাপকদের নাম ইচ্ছাকৃতভাবে চূড়ান্ত তালিকা থেকে বাদ দেওয়া হয়েছে। এই ঘটনায় ক্ষুব্ধ পরিবারগুলি সরাসরি বিডিওর কাছে গিয়ে লিখিত অভিযোগ দায়ের করেছেন। অভিযোগকারীদের দাবি, তাঁদের অধিকাংশই এখনও মাটির বাড়িতে বসবাস করেন। সরকারি নিয়ম মেনে সার্ভে হয়েছে এবং তাঁদের মোবাইলে বার্তাও এসেছে যে তাঁরা বাংলা আবাস যোজনার প্রাথমিক তালিকায় অন্তর্ভুক্ত। কিন্তু চূড়ান্ত তালিকা প্রকাশের পর দেখা

যায়, তাঁদের নাম নেই। কেন নাম বাদ গেল, তা নিয়ে গ্রামে চরম অসন্তোষ ছড়িয়েছে। গ্রামবাসীদের একাংশের অভিযোগ, গ্রাম পঞ্চায়েতের প্রধান সাকিলা বিবি ইচ্ছাকৃতভাবে এই বঞ্চনা করেছেন। যদিও এ বিষয়ে প্রধানের সঙ্গে একাধিকবার ফোনে যোগাযোগের চেষ্টা করা হলেও কোনও প্রতিক্রিয়া মেলেনি। ডেবরা ব্লকের বিডিও প্রিয়ব্রত রাড়ী জানিয়েছেন, লিখিত অভিযোগ জমা পড়েছে। বিষয়টি গুরুত্ব সহকারে তদন্ত করে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা নেওয়া হবে। এখন তদন্তের ফলাফলের অপেক্ষায় শ্যামপুরের ১৫টি পরিবার।

মানবাজারে তৃণমূলের শক্তি প্রদর্শন, ৩০ হাজার ভোটে জয়ের বার্তা মন্ত্রীর

জয়ন্ত দত্ত, নয়া জামানা, মানবাজার ঃ আগামী ২০২৬ সালের বিধানসভা নির্বাচনকে সামনে রেখে মানবাজারে শক্তি প্রদর্শন করল তৃণমূল কংগ্রেস। সোমবার ২৪৩ নম্বর মানবাজার বিধানসভা কেন্দ্রের উদ্যোগে এক বিশাল কর্মী সম্মেলনের আয়োজন করা হয়। সভা থেকে রাজ্যের পশ্চিমাঞ্চল উন্নয়ন পর্ষদের মন্ত্রী সন্ধ্যারানী টুডু স্পষ্ট বার্তা দেন;মানবাজারে তৃণমূল কংগ্রেস এবার ৩০ হাজার ভোটের ব্যবধানে জয়ী হবে। সম্মেলনকে ঘিরে সকাল থেকেই কর্মী-সমর্থকদের ঢল নামে। হাজার হাজার কর্মীর উপস্থিতিতে সভাস্থল

কানায় কানায় পূর্ণ হয়ে ওঠে। অনেকেই জায়গা না পেয়ে বাইরে দাঁড়িয়ে নেতৃত্বের বক্তব্য শোনেন। কর্মীদের উজ্জীবিত করতে ঝুমুর গানের মাধ্যমে দলের লড়াইয়ের ইতিহাস তুলে ধরেন রাজ্য সেক্রেটারি হংসেশ্বর মাহাতো। সভায় পুরুলিয়া জেলা তৃণমূল কংগ্রেসের বরিষ্ঠ সহ-সভাপতি গুরুপদ টুডু বলেন, আগামী নির্বাচনে মানবাজার থেকে যে প্রার্থীই হোন না কেন, তাকে বিপুল ভোটে জয়ী করাই হবে মূল লক্ষ্য। বিজেপির অপপ্রচার রুখতে বুথে বুথে সংগঠনকে আরও মজবুত করার আহ্বান জানান নেতারা। দলীয় নেতৃত্বের দাবি, মানবাজার বরাবরই তৃণমূলের শক্ত ঘাঁটি ছিল এবং এবারের নির্বাচনেও তার অন্যথা হবে না। সম্মেলনে উপস্থিত ছিলেন জেলা নেতৃত্ব, পুঞ্চা ও মানবাজার-১ ব্লকের নেতৃত্বসহ অসংখ্য কর্মী-সমর্থক।

বঙ্গোপসাগরে ধাওয়া অভিযান! ট্রলারসহ ২৮ বাংলাদেশি মৎস্যজীবী আটক

নয়া জামানা , নামখানা ঃ বঙ্গোপসাগরে ভারতীয় জলসীমা লঙ্ঘনের অভিযোগে একটি বাংলাদেশি ট্রলারসহ ২৮ জন মৎস্যজীবীকে আটক করল ইন্ডিয়ান কোস্ট গার্ড । সোমবার সকালে নিয়মিত টহলদারির সময় সন্দেহজনকভাবে চলাচল করা একটি ট্রলার নজরে আসে উপকূল রক্ষী বাহিনীর। সংকেত দিয়ে থামার নির্দেশ দেওয়া হলেও ট্রলারটি দিক পরিবর্তন করে পালানোর চেষ্টা করে। সঙ্গে সঙ্গেই ধাওয়া করে সেটিকে আটক করা হয়। পরে জানা যায়, ট্রলারটির নাম 'সাগর-৩'। আটক মৎস্যজীবীদের নিয়ে আসা হয় ফ্রেজারগঞ্জ কোস্টাল থানায়। উপকূল রক্ষী বাহিনী ধৃতদের থানার পুলিশের হাতে তুলে দেয়। অনুপ্রবেশের অভিযোগে ২৮ জনকে গ্রেফতার করা হয়েছে এবং ট্রলারটিও বাজেয়াপ্ত করা হয়েছে। পুলিশ সূত্রে জানা গিয়েছে, প্রাথমিক জিজ্ঞাসাবাদে উঠে এসেছে চাঞ্চল্যকর তথ্য। ধৃতদের মধ্যে কয়েকজন জানিয়েছেন, মাছ ধরার আড়ালে এক বাংলাদেশি নাগরিককে ভারতে ঢোকানোর পরিকল্পনা ছিল। তদন্তকারীদের দাবি, রবীন্দ্রনাথ দাস নামে ওই ব্যক্তিকে ট্রলারে করে ভারতীয় জলসীমায় আনা হচ্ছিল। ঠিক সেই সময় টহলরত বাহিনীর নজরে পড়ে ট্রলারটি। ঘটনার তদন্তে নেমেছে সুন্দরবন পুলিশ ডিস্ট্রিক্ট । পুলিশ সুপার বিশ্বজিৎ ঠাকুর (বিশ্বচাঁদ ঠাকুর) জানিয়েছেন, এটি বড় কোনও অনুপ্রবেশ চক্রের অংশ কিনা তা খতিয়ে দেখা হচ্ছে। অতীতেও এমন চেষ্টা হয়েছে কি না, তাও তদন্তাধীন। ভারত-বাংলাদেশ সামুদ্রিক সীমান্তে নজরদারি আরও জোরদার করা হয়েছে। মাছ ধরার আড়ালে অনুপ্রবেশের আশঙ্কায় নিরাপত্তা মহলে উদ্বেগ বাড়ছে। তদন্ত শেষ না হওয়া পর্যন্ত প্রশাসন সতর্ক অবস্থান নিচ্ছে।

নির্যাতনের অভিযোগে স্বামী,শ্বশুরবাড়ির বিরুদ্ধে মামলা, আলাদা থাকছেন গায়িকা দেবলীনা নন্দী

শুভজিৎ দাস ।। নয়া জামানা ।। সোনারপুর

সোনারপুরে চাঞ্চল্য ছড়াল গায়িকা ও সোশ্যাল মিডিয়া ইনফ্লুয়েন্সার দেবলীনা নন্দী-কে ঘিরে। স্বামী প্রবাহ নন্দী এবং তাঁর শ্বশুরবাড়ির সদস্যদের বিরুদ্ধে বধূ নির্যাতনের অভিযোগ তুলে থানায় মামলা দায়ের করেছেন তিনি। দক্ষিণ ২৪ পরগনার সোনারপুর থানা-তে গত জানুয়ারি মাসে লিখিত অভিযোগ জমা পড়ে।

অভিযোগের ভিত্তিতে ভারতীয় দণ্ডবিধির ৪৯৮এ ধারায় মামলা নথিভুক্ত হয়েছে। দেবলীনার অভিযোগ, বিয়ের পর থেকেই তাঁর উপর মানসিক ও শারীরিক অত্যাচার চলছিল। প্রথমদিকে বিষয়টি পরিবারে মিটিয়ে নেওয়ার চেষ্টা হলেও সময়ের সঙ্গে সঙ্গে অশান্তি বাড়তে থাকে। পরিস্থিতি এমন জায়গায় পৌঁছায় যে তা অসহনীয় হয়ে ওঠে। জানুয়ারি মাসে আত্মহানির চেষ্টার একটি ঘটনার পর বিষয়টি প্রকাশ্যে আসে। এরপরই তাঁর পরিবারের পক্ষ থেকে থানায় আনুষ্ঠানিক অভিযোগ দায়ের করা হয়। পুলিশ সূত্রে জানা গেছে, নোটিস পাওয়ার পর প্রবাহ নন্দী তাঁর মা-বাবাকে নিয়ে থানায় হাজিরা দেন এবং তদন্তে সহযোগিতা করছেন। এখনও পর্যন্ত কাউকে গ্রেফতার করা হয়নি। তদন্তকারীরা অভিযোগের সমস্ত দিক খতিয়ে দেখছেন। মামলাটি এখনও আদালতে ওঠেনি, তবে প্রাথমিক তদন্ত প্রক্রিয়া শুরু হয়েছে বলে জানিয়েছে পুলিশ। এদিকে 'স্ত্রীধন' হিসেবে বিয়ের সময় পাওয়া সোনার গয়না, কিছু নগদ অর্থ এবং আসবাবপত্র পুলিশি সহায়তায় প্রবাহের বাড়ি থেকে উদ্ধার করে ফেরত পেয়েছেন দেবলীনা।

বর্তমানে স্বামী-স্ত্রী আলাদা থাকছেন। পাশাপাশি প্রবাহের কাছে খোরপোশের দাবিতে আইনি আবেদনও জানিয়েছেন তিনি। ঘটনাকে কেন্দ্র করে সংগীত মহল এবং অনুরাগীদের মধ্যে তীব্র আলোচনা শুরু হয়েছে। তবে তদন্ত চলমান থাকায় পুলিশ এখনই চূড়ান্ত মন্তব্য করতে নারাজ। অভিযোগ প্রমাণিত হলে পরবর্তী আইনি পদক্ষেপ নেওয়া হবে বলেই প্রশাসন সূত্রে জানানো হয়েছে।

পাথরপ্রতিমার রামগঙ্গা রোডে বাস,টোটো মুখোমুখি ধাক্কা, আশঙ্কাজনক চালক

নয়া জামানা , দক্ষিণ ২৪ পরগনা ঃ দক্ষিণ ২৪ পরগনার পাথরপ্রতিমা ব্লকের রামগঙ্গা রোডে ভয়াবহ পথদুর্ঘটনায় গুরুতর জখম হলেন এক টোটো চালক। রামগঙ্গা,নুরপুর রুটের একটি মিনিবাসের সঙ্গে টোটোর মুখোমুখি সংঘর্ষে আহত হয়েছেন বাসের অন্তত পাঁচজন যাত্রীও। স্থানীয় সূত্রে জানা যায়, রামগঙ্গা থেকে নুরপুরগামী মিনিবাসটি মিলন মোড়ের দিকে যাচ্ছিল।

সেই সময় উল্টো দিক থেকে আসা একটি টোটোর সঙ্গে আচমকা মুখে ামুখি ধাক্কা লাগে। সংঘর্ষের অভিঘাতে টোটোটি সম্পূর্ণ দুমড়ে-মুচড়ে যায়। বিকট শব্দে আশপাশের মানুষ ছুটে আসেন। স্থানীয় সিভিক ভলান্টিয়ার ও বাসিন্দারা মিলে টোটোর ভেতর থেকে গুরুতর জখম চালককে উদ্ধার করেন। খবর পেয়ে পাথরপ্রতিমা থানা-র পুলিশ ঘটনাস্থলে পৌঁছে আহতদের দ্রুত স্থানীয় নার্সিংহোমে নিয়ে যায়। বাসের যাত্রীদের প্রাথমিক চিকিৎসার পর ছেড়ে দেওয়া হলেও টোটো চালকের অবস্থা আশঙ্কাজনক বলে জানা গেছে। পরে তাঁকে উন্নত চিকিৎসার জন্য ডায়মন্ড হারবার-এ স্থানান্তরিত করা হয়েছে। গুরুতর আহত টোটো চালকের নাম অনন্ত কুমার ধাড়া। তিনি রামগঙ্গা গ্রাম পঞ্চায়েতের যোগেন্দ্রপুর এলাকার বাসিন্দা। দুর্ঘটনার জেরে এলাকায় চাঞ্চল্য ছড়িয়েছে। পুলিশ ঘটনার তদন্ত শুরু করেছে।

ভোটের আগে কাশিনগরে তৃণমূলের চা চক্র, উন্নয়ন বার্তায় জনসংযোগে জোর

নুরউদ্দিন, নয়া জামানা,রায়দিঘী ঃ ভোটের দিনক্ষণ ঘোষণা হওয়ার আগেই ময়দানে নেমে পড়েছে শাসক দল তৃণমূল কংগ্রেস। দক্ষিণ ২৪ পরগনার রায়দিঘী বিধানসভা এলাকার কাশিনগর বাজারে আয়োজন করা হল 'চা চক্রে উন্নয়নের সংলাপ' কর্মসূচি। সোমবারের এই কর্মসূচিকে ঘিরে কর্মী-সমর্থকদের মধ্যে ছিল উৎসাহ চোখে পড়ার মতো। এদিন উপস্থিত ছিলেন মথুরাপুর ১ নম্বর ব্লকের ব্লক সভাপতি মানবীন্দ্র হালদার এবং দক্ষিণ ২৪ পরগনা জেলা পরিষদের সদস্য উদয় হালদার। দলীয় নেতৃত্বের বক্তব্য, আসন্ন বিধানসভা নির্বাচনকে সামনে রেখে সংগঠনকে আরও মজবুত করা এবং সাধারণ মানুষের সঙ্গে সরাসরি যোগাযোগ বাড়াতেই এই উদ্যোগ। চায়ের আড্ডার মধ্যেই স্থানীয় ব্যবসায়ী, ক্রেতা ও পথচলতি মানুষের সঙ্গে কথা বলেন নেতারা। রাজ্য সরকারের বিভিন্ন উন্নয়নমূলক প্রকল্পের কথা তুলে ধরা হয়। বিশেষ করে মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়-এর সামাজিক সুরক্ষা, রাস্তা নির্মাণ, পানীয় জল, বিদ্যুৎ পরিষেবা ও ভাতা প্রকল্পের সাফল্যের কথা উল্লেখ করা হয়। নেতৃত্বের দাবি, গত কয়েক বছরে রায়দিঘী ও আশপাশের এলাকায় উন্নয়নের গতি বেড়েছে, সেই বার্তাই মানুষের কাছে পৌঁছে দেওয়াই এই কর্মসূচির লক্ষ্য। চা চক্র শেষে বাজার চত্বরে জনসংযোগ কর্মসূচিও হয়। কয়েক শতাধিক কর্মী-সমর্থকের উপস্থিতিতে স্লোগানে সরগরম হয়ে ওঠে এলাকা। ভোট ঘোষণার আগেই এমন সক্রিয়তায় রাজনৈতিক মহলে শুরু হয়েছে জোর আলোচনা।

গঙ্গাসাগরে ভয়াবহ অগ্নিকাণ্ড! মুহূর্তে ভস্মীভূত বসতভিটে, সর্বস্বান্ত পরিবার

নয়া জামানা , দক্ষিণ ২৪ পরগনা ঃ দক্ষিণ ২৪ পরগনার গঙ্গাসাগর এলাকায় রবিবার গভীর রাতে এক ভয়াবহ অগ্নিকাণ্ডে সর্বস্বান্ত হল একটি পরিবার। স্থানীয় বিষ্ণুপুর এলাকায় বিমলেন্দু জানা নামে এক ব্যক্তির বাড়িতে আচমকাই আগুন লাগে। রাতের নিস্তব্ধতা ভেঙে মুহূর্তের মধ্যেই লেলিহান শিখা গোটা ঘর গ্রাস করে নেয়। আতঙ্ক ছড়িয়ে পড়ে আশপাশের এলাকায়। স্থানীয় সূত্রে জানা গিয়েছে, প্রাথমিকভাবে অনুমান করা হচ্ছে বৈদ্যুতিক শর্ট সার্কিট থেকেই আগুনের সূত্রপাত। হঠাৎ বাড়ির ভেতর থেকে ধোঁয়া বের হতে দেখে পরিবারের সদস্যরা চিৎকার শুরু করেন। তাঁদের ডাক শুনে প্রতিবেশীরা ছুটে এসে দেখেন খড়ের চাল ও কাঠের তৈরি অংশে দ্রুত আগুন ছড়িয়ে পড়ছে। ঘরে থাকা দাহ্য সামগ্রী আগুনকে আরও ভয়াবহ করে তোলে। খবর পেয়ে ঘটনাস্থলে পৌঁছায় গঙ্গাসাগর কোস্টাল থানার পুলিশ। স্থানীয় বাসিন্দা ও পুলিশের যৌথ প্রচেষ্টায় জল ও বালির সাহায্যে দীর্ঘক্ষণ চেষ্টা চালিয়ে আগুন নিয়ন্ত্রণে আনা হয়। তবে ততক্ষণে পুড়ে ছাই হয়ে যায় বাড়ির আসবাবপত্র, জামাকাপড়, গুরুত্বপূর্ণ নথিপত্র এবং সংসারের নিত্যপ্রয়োজনীয় জিনিসপত্র। এই ঘটনায় কোনও প্রাণহানির খবর না মিললেও ক্ষয়ক্ষতির পরিমাণ ব্যাপক। হঠাৎ এই বিপর্যয়ে পরিবারটি কার্যত নিঃস্ব হয়ে পড়েছে। স্থানীয় মানুষজন তাঁদের পাশে দাঁড়ানোর আশ্বাস দিয়েছেন। প্রশাসনের পক্ষ থেকেও ক্ষয়ক্ষতির পরিমাণ খতিয়ে দেখে প্রয়োজনীয় সহায়তার কথা জানানো হয়েছে। এলাকাবাসীর দাবি, পুরনো ও ত্রুটিপূর্ণ বৈদ্যুতিক সংযোগ থেকেই এমন দুর্ঘটনা ঘটছে। ভবিষ্যতে এ ধরনের ঘটনা এড়াতে নিয়মিত বৈদ্যুতিক পরিদর্শন ও সচেতনতার উপর জোর দেওয়ার আহ্বান জানানো হয়েছে।

শিবরাত্রির রাতে ছাই স্বপ্ন! মহেশতলায় ভয়াবহ অগ্নিকাণ্ডে পুড়ে গেল ব্যবসায়ীর তিনটি দোকান

নয়া জামানা , দক্ষিণ ২৪ পরগনা ঃ শিবরাত্রির পবিত্র রাত। চারদিকে পূজার আয়োজন, মন্দিরে ভক্তদের ভিড় আর শঙ্খধ্বনি; ঠিক সেই সময়েই ভয়ংকর আগুন গ্রাস করল এক ব্যবসায়ীর বহু বছরের পরিশ্রমের ফসল। দক্ষিণ ২৪ পরগনার মহেশতলা পৌরসভার ২০ নম্বর ওয়ার্ডের আকড়া পুরাতন বাজার ফেরিঘাট রোড এলাকায় রাত প্রায় দশটা নাগাদ আচমকাই আগুন লাগে সমীর কোটাল নামে এক ব্যবসায়ীর দোকানে। জানা গেছে, পাশাপাশি থাকা তাঁর মুদিখানা, ইমিটেশন ও কাপড়ের দোকান মুহূর্তের মধ্যে দাউদাউ করে জ্বলে ওঠে। আগুনের লেলিহান শিখা এতটাই তীব্র ছিল যে স্থানীয় বাসিন্দারা চেষ্টা করেও ভেতরে ঢুকতে পারেননি। আতঙ্কে ছুটোছুটি পড়ে যায় গোটা এলাকায়। খবর পেয়ে দ্রুত ঘটনাস্থলে পৌঁছায় মহেশতলা থানার পুলিশ। পাশাপাশি পশ্চিমবঙ্গ দমকল ও জরুরি পরিষেবার দুটি ইঞ্জিন আগুন নেভানোর কাজে নামে। দমকল কর্মীদের দীর্ঘ চেষ্টার পর অবশেষে আগুন নিয়ন্ত্রণে আসে। তবে ততক্ষণে দোকানের ভেতরে থাকা সমস্ত মালপত্র সম্পূর্ণ পুড়ে ছাই হয়ে যায়। চোখের সামনে জীবনের সঞ্চয় শেষ হতে দেখে ভেঙে পড়েন সমীর কোটাল ও তাঁর পরিবারের সদস্যরা। শিবরাত্রির রাতেই কার্যত সর্বস্বান্ত হয়ে পড়লেন তিনি। যদিও এই ঘটনায় কোনো হতাহতের খবর নেই, তবুও অগ্নিকাণ্ডের জেরে এলাকায় চরম আতঙ্ক ছড়িয়েছে। কীভাবে আগুন লাগল, তা খতিয়ে দেখছে পুলিশ ও দমকল বিভাগ।

ইকোপার্কে রান ফর সেফ ফুড ২০২৬-২৫ কিমি দৌড়ে জৈব খাদ্যের বার্তা

৪৮০ একর জায়গা জুড়ে বিস্তৃত ইকোপার্ক প্রাঙ্গণে অনুষ্ঠিত হলো দু'দিনের সচেতনতামূলক কর্মসূচি রান ফর সেফ ফুড ২০২৬। নিরাপদ ও জৈব খাদ্য গ্রহণের গুরুত্ব তুলে ধরা এবং স্বাস্থ্যকর খাদ্যাভ্যাস গড়ে তোলাই ছিল এই উদ্যোগের মূল লক্ষ্য। মুক্তি সংস্থার ব্যবস্থাপনায় এবং সাসটেইনেবিলিটি এক্সপো-র সহায়তায় আয়োজিত এই অনুষ্ঠানে অংশ নেন বিভিন্ন স্বনির্ভর গোষ্ঠীর মহিলা-পুরুষ, জৈব কৃষক, কর্পোরেট প্রতিনিধি, তরুণ প্রজন্ম ও সাধারণ মানুষ। ব্র্যান্ড অ্যাম্বাসেডর হিসেবে উপস্থিত ছিলেন জনপ্রিয় অভিনেত্রী ঋতুপর্ণা সেনগুপ্ত।

গোপাল শীল,নয়া জামানা,দক্ষিণ ২৪ পরগনা ঃ ৪৮০ একর জায়গা জুড়ে বিস্তৃত ইকোপার্ক প্রাঙ্গণে অনুষ্ঠিত হলো দু'দিনের সচেতনতামূলক কর্মসূচি রান ফর সেফ ফুড ২০২৬। নিরাপদ ও জৈব খাদ্য গ্রহণের গুরুত্ব তুলে ধরা এবং স্বাস্থ্যকর খাদ্যাভ্যাস গড়ে তোলাই ছিল এই উদ্যোগের মূল লক্ষ্য। মুক্তি সংস্থার ব্যবস্থাপনায় এবং সাসটেইনেবিলিটি এক্সপো-র সহায়তায় আয়োজিত এই অনুষ্ঠানে অংশ নেন বিভিন্ন স্বনির্ভর গোষ্ঠীর মহিলা-পুরুষ, জৈব কৃষক, কর্পোরেট প্রতিনিধি, তরুণ প্রজন্ম ও সাধারণ মানুষ। ব্র্যান্ড অ্যাম্বাসেডর হিসেবে উপস্থিত ছিলেন জনপ্রিয় অভিনেত্রী ঋতুপর্ণা সেনগুপ্ত। তাঁর উপস্থিতিতেই ২৫ কিলোমিটার ম্যারাথন দৌড়ে অংশ নেন আড়াই হাজারেরও বেশি প্রতিযোগী। সকালের সবুজ প্রাঙ্গণে হাতে ব্যানার ও সেফ ফুড , হেলথি ফিউচার লেখ া টি-শার্ট পরে দৌড়ে অংশ নেন বহু মানুষ। প্রতীকী এই দৌড়ের মাধ্যমে নিরাপদ খাদ্যের দাবি তুলে ধরা হয়। আয়োজকদের বক্তব্য, জৈব ও রাসায়নিকমুক্ত কৃষিকে উৎসাহিত করা এবং পরিবারভিত্তিক স্বাস্থ্যকর খাদ্যাভ্যাস গড়ে তুলতেই এই উদ্যোগ। অনুষ্ঠানের অন্যতম আকর্ষণ ছিল স্বনির্ভর গোষ্ঠীর মহিলাদের তৈরি পরিবেশবান্ধব পণ্যের প্রদর্শনী। জৈব শাকসবজি, রাসায়নিকমুক্ত মশলা-আচার, পরিবেশবান্ধব ব্যাগ ও হস্তশিল্প দর্শকদের নজর কাড়ে। গ্রামীণ নারী উদ্যোক্তাদের অংশগ্রহণ শহর-গ্রামের সেতুবন্ধনের বার্তা দেয়। অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন সমাজসেবী শংকর হালদারসহ বিশিষ্ট ব্যক্তিত্বরা। সাংস্কৃতিক পরিবেশনা ও শিশুদের অংশগ্রহণে দুই দিনের এই কর্মসূচি উৎসবের আবহ তৈরি করে।

স্বরূপনগরে রাতের মর্মান্তিক দুর্ঘটনা! লাইটপোস্টে ধাক্কা, যুবকের ঘটনাস্থলেই মৃত্যু

নয়া জামানা , উত্তর ২৪ পরগনা ঃ উত্তর ২৪ পরগনার বসিরহাট মহকুমার স্বরূপনগর ব্লকের সগুনা গ্রাম পঞ্চায়েতের শ্রীনাথপুর এলাকায় সোমবার গভীর রাতে এক মর্মান্তিক পথ দুর্ঘটনায় মৃত্যু হল এক যুবকের। মৃতের নাম মৃত্যুঞ্জয় পাল। তাঁর বাড়ি সগুনা এলাকার শাঁকদাহ গ্রামে বলে জানা গিয়েছে। স্থানীয় সূত্রে খবর, সোমবার রাত সাড়ে দশটা নাগাদ তিনি বেড়ি গোপালপুর বাজার থেকে মোটরবাইকে করে বাড়ি ফিরছিলেন। শ্রীনাথপুরের ফাঁকা রাস্তা দিয়ে যাওয়ার সময় আচমকাই তাঁর বাইক নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে রাস্তার ধারে থাকা একটি লাইটপোস্টে সজোরে ধাক্কা মারে। ধাক্কার জেরে তিনি ছিটকে পড়েন রাস্তায়। ঘটনাস্থলেই তাঁর মৃত্যু হয় বলে প্রাথমিকভাবে অনুমান। দুর্ঘটনার শব্দ পেয়ে আশপাশের বাসিন্দারা ছুটে এসে তাঁকে রক্তাক্ত অবস্থায় পড়ে থাকতে দেখেন। দ্রুত খবর দেওয়া হয় পরিবারের সদস্যদের এবং স্বরূপনগর থানার পুলিশকে। পুলিশ এসে দেহ উদ্ধার করে শাড়াপুল গ্রামীণ হাসপাতালে নিয়ে যায়।

ক্যানিং পূর্বে কড়া পদক্ষেপ! এ ই আর ও ও যুগ্ম বিডিও-সহ দুই আধিকারিককে তাৎক্ষণিক বরখাস্তের নির্দেশ

নয়া জামানা , দক্ষিণ ২৪ পরগনা ঃ এই মুহূর্তে বড় প্রশাসনিক পদক্ষেপ ক্যানিং পূর্ব বিধানসভা এলাকায়। দক্ষিণ ২৪ পরগনা জেলার ১৩৯ নম্বর ক্যানিং পূর্ব বিধানসভা কেন্দ্রের দুই গুরুত্বপূর্ণ আধিকারিকের বিরুদ্ধে কঠোর ব্যবস্থা নেওয়ার নির্দেশ জারি হয়েছে। কমিশনের তরফে জারি হওয়া নির্দেশে এ ই আর ও শ্রী সত্যজিৎ দাস এবং যুগ্ম বিডিও তথা এফইও শ্রী জয়দীপ কুণ্ডুকে তাৎক্ষণিকভাবে বরখাস্ত করার কথা বলা হয়েছে। সূত্রের খবর, বিভিন্ন ধরনের সার সংক্রান্ত কাজে গুরুতর অসদাচরণ, কর্তব্যে অবহেলা এবং বিধিবদ্ধ ক্ষমতার অপব্যবহারের অভিযোগ ওঠে তাঁদের বিরুদ্ধে। কমিশনের ১৫ ফেব্রুয়ারি ২০২৬ তারিখের আদেশে এই অভিযোগগুলিকে গুরুত্ব দিয়ে তাৎক্ষণিক শাস্তিমূলক পদক্ষেপ নেওয়ার নির্দেশ দেওয়া হয়। নবান্নের ১৩ তলা থেকে জারি হওয়া চিঠিতে স্পষ্ট জানানো হয়েছে, সংশ্লিষ্ট ক্যাডার নিয়ন্ত্রণকারী কর্তৃপক্ষ যেন কোনও রকম বিলম্ব না করে দ্রুত বিভাগীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করে। প্রশাসনিক মহলে এই সিদ্ধান্ত ঘিরে তীব্র চাঞ্চল্য তৈরি হয়েছে। নির্বাচন সংক্রান্ত কাজে স্বচ্ছতা ও নিরপেক্ষতা বজায় রাখতেই এই কঠোর পদক্ষেপ বলে মনে করা হচ্ছে। ঘটনাকে কেন্দ্র করে রাজনৈতিক মহলেও শুরু হয়েছে জোর আলোচনা। কমিশনের এই নির্দেশে স্পষ্ট বার্তা দেওয়া হয়েছে যে, নির্বাচনী প্রক্রিয়ায় কোনও ধরনের গাফিলতি বা অনিয়ম বরদাস্ত করা হবে না।

৮ থেকে ১৭ ফেব্রুয়ারি ২০২৬ কেমন যাবে ?

রইল সাপ্তাহিক রাশিফল

মেষ রাশি
কোনও বন্ধুর সৌজন্যে ব্যবসায় লাভ হতে পারে। ভ্রমণের পক্ষে সপ্তাহটি শুভ নয়। মা-বাবার সঙ্গে বিরোধ বাধতে পারে। অংশীদারি ব্যবসায় সাফল্য আসতে পারে। স্ত্রীর সঙ্গে বিবাদে মনঃকষ্ট। গুরুজনের শরীর নিয়ে চিন্তা ও খরচ বাড়তে পারে।

বৃষ রাশি
খেলাধুলার ক্ষেত্রে ভাল কিছু খবর আসতে পারে। কর্মস্থানে বিশেষ পরিবর্তন হবে না।কোনও আত্মীয়ের জন্য ব্যবসায় ক্ষতি হতে পারে। সপ্তাহের প্রথমে ব্যবসায় নতুন কারও সাহায্য পেতে পারেন। বাড়িতে কোনও দামি জিনিস চুরি হওয়ার যোগ। দূরে কোথাও ভ্রমণের আলোচনা বন্ধ রাখাই ভাল হবে।

মিথুন রাশি
সপ্তাহের প্রথম দিকে বেহিসেবি খরচের জন্য সংসারে অশান্তি হতে পারে। প্রতিবেশীদের সঙ্গে কোথাও ভ্রমণের পরিকল্পনা। কর্মক্ষেত্রে অস্থিরতা বৃদ্ধি পাবে। ছোটখাটো চোট লাগতে পারে।

কর্কট রাশি
এই সপ্তাহে বাড়ির লোকের জন্য প্রেমে জটিলতা দেখা দিতে পারে। সন্তানদের নিয়ে নাজেহাল হতে হবে। পেটের সমস্যার জন্য ভ্রমণে বাধা। ব্যবসায় অশান্তি নিয়ে চিন্তা বাড়তে পারে। দাম্পত্য বিবাদ অনেক দূর পর্যন্ত যেতে পারে। পুলিশি ঝঞ্ঝাট থেকে সাবধান থাকুন।

সিংহ রাশি
সপ্তাহের প্রথম দিকে আপনার চঞ্চল মনোভাব কর্মক্ষেত্রে সমস্যা ডেকে আনবে। অন্যের বিষয় নিয়ে বিবাদ বাড়িতে আসতে পারে।খুব কাছের কারও বিষয়ে খুশির খবর পেতে পারেন। সেবামূলক কাজে শান্তিলাভ। প্রেমের ব্যাপারে মানসিক চাপ বাড়তে পারে।

কন্যা রাশি
সকলকে কাছে পেয়েও নিজেকে খুব নিঃসঙ্গ বলে মনে হবে। শারীরিক সমস্যা থাকবে না।প্রবাসীরা ঘরে ফিরে আসতে পারেন। বেকারদের জন্য কাজের ভাল খবর আসতে পারে। সপ্তাহের প্রথমে ব্যবসায় কোনও খারাপ খবর পেতে পারেন।

তুলা রাশি
সপ্তাহের প্রথম দিকে কর্মক্ষেত্রে অর্থপ্রাপ্তি হতে পারে। গাড়ি চালানোর সময় খুব সাবধানতা অবলম্বন করতে হবে। শত্রুদের ষড়যন্ত্র ভেস্তে দিতে সক্ষম হবেন। বিদ্যার্থীদের জন্য শুভ সময়। রাস্তাঘাটে একটু সাবধান থাকুন। চাকরির স্থানে কাজের চাপ বাড়তে পারে। চিকিৎসার খরচ বৃদ্ধি পেতে পারে।

বৃশ্চিক রাশি
সপ্তাহের প্রথমে গুরুজনদের সুপরামর্শে বিপদ থেকে মুক্তি পেতে পারেন। উচ্চাকাঙ্ক্ষী কোনও ব্যক্তির ফাঁদে পড়তে পারেন। গৃহে সুখশান্তি বজায় থাকবে। প্রেমে কোনও বাধা থাকবে না। যুক্তিপূর্ণ কথায় শত্রু পিছু হঠতে পারে। ব্যবসায় ভাল আয়ের যোগ রয়েছে।

ধনু রাশি
অতিরিক্ত কর্মব্যস্ততার ফলে শারীরিক অসুস্থতার যোগ। যেচে পরের উপকার করতে যাবেন না। বাড়িঘর নির্মাণের ব্যাপারে ভাল যোগাযোগ হবে। আত্মীয়দের নিয়ে চাপ বাড়তে পারে। পেটের সমস্যার জন্য কাজের ক্ষতি হওয়ার যোগ।

মকর রাশি
সপ্তাহের প্রথম দিকে কারও সঙ্গে জমি ক্রয় নিয়ে আলোচনা হতে পারে। দীর্ঘ দিন ধরে আটকে থাকা কাজ সম্পূর্ণ হতে পারে। কুটুমদের সঙ্গে অশান্তি বাধতে পারে। বাকপটুতার জন্য সুনাম অর্জন করতে পারেন। শেয়ারে অর্থ নষ্ট হতে পারে। কোনও কিছু চুরি যেতে বা হারাতে পারে।

কুম্ভ রাশি
সপ্তাহের প্রথম দিকে প্রতিবেশীদের কাছ থেকে উপকার পেতে পারেন। সন্তানদের নিয়ে চিন্তা বৃদ্ধি পেতে পারে। বুদ্ধির দোষে কাজের ক্ষতি হতে পারে। উচ্চপদস্থ ব্যক্তির কাছে অপমানিত হতে পারেন। পিতার শরীর নিয়ে সমস্যা বাড়তে পারে।

মীন রাশি
আয় ভালই থাকবে। প্রতিবেশীদের সঙ্গে খুব সামান্য কারণে মতবিরোধ হতে পারে। সম্পত্তি ক্রয়ের সুযোগ হাতছাড়া হয়ে যেতে পারে। মানসিক অস্থিরতা কাজের ক্ষতি ডেকে আনতে পারে।

জিম না মেডিটেশন কোনটা মনোনিবেশে বেশি উপকারী ?

নয়া জামানা ঃ জিম এবং মেডিটেশন দুটোই শারীরিক ও মানসিক স্বাস্থ্যের জন্য উপকারী। তবে, আপনার প্রয়োজন এবং পছন্দ অনুযায়ী একটিকে বেছে নেওয়া উচিত।

জিম
শারীরিক ফিটনেস এবং শক্তি বৃদ্ধি করে
ওজন কমাতে সাহায্য করে
হাড়ের ঘনত্ব বাড়ায়
মানসিক চাপ কমায়
ঘুমের গুণমান উন্নত করে

মেডিটেশন
মানসিক চাপ এবং উদ্বেগ কমায়
মনোযোগ এবং স্মৃতিশক্তি বাড়ায়
আবেগ নিয়ন্ত্রণে সাহায্য করে
ঘুমের গুণমান উন্নত করে
শারীরিক ব্যথা কমায়

যদি আপনার শারীরিক ফিটনেস এবং শক্তি বৃদ্ধি করতে চান, তাহলে জিম ভালো হবে। আর যদি মানসিক চাপ এবং উদ্বেগ কমাতে চান, তাহলে মেডিটেশন ভালো হবে।তবে, জিম এবং মেডিটেশন দুটোই একসাথে করলে আরও ভালো ফলাফল পাওয়া যায়। সাধারণত ব্যায়ামের পরে ১৫-২০ মিনিট ধ্যান করা শরীর ও মনকে শান্ত করতে সাহায্য করে। ব্যায়ামের আগে মেডিটেশন করলে একাগ্রতা ও উপস্থিত বুদ্ধি বাড়ে। যদি পেশীবহুল শরীর হয় তাহলে জিম বেশি গুরুত্বপূর্ণ। অন্যদিকে যদি মানসিক স্থিরতার প্রয়োজন হয় তাহলে মেডিটেশনের থেকে ভালো অন্য কোন উপায় নেই। তবে দীর্ঘমেয়াদি সুস্থতার জন্য এই দুটোরই সংমিশ্রণ প্রয়োজন।

নখকুনি হয়েছে কিভাবে বুঝবেন ? জেনে নিন প্রতিকারের উপায়

নয়া জামানা ঃ নখকুনি একটি সাধারণ সমস্যা যা নখের চারপাশে ব্যথা, লোদনা, এবং ফুলে যাওয়ার কারণ হতে পারে। নখকুনি হয়েছে কিভাবে বুঝবেন তা নিচে দেওয়া হল

১. ব্যথা নখকুনির প্রথম লক্ষণ হল নখের চারপাশে ব্যথা। ব্যথা সাধারণত নখের পাশে বা নখের নিচে হয়।
২. লোদনা নখকুনির আরেকটি লক্ষণ হল লোদনা। লোদনা সাধারণত নখের চারপাশে হয় এবং ব্যথা হতে পারে।
৩. ফুলে যাওয়া নখকুনির কারণে নখের চারপাশ ফুলে যেতে পারে।
৪. লালতা নখকুনির কারণে নখের চারপাশ লাল হয়ে যেতে পারে।
৫. পুঁজ নখকুনির কারণে নখের চারপাশে পুঁজ জমতে পারে।
৬. নখের রঙ পরিবর্তন নখকুনির কারণে নখের রঙ পরিবর্তন হতে পারে।
৭. নখের আকার পরিবর্তন নখকুনির কারণে নখের আকার পরিবর্তন হতে পারে।

প্রাথমিক ঘরোয়া সমাধান
১. দিনে তিন থেকে চারবার কুসুম গরম জলে আক্রান্ত নখ ডুবিয়ে রাখুন (১০ থেকে ১৫ মিনিট
২. জল থেকে নখ তুলে ভালো করে মুছে অ্যান্টিবায়োটিক বা অ্যান্টিসেপ্টিক ক্রিম লাগান।
৩. নখের কোনার ভেতর আলতো করে পরিষ্কার তুলো বা গজ গুজে রাখুন।

ডায়াবেটিসের সমস্যা থাকলে নখ থেকে পুঁজ বের হয়।যদি আপনার নখকুনি হয়েছে বলে মনে হয়, তাহলে ডাক্তারের পরামর্শ নিন। ডাক্তার আপনাকে সঠিক চিকিৎসা দিতে পারবেন।

নজরে INSTA

ঈশিতা

ঋতিক্কা

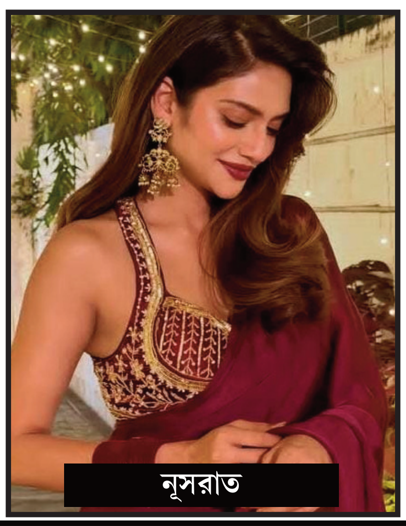
নুসরাত

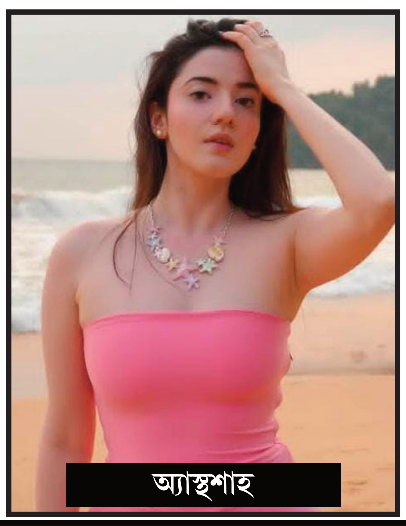
অ্যাস্টশাহ

কৃষ্ণা

পাঙ্গাস মাছ নিয়ে ভয় ? জেনে নিন আসল সত্যি

নয়া জামানা ঃ বাজারে গেলেই চোখে পড়ে বরফের উপর সারি সারি করে সাজানো পাঙ্গাস মাছ। এই মাছের দামও কম, কাটাও কম এবং রান্না করাও খুব সহজ। কিন্তু ইদানিং সোশ্যাল মিডিয়ায় একটা কথা ঘুরছে যে পাঙ্গাস মাছ নাকি বিষে ভরা। এই কথার আদৌ কি কোন সত্যতা রয়েছে? পাঙ্গাস মাছ খে তে ভয় লাগার কিছু কারণ
১. মূর্খতা পাঙ্গাস মাছের মুখের আকার বড় এবং দেখতে কিছুটা ভয়ঙ্কর, যা কিছু মানুষকে ভয় পাইয়ে দেয়।
২. দাঁত পাঙ্গাস মাছের দাঁত বড় এবং ধারালো, যা দেখে ভয় লাগতে পারে।
৩. আকার পাঙ্গাস মাছ বড় আকারের হয়, যা কিছু মানুষকে ভয় পাইয়ে দেয়।
৪. অজানা কিছু মানুষ পাঙ্গাস মাছ সম্পর্কে জানেন না, তাই তারা এর স্বাদ এবং গন্ধ সম্পর্কে সন্দিহান থাকেন।
৫. স্বাস্থ্য সংক্রান্ত ভয় কিছু মানুষ পাঙ্গাস মাছে থাকা পারদ বা অন্যান্য দূষণের কারণে স্বাস্থ্য সমস্যা হতে পারে বলে ভয় পান।

তবে, পাঙ্গাস মাছ আসলে একটি সুস্বাদু এবং পুষ্টিকর মাছ। এটি প্রোটিন, ওমেগা-৩ ফ্যাটি অ্যাসিড, এবং বিভিন্ন ভিটামিন ও মিনারেলে সমৃদ্ধ। যদি আপনি সঠিকভাবে রান্না করেন এবং পরিষ্কার পরিবেশে পালন করা পাঙ্গাস মাছ খান, তাহলে এটি আপনার স্বাস্থ্যের জন্য উপকারী হতে পারে। পাঙ্গাস মাছ মূলত চাষের মাছ তাই এর উৎপাদনে বেশি। কিন্তু দাম কম মানেই যে এর গুণ কম সেটা একেবারেই নয়। পাঙ্গাস মাছের প্রচুর পরিমাণে প্রোটিন থাকে যা আপনার শরীরের বৃদ্ধি ও হাড় মজবুত এর ক্ষেত্রে সাহায্য করে। তাই যারা মাছ মাংস খান না তাদের জন্য পাঙ্গাস মাছ প্রোটিনের একটি বিকল্প স্বরূপ। পাঙ্গাস মাছ রয়েছে ওমেগা থ্রি ফ্যাটি অ্যাসিড। এছাড়াও আছে ফসফরাস এর মত খনিজ যা রক্ত ও হাড়ের স্বাস্থ্য ভালো রাখে।

এলোভেরার উপকারিতা

নয়া জামানা ঃ এলোভেরা জেল ত্বক, চুলের যত্নের একটি প্রাকৃতিক উপাদান। এটি ত্বককে হাইড্রেট রাখে । চুলের খুশকি কমায় এবং চুলের বৃদ্ধি বাড়ায়।এলোভেরা জেলের অনেক উপকারিতা রয়েছে। এখানে কিছু উল্লেখযোগ্য উপকারিতা দেওয়া হল
১. ত্বকের জন্য এলোভেরা জেল ত্বকের জন্য খুবই উপকারী। এটি ত্বককে ময়েশ্চারাইজ করে, ত্বকের শুষ্কতা দূর করে এবং ত্বকের উজ্জ্বলতা বাড়ায়।
২. সানবার্নের জন্য এলোভেরা জেল সানবার্নের জন্য খুবই উপকারী। এটি ত্বকের জ্বালা এবং ব্যথা কমায়।
৩. চুলের জন্য এলোভেরা জেল চুলের জন্য খুবই উপকারী। এটি চুলকে ময়েশ্চারাইজ করে, চুলের শুষ্কতা দূর করে এবং চুলের উজ্জ্বলতা বাড়ায়।
৪. পাচনতন্ত্রের জন্য এলোভেরা জেল পাচনতন্ত্রের জন্য খুবই উপকারী। এটি পেটের সমস্যা দূর করে এবং পাচনতন্ত্রকে সুস্থ রাখে।
৫. মুখের জন্য এলোভেরা জেল মুখের জন্য খুবই উপকারী। এটি মুখের দাগ দূর করে এবং মুখের উজ্জ্বলতা বাড়ায়।
৬. ব্যথার জন্য এলোভেরা জেল ব্যথার জন্য খুবই উপকারী। এটি ব্যথা কমায় এবং শরীরকে সুস্থ রাখে ।
৭. রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতার জন্য এলোভেরা জেল রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতার জন্য খুবই উপকারী। এটি শরীরকে রোগ থেকে রক্ষা করে এবং সুস্থ রাখে।

সরাসরি পাতা থেকে সংগ্রহ করে জেল ত্বকে বা চুলে লাগানো সবচেয়ে ভালো।এলোভেরা জেল ব্যবহার করার আগে অবশ্যই একটি প্যাচ টেস্ট করে নিন, কারণ কিছু মানুষের ত্বকে এলার্জি হতে পারে।

চুল কিছুতেই বাড়ছে না ? জেনে নিন এর পিছনের কারণগুলি

নয়া জামানা লম্বা চুল কে না চায়? কিন্তু চাইলেই কি আর সব পাওয়া যায়। চুল ঠিকমত না গজানো, ছোট চুল বড় না হওয়া,ঘন চুল পাতলা হয়ে যাওয়া- এইসবের পিছনে একাধিক কারণ থাকে। রোজ মাথা ভিজিয়ে স্নান করছেন, চুলে নিয়মিত তেল দিচ্ছেন কিন্তু তাও কেন চুল বাড়ছে না? উল্টো আরো চুল পড়ে যাচ্ছে- এই সমস্ত বিষয়ে বিস্তারিত আলোচনা করা যাক। চুলের বৃদ্ধি না হওয়ার ক্ষেত্রে হেলদি লাইফ স্টাইল না থাকা, পলিউশন স্ট্রেস ইত্যাদি কারণগুলি অন্যতম।
১. জেনেটিক কারণ আপনার পরিবারের একেকজনের চুল একেক রকম। কারোর খুব ঘন আবার কারোর একদমই পাতলা আবার কারোর হয়ত মাথায় চুল নেই। কেবলমাত্র বাবা-মায়ের চুল ঘন হলে যে সন্তানদের চুল ও ভালো হবে তার কোন বাধ্যবাধকতা নেই। বংশ কারুর চুল পড়ে যাওয়ার সমস্যা থাকলে উত্তরাধিকার সূত্রে সেই বৈশিষ্ট্য আপনার মধ্যেও লক্ষণীয় হবে।
২. স্ট্রেস লেভেল যেকোনো শারীরিক ও মানসিক চাপ আপনার হেয়ার গ্রোথে বাধা সৃষ্টি করতে পারে। এই স্ট্রেসের কোন সঠিক চিকিৎসা নেই। হেয়ার গ্রোথের স্টেজ যদি ছয় মাস অতিক্রান্ত করে, তাহলে সে ক্ষেত্রে হেয়ার লসও হতে পারে।
৩. অয়েলিং একটি তথাকথিত কথা তেল-জল না পড়লে চুল বাড়ে না। কথাটা পুরোপুরি ঠিক নয়। আপনার চুলে ততটাই তেল ও জল দিন যতটা চুলের গোড়াকে মজবুত রাখে। নোংরা মাথায় যদি তেল দেন তাহলে সেই তেল স্ক্যাল্পে গিয়ে জীবাণু তৈরি করে। যার ফলে হেয়ার গ্রোথ তো কমবেই পাশাপাশি প্রচুর হেয়ার লস হবে। ভিজে চুল সচরাচর আচড়াবেন না। চুল শুকানোর পরে আচড়ান।

রাজনৈতিক পালাবদল বাংলাদেশের সঙ্গে সম্পর্ক পুনর্গঠন করতে পারবে ভারত?

নিজস্ব প্রতিবেদন ঃ ত্রয়োদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচনে বাংলাদেশ জাতীয়তাবাদী দল বিএনপির ভূমিধস বিজয়ের পর দলটির চেয়ারম্যান তারেক রহমানকে শুভেচ্ছা জানান ভারতের প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি। তিনি একটি গণতান্ত্রিক, প্রগতিশীল ও অন্তর্বর্তী বাংলাদেশকে সমর্থনের আশ্বাস দেন। এছাড়া বাংলাদেশের সঙ্গে বহুমুখী সম্পর্ক জোরদারে গভীরভাবে কাজ করবেন বলে জানান।তার এ শুভেচ্ছা ছিল সম্পর্ককে এগিয়ে নেওয়ার বার্তা। সাবেক প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা জেন-জির গণঅভ্যুত্থানে ভারতে পালিয়ে যাওয়ার পর দুই দেশের মধ্যে বিশ্বাসে ব্যাপক অবনতি হয়। এরপর সদ্য হওয়া জাতীয় নির্বাচনে হাসিনার আওয়ামী লীগকে অংশ নিতে দেওয়া হয়নি।

হাসিনার স্বৈরাচারিতার জন্য অনেক বাংলাদেশি ভারতকে দোষারোপ করেন। এর ওপর সীমান্ত হত্যা, পানি নিয়ে বিরোধ, বাণিজ্যে বিধিনিষেধ ও ভারতের সঙ্গে উত্তপ্ত বাক্য বিনিময় আগে থেকেই ছিল। দুই দেশের মধ্যে ভিসা দেওয়া প্রায় বন্ধ আছে। আন্তঃদেশীয় বাস, ট্রেন এখন আর চলছে না। সঙ্গে দুই দেশের মধ্যে বিমান চলাচলও বহুলাংশে হ্রাস পেয়েছে।বিএনপি নেতৃত্বাধীন বাংলাদেশ সরকারের সঙ্গে এ মুহূর্তে ভারত সরকার যোগাযোগ তৈরি করবে?; প্রশ্ন এটি নয়, প্রশ্ন হলো কীভাবে বিচ্ছিন্নতাবাদীদের দমনের সীমারেখা নিশ্চিত রেখে এবং বাংলাদেশের সঙ্গে উত্তেজনা কমিয়ে যোগাযোগ করবে।

বাংলাদেশের সঙ্গে সম্পর্ক পুনঃস্থাপন সম্ভব?

বিশ্লেষকরা বলছেন, বাংলাদেশের সঙ্গে আবারও ভারত সম্পর্ক গড়তে পারবে। তবে এক্ষেত্রে সংযম ও পারস্পরিক সহযোগিতা প্রয়োজন হবে।লন্ডনের সোয়াস বিশ্ববিদ্যালয়ের রাজনীতি ও আন্তর্জাতিক সম্পর্কের প্রফেসর অবিনাশ পালিওয়াল সংবাদমাধ্যম বিবিসিকে বলেছেন, ‘নির্বাচনি দৌড়ে থাকা দলগুলোর মধ্যে রাজনৈতিকভাবে সবচেয়ে অভিজ্ঞ এবং মধ্যপন্থি হিসেবে বিএনপিই এখন ভারতের জন্য সামনে এগিয়ে যাওয়ার ক্ষেত্রে সবচেয়ে নিরাপদ বা নির্ভরযোগ্য বিকল্প। তবে প্রশ্ন থেকে যায়; তারেক রহমান কীভাবে দেশ শাসন করবেন? তিনি পরিষ্কারভাবেই ভারত-বাংলাদেশ সম্পর্ক স্থিতিশীল করতে চাইছেন।’ ভারতের জন্য বিএনপি কোনো অপরিচিত দল নয়। জামায়াতের সঙ্গে জোট করে খালেদা জিয়ার নেতৃত্বে ২০০১ সালে যখন দলটি আবারও ক্ষমতায় ফিরেছিল তখন ভারতের সঙ্গে সম্পর্ক খুব দ্রুত সময়ে ঠান্ডা হয়ে যায়। যদিও ভারতের সঙ্গে ওই সরকারের শুরুটা হয়েছিল সৌজন্যতার সঙ্গে। ভারতের তৎকালীন নিরাপত্তা উপদেষ্টা ব্রাজেস মিশ্রা প্রথম বিদেশি কূটনীতিক হিসেবে খালেদা জিয়াকে সবার আগে শুভেচ্ছা জানিয়েছিলেন। কিন্তু তবুও দুই দেশের মধ্যে বিশ্বাস ছিল খুবই কম।আর এ কারণেই স্বৈরাচার শেখ হাসিনার ওপর ভারত তার সর্বোচ্চ বিনিয়োগ করেছিল। ক্ষমতায় থাকার ১৫ বছরে হাসিনা দিল্লিকে এমন কিছু দিয়েছেন যা ভারত তার প্রতিবেশীদের কাছ থেকে সবচেয়ে বেশি আশা করে-বিদ্রোহীদের বিরুদ্ধে নিরাপত্তা সহযোগিতা, উন্নত যোগাযোগ ব্যবস্থা এবং এমন একটি সরকার যা চীনের চেয়ে ভারতের সাথে বেশি জোটবদ্ধ ছিল। যদিও কৌশলগতভাবে এটি খুবই মূল্যবান ছিল।

কিন্তু রাজনৈতিক দিক দিয়ে এটি ছিল চরম ব্যয়বহুল।শেখ হাসিনা বর্তমানে পালিয়ে ভারতে আছেন। গণঅভ্যুত্থানে ১ হাজার ৪০০ মানুষকে হত্যার দায়ে তাকে মৃত্যুদণ্ড দিয়েছে আন্তর্জাতিক অপরাধ আদালত। তার ভারতে পালিয়ে থাকা এবং তাকে ফেরত না দেওয়ার বিষয়টি বাংলাদেশ-ভারত সম্পর্ক আরও খারাপ করেছে।খালেদা জিয়ার মৃত্যুর পর গত বছরের ডিসেম্বরে বাংলাদেশে আসেন ভারতের পররাষ্ট্রমন্ত্রী এস জয়শঙ্কর। এরমধ্যে তিনি তারেক রহমানের সঙ্গে বৈঠক করেন। এরমধ্যে সম্প্রতি তারেক রহমান স্লোগান দেন ‘দিল্লি নয়, পিন্ডি নয়, সবার আগে বাংলাদেশ’। যারমাধ্যমে তিনি ভারত ও পাকিস্তানের প্রভাব থেকে স্বাধীন থাকার ইঙ্গিত দিয়েছেন।শেখ হাসিনার পতনের পর বাংলাদেশ পাকিস্তানের সঙ্গে সম্পর্ক পুনর্জীবিত করে। ১৪ বছর বন্ধ থাকার পর সরাসরি দুই দেশের মধ্যে বিমান চলাচল শুরু হয়েছে। ১৩ বছর পর পাকিস্তানের কোনো পররাষ্ট্রমন্ত্রী বাংলাদেশ সফর করেছেন। উচ্চপদস্থ সামরিক কর্মকর্তারা আসা-যাওয়া করেছেন। দুই দেশের মধ্যে নিরাপত্তা-সহযোগিতা সম্পর্ক আবারও ফিরে এসেছে এবং ২০২৪-২৫ সালে বাণিজ্য ২৭ শতাংশ বেড়েছে।ভারতের নয়াদিল্লিভিত্তিক ইনস্টিটিউট ফর ডিফেন্স স্টাডিস অ্যান্ড অ্যানালাইসিসের স্মৃতি পট্টনায়ক বলেছেন, ‘আমাদের উদ্বেগের কারণ এটা নয় যে, পাকিস্তানের সঙ্গে বাংলাদেশের সম্পর্ক আছে। একটি সার্বভৌম দেশ হিসেবে তাদের সেই অধিকার রয়েছে। যেটি অস্বাভাবিক ছিল তা হলো, হাসিনার শাসনামলে পাকিস্তানের সঙ্গে সম্পর্ক একেবারেই ছিল না। সম্পর্ক একদিকে (ভারতের দিকে) ঝুকে ছিল। এখন শঙ্কা দেখা দিয়েছে এটি অন্যদিকে (

পাকিস্তানের দিকে) ঝুকে যাবে।’হাসিনার ভারতে আশ্রিত থাকার বিষয়টি নতুন সম্পর্ক গড়ার ক্ষেত্রে সমস্যার কারণ হতে পারে উল্লেখ করে তিনি বলেছেন, ‘বিএনপিকে এই কঠিন বাস্তবতার মুখোমুখি হতে হবে যে, হাসিনাকে ভারতের ফেরত দেওয়ার সম্ভাবনা খুবই কম। একই সঙ্গে ঢাকার অন্যান্য বিরোধী দলগুলো সরকারের ওপর চাপ দিয়ে যাবে যেন তারা ভারতকে হাসিনাকে ফেরত দেওয়ার জন্য ক্রমাগত চাপ দেয়।’ওপি জিন্দাল গ্লোবাল ইউনিভার্সিটির শ্রীরাধা দত্ত বলেছেন, হাসিনা ও আওয়ামী লীগের যেসব নেতাকর্মী ভারতে পালিয়ে আছেন তারা সম্পর্কের ক্ষেত্রে আরেক বাধা হবেন।তিনি বলেছেন, ‘দিল্লি যদি তাদের মাটি ব্যবহার করে আওয়ামী লীগকে আবার রাজনীতিতে পুনর্বাসিত করার চেষ্টা করে, তবে তা হবে অত্যন্ত ঝুঁকিপূর্ণ। নির্বাসনে থেকে নির্বাচনের আগে হাসিনা যেসব সংবাদ সম্মেলন করেছিলেন, সেগুলো ছিল বেশ বিভ্রান্তিকর। তিনি যদি নিজের ভুল স্বীকার না করেন অথবা দলের নেতৃত্বের

পরিবর্তনের সুযোগ দিয়ে নিজে সরে না দাঁড়ান, তবে ভারতে তার এই অবস্থান দুই দেশের সম্পর্ককে আরও জটিল করে তুলবে।’এছাড়া সীমান্ত সমস্যা, ভারতীয় রাজনীতি ও টেলিভিশনে উসকানিকমূলক কথাবার্তাও আরেক সমস্যার বিষয়। কারণ, এসবের কারণে বাংলাদেশিদের মধ্যে বিশ্বাস জন্মেছে ভারত বাংলাদেশকে সার্বভৌম দেশের বদলে নিজেদের হাতের পুতুল মনে করে।বিশেষজ্ঞরা বলছেন, নতুন সম্পর্ক নির্ভর করবে বাংলাদেশের নতুন সরকার ভারতবিরোধী মনোভাব কতটা কমাতে পারে। অপরদিকে ভারত বাংলাদেশকে নিয়ে উসকানি কতটা বন্ধ করতে পারে।

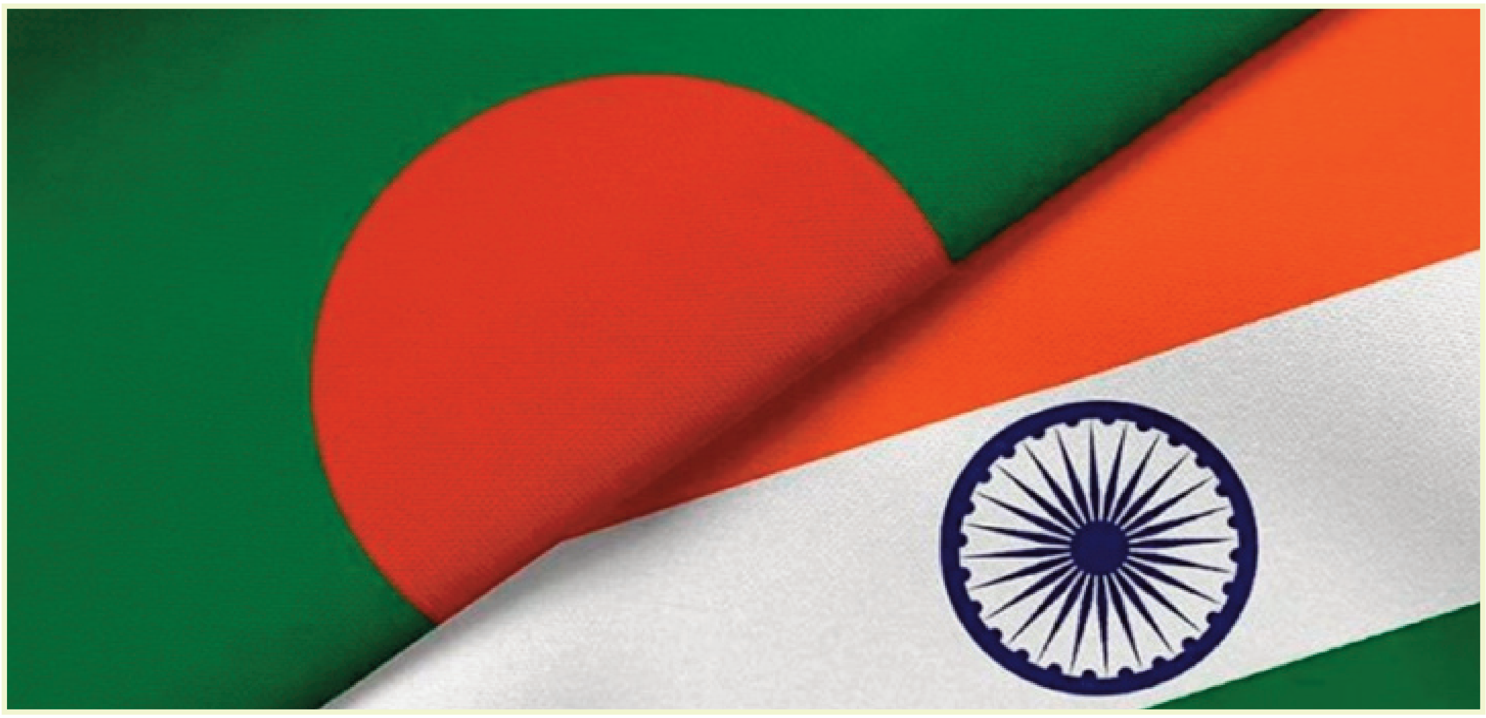

ইসলামাবাদকে চরম হুঁশিয়ারি বালুচ বিদ্রোহীদের

বিচ্ছিন্নতাবাদী জঙ্গি গোষ্ঠী বালুচ লিবারেশন আর্মি (বিএলএ) দাবি করেছে যে, তারা পাকিস্তানের নিরাপত্তা বাহিনীর সাত সদস্যকে আটক রেখেছে এবং বন্দি বিনিময়ের জন্য পাকিস্তান সরকারকে সাত দিনের সময়সীমা বেঁধে দিয়েছে। বালুচ লিবারেশন আর্মির হুঁশিয়ারি, যদি এই সময়ের মধ্যে আলোচনা না এগোয় তবে বন্দি সেনাদের মৃত্যুদণ্ড প্রায় নিশ্চিৎ। সংগঠনের মিডিয়া শাখা হাক্কাল-এর জারি করা একটি বিবৃতিতে এই হুঁশিয়ারির কথা জানানো হয়েছে।

বিচ্ছিন্নতাবাদী জঙ্গি গোষ্ঠী বালুচ লিবারেশন আর্মি (বিএলএ) দাবি করেছে যে, তারা পাকিস্তানের নিরাপত্তা বাহিনীর সাত সদস্যকে আটক রেখেছে এবং বন্দি বিনিময়ের জন্য পাকিস্তান সরকারকে সাত দিনের সময়সীমা বেঁধে দিয়েছে। বালুচ লিবারেশন আর্মির হুঁশিয়ারি, যদি এই সময়ের মধ্যে আলোচনা না এগোয় তবে বন্দি সেনাদের মৃত্যুদণ্ড প্রায় নিশ্চিৎ। সংগঠনের মিডিয়া শাখা হাক্কাল-এর জারি করা একটি বিবৃতিতে এই হুঁশিয়ারির কথা জানানো হয়েছে। পাশাপাশি একটি ভিডিও বার্তাও প্রকাশ করা হয়েছে। যেখানে বলা হয়েছে যে, পাক সেনার হাতে আর মাত্র ছয়’দিন সময় আছে। বালুচ আর্মির হুঁশিয়ারির প্রেক্ষিতে এখনও পর্যন্ত পাকিস্তানের সামরিক বা সরকারি কর্তৃপক্ষের কাছ থেকে তাৎক্ষণিকভাবে কোনও আনুষ্ঠানিক প্রতিক্রিয়া পাওয়া যায়নি। বালুচ আর্মির তথ্য অনুসারে, ক্ষ্মঅপারেশন হেরোফক্ষ্ম এর দ্বিতীয় পর্যায়ে পাক সেনাদের আটক করা হয়েছিল। এই জঙ্গি গোষ্ঠী জানিয়েছে যে, তাদের যোদ্ধারা অভিযানের সময় বিভিন্ন অপারেশনাল ফ্রন্টে পাকিস্তানি নিরাপত্তা বাহিনীর মোট ১৭ জন সদস্যকে আটক করেছে। এদের মধ্যে দশজনকে সতর্কী করার পর মুক্ত করে দেওয়া হয়েছে, কারণ এই পাক সেনারা জাতিগতভাবে বালুচ ছিলেন। তবে এরা স্থানীয় পুলিশের কাজে জড়িত। সংগঠনটি জানিয়েছে যে জাতিগত স্বার্থ, স্থানীয় পরিচয় বিবেচনা করে এইসব পাক সেনাদের মুক্তি দেওয়ার সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছিল। বালুচ আর্মির বিবৃতি অনুসারে, বাকি সাতজন বন্দি পাক সেনা পাকিস্তানি সেনাবাহিনীর নিয়মিত সদস্য। সংগঠনটি বলেছে যে, বন্দি সেনারা তাদের হেফাজতে রয়েছেন এবং তাঁদের বিরুদ্ধে বালুচ জাতীয় আদালতে মামলা চলছে। সংগঠনটি দাবি করেছে যে, এই মামলা চলাকালীন, আটক ব্যক্তিদের বিরুদ্ধে সাধারণ জনগণের বিরুদ্ধে পদক্ষেপ,

জোরকরে গুম করতে সহায়তা ও মদত দেওয়া এবং বালুচ জনগণের বিরুদ্ধে

গণহত্যার অভিযোগ তোলা হয়েছে। শুনানির সময় অভিযুক্তদের অভিযোগের জবাব দেওয়ার সুযোগ দেওয়া হয়েছে, প্রমাণ উপস্থাপন করা হয়েছে এবং স্বীকারোক্তিমূলক বিবৃতি রেকর্ড করা হয়েছে। বালুচ আর্মি এক বিবৃতিতে বলেছে, ক্ষ্মবেলুচ লিবারেশন আর্মি বিশ্বাস করে যে যুদ্ধের পরিস্থিতিতেও নীতি, নিয়ম এবং পারস্পরিক দায়িত্ব বিদ্যমান। এখন সিদ্ধান্ত দখলদার পাকিস্তানি রাষ্ট্রের উপর নির্ভর করে যে তারা তাদের কর্মীদের জীবন রক্ষার জন্য গুরুতর পদক্ষেপ নেবে নাকি যথারীতি নীরবতা এবং উদাসীনতা অবলম্বন করে ভাড়াটে কর্মীদের মৃত্যু পছন্দ করে। দোষী সাব্যস্ততা এবং মৃত্যুদণ্ড ঘোষণা করার পরেও, বিএলএ বলেছে যে তারা পাকিস্তানকে সাত দিনের অতিরিক্ত সময় দেওয়ার সিদ্ধান্ত নিয়েছে। দসংগঠনটি বলেছে যে, যদি পাকিস্তানি রাষ্ট্র এই সময়ের মধ্যে আনুষ্ঠানিকভাবে যুদ্ধবন্দি বিনিময়ের ইচ্ছা প্রকাশ করে, তাহলে পাকিস্তানি কর্তৃপক্ষ আটক বালুচ বন্দিদের মুক্তির বিনিময়ে সাতজন আটক ব্যক্তিকে বিনিময় করা যেতে পারে। সংগঠনটি বলেছে যে, তারা এর আগে বেশ কয়েকবার বিনিময়ের প্রস্তাব দিয়েছে।

যদিও পাকিস্তানি কর্তৃপক্ষ তাতে কর্ণপাত করেনি। পাক সেনা কর্মীদের জীবন উপেক্ষা করেছে। পাকিস্তান, বালুচিস্তানে তাদের উপস্থিতিকে ক্ষ্মদখলক্ষ্ম হিসাবে চিহ্নিত করার বিষয়টি ধারাবাহিকভাবে প্রত্যাখ্যান করেছে এবং বিএলএকে একটি সন্ত্রাসবাদী সংগঠন হিসেবে বিবেচনা করে। বিচ্ছিন্নতাবাদী গোষ্ঠীটি পাকিস্তানে নিষিদ্ধ এবং মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র এবং ব্রিটেন-সহ বেশ কয়েকটি দেশ এটাকে সন্ত্রাসবাদী সত্তা হিসেবেও মনোনীত করেছে।

আওয়ামী লীগের ভবিষ্যৎ, কৌশলী তারেক রহমান

বিপুল জয় বিএনপি’র। বাংলাদেশে আওয়ামী লীগের কী ভবিষ্যৎ? শনিবার বাংলাদেশের ভাবী প্রধানমন্ত্রী তারেক রহমান সংবাদিক বৈঠকে আওয়ামী লীগ সমর্থকদের ভবিষ্যৎ নিয়ে প্রতিক্রিয়া দিয়েছেন। যা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ বলে মনে করা হচ্ছে। সাংবাদিক বৈঠকের শেষের দিকে, একজন সাংবাদিক তারেক রহমানকে জিজ্ঞাসা করেছিলেন, ক্ষ্মবাংলাদেশের অনেক মানুষ আওয়ামী লীগের সমর্থক। তাদের জন্য কী ধরণের ব্যবহার অপেক্ষা করছে? অল্প কথার মানুষ হিসেবে পরিচিত তারেক রহমানের ইঙ্গিতপূর্ণ জবাব ছিল, ক্ষ্মআইনের শাসন নিশ্চিত করাক্ষ্ম অর্থাৎ, কেউ দোষ করলে আইন মেনে তার শাস্তি নিশ্চিত করাই হবে তারেক সরকারের লক্ষ্য। ২০২৪ সালের জুলাইয়ের বিক্ষোভের পর থেকে, অনেক আওয়ামী লীগ সমর্থক জনজীবন থেকে সরে এসেছেন। অনেকেই কেবল দলের সঙ্গে যোগাযোগের জন্য ফৌজদারি অভিযোগের মুখোমুখি। বাস্তবতা হল যে আওয়ামী লীগের ভোট ভাগাভাগি হয়েছে। ভোটে প্রতিদ্বন্দ্বিতার সুযোগ ছিল না মুজিবের দলের। ফলে এই দলের সমর্থকরা মূলত বাংলাদেশ জাতীয়তাবাদী দল (বিএনপি)-কেই ভোট দিয়েছে বলে প্রাথমিকভাবে ইঙ্গিত মিলেছে। আসন্ন বিএনপি সরকার এখন একটি সূক্ষ্ম ভারসাম্যমূলক পদক্ষেপের মুখোমুখি। শেখ হাসিনার ক্ষমতাচ্যুতির পর যে ধরণের নির্বিচার রাজনৈতিক নির্যাতন অতি সাধারণ হয়ে উঠেছিল, সেই ধরণের আচরণ না করে আওয়ামী লীগের প্রতি জনগণের ক্রমবর্ধমান ক্ষোভের সমাধান করতে হবে। প্রধানমন্ত্রী তারেক রহমানের চ্যালেঞ্জ হবে, আওয়ামী লীগ নেতাদের উপর থেকে ভুয়ো মামলা খারিজ করে দেওয়া এবং নিশ্চিত করা যে হিংসার প্রকৃত অপরাধীরা যেন রেহাই না পায়। ২০২৬ সালের নির্বাচনের ফলাফলের প্রাথমিক বিশ্লেষণে দেখা গিয়েছে যে, বয়কটের আহ্বান সত্ত্বেও, আওয়ামী লীগ থেকে বিএনপিতে ভোট স্থানান্তর হয়েছে। প্রাক্তন শাসদ দলের যেসব সমর্থক ভোট দিতে চেয়েছিলেন, তাদের সমর্থন ছিল মূলত বিএনপি-কেই। এই পরিবর্তনের একটি প্রধান কারণ হল জাতীয় পরিচয়। আওয়ামী লীগ এবং বিএনপি উভয়ই ১৯৭১ সালের মুক্তিযুদ্ধের ঐতিহাসিক তাৎপর্য স্বীকার করে। বিপরীতে, সংঘাতের সময় পাকিস্তানের পক্ষ নেওয়া জামায়াতে ইসলামীর অবস্থান সর্বদা পাকিস্তানপন্থী ছিল, এমনকী পাকিস্তান বাংলাদেশি জনগণের উপর ভয়াবহ নৃশংসতা চালানোর পরেও। যারা রাষ্ট্রের ধর্মনিরপেক্ষ এবং জাতীয়তাবাদী ভিত্তিকে অগ্রাধিকার দেয় তাদের কাছে জামায়াত এখনও অচ্ছুৎ। বাংলাদেশের সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ের মধ্যে বিএনপি-র সমর্থন বেড়েছে। অতীতে এই সংখ্যালঘুদের অধিকাংশ ঐতিহাসিকভাবে আওয়ামী লীগের দিকে ঝুঁকে ছিল। তারেক রহমানের অন্তর্ভুক্তিমূলক ক্ষ্মসমান বাংলাদেশএর প্রতিশ্রুতি সংখ্যালঘু ভোটারদের আশ্বস্ত করেছে। সংখ্যালঘুরা বিএনপিকে জামায়াতের রক্ষণশীলতার নিরাপদ বিকল্প হিসেবে মনে করেছেন। ইশতেহারে তারেক রহমানের প্রতিশ্রুতি ছিল, বাংলাদেসে সংখ্যালঘুদের নিশানা করা এবং নির্যাতন বন্ধ করা হবে। মহিলা ভোটাররাও সমানভাবে গুরুত্বপূর্ণ ছিলেন।শরিয়া আইন প্রতিষ্ঠা, জামায়াত প্রধানের সাম্প্রতিক মন্তব্যে বিপদের আঁচ করেছিলেন মহিলারা। ফলে তাঁদের ভোট বিএনপির পক্ষে গিয়েছে। এমনকী জামায়াতের বন্ধু, ন্যাশনাল সিটিজেন পার্টি (এনসিপি) ইসলামী সংগঠনের সঙ্গে সম্পর্ক নিয়ে অভ্যন্তরীণ মতবিরোধের সম্মুখীন হয়েছে। অবশেষে, আওয়ামী লীগের উপর নিষেধাজ্ঞা সম্পর্কিত একটি ষড়যন্ত্র তত্ত্ব সম্ভবত বিএনপির পক্ষে মানুষের রায় পেতে সাহায্য করেছে। যদিও অনেক বাংলাদেশি ২০২৪ সালের বিক্ষোভকে স্বাভাবিক হিসেবে দেখেছিলেন। ভবিষ্যতে রাজনৈতিক ব্যবস্থা থেকে অন্য কোনও দলকে একইভাবে বিচ্ছিন্ন করে দেওয়া হতে পারে এই আশঙ্কায়, ভোটাররা স্থিতিশীলতা নিশ্চিত করার জন্য বিএনপিকে প্রশ্নাতীত ভোট দেওয়ার সিদ্ধান্ত নেন। আওয়ামী লীগের শক্ত ঘাঁটিগুলিতে কৌশলগত যোগাযোগ এবং ভোটারদের উপর মনোযোগ কেন্দ্রীভূত করারও কাজেও সফল বিএনপি। আওয়ামী লীগের ভোটাররা যাতে এবার বিএনপিকে বেছে নেয় তা নিশ্চিত করার জন্য সর্বাত্মক প্রচেষ্টা চালানো হয়েছিল। বিএনপি নিশ্চিত করেছিল যে, জামায়াতের পরিবর্তে তারা আওয়ামী লীগের ভোটারদের জন্য স্বাভাবিক পছন্দ। রাজনৈতিক প্রতিহিংসায় ক্লান্ত বাংলাদেশ। আশা, দেশে দৃঢ়ভাবে ‘আইনের শাসন’ প্রতিষ্ঠা করতে পারবে বিএনপি ও আওয়ামী লীগের সমর্থকদের মধ্যে পুনর্মিলনের সেতু হয়ে উঠবে।

ভোটমুখী বাংলার মন বুঝতে ‘সার্ভে টিম’ দিশাহারা বিজেপির

লক্ষ্মীর ভাণ্ডার তো ছিলই। তার সঙ্গে এবার যুক্ত হয়েছে যুবসাথীও। রাজ্য সরকারের এই দুই সামাজিক প্রকল্প নিয়ে চিন্তার ভাঁজ বিজেপির কপালে। এই দুই প্রকল্প যে তাদের উদ্বেগ বাড়িয়ে দিয়েছে, তা স্পষ্টতই দৃশ্যমান। জানা গিয়েছে, বিধানসভা নির্বাচনকে সামনে রেখে এই প্রকল্পগুলির রাজনৈতিক প্রভাব কতটা গভীরে পৌঁছেছে, তা খতিয়ে দেখতে বিজেপির কেন্দ্রীয় নেতৃত্ব ইতিমধ্যেই রাজ্যে সার্ভে টিম নামিয়ে সমীক্ষা শুরু করে দিয়েছে। বিজেপি সূত্রের খবর, সমীক্ষা দলের প্রতিনিধিরা জেলা ধরে ধরে উপভোক্তাদের সঙ্গে সরাসরি কথা বলছে। প্রকল্পগুলি নিয়ে মানুষের সন্তুষ্টি, রাজনৈতিক মনোভাবের পরিবর্তন এবং ভোটের সিদ্ধান্তে তার প্রভাব-সব কিছুই বিস্তারিতভাবে নথিভুক্ত করা হচ্ছে। পাশাপাশি সরকারের বিরুদ্ধে কোথায় ক্ষোভ জমছে, সেটিও চিহ্নিত করার চেষ্টা চলছে। সূত্র মারফত আরও জানা গিয়েছে, গ্রাম এবং শহরতলি-দুই এলাকাতেই মহিলাদের মধ্যে লক্ষ্মীর ভাণ্ডারের গ্রহণযোগ্যতা অপরিসীম। মাসিক এই আর্থিক সহায়তা সংসারের নিত্যপ্রয়োজনীয় খরচ সামলাতে বড় ভরসা হয়ে উঠেছে বলে উপভোক্তাদের বড় অংশ মত দিচ্ছেন। একইভাবে যুবসাথী প্রকল্প পড়ুয়া ও বেকার যুবকদের মাসিক ভাতা পড়াশোনা চালানো ও চাকরির প্রস্তুতিতে কার্যকর ভূমিকা নিচ্ছে-এমন প্রতিক্রিয়াই উঠে আসছে সমীক্ষায়।

এই সমীক্ষার রিপোর্টের উপর ভিত্তি করেই বাংলার দায়িত্বপ্রাপ্ত বিজেপির কেন্দ্রীয় নেতারা রাজনৈতিক কৌশল সাজাতে চলেছে বলে জানা যাচ্ছে। কোন এলাকায় আক্রমণাত্মক প্রচার, কোথায় বিকল্প উন্নয়ন মডেল তুলে ধরা হবে কিংবা কোথায়, কোন স্থানীয় ইস্যুকে সামনে আনা হবে-এই সব সিদ্ধান্তই নির্ভর করবে এই সামাজিক প্রকল্পগুলির প্রভাব কতটা গভীর হয়েছে তার উপর। রাজনৈতিক মহলের মতে, এতদিন এই প্রকল্পগুলিকে ‘ফ্রি স্কিম’ বলে আক্রমণ করলেও বাস্তবে যে এগুলি বিপুল জনসমর্থন তৈরি করেছে, তা এখন আর বিজেপির অস্বীকার করার জায়গা নেই।

বিশেষ করে মহিলা ও যুব ভোটারদের মধ্যে এর প্রভাব ভবিষ্যৎ নির্বাচনে বড় ফ্যাক্টর হয়ে উঠতে পারে। সব মিলিয়ে লক্ষ্মীর ভাণ্ডার ও যুবসাথী ঘিরে তৈরি হওয়া সামাজিক বাস্তবতা রাজ্যের রাজনৈতিক সমীকরণ বদলে দিতে পারে বলেই মনে করছেন বিশ্লেষকরা। বিজেপির চলমান সমীক্ষার ফলই এখন ঠিক করবে, আগামিদিনে তাদের লড়াইয়ের রূপরেখা।

রাজস্থানে বন্ধ কারখানায় ভয়াবহ আগুন, মৃত ৭

সকালে কাজের ব্যস্ততার মাঝেই বড়সড় দুর্ঘটনা। কারখানার ভিতরে একের পর এক সিলিন্ডার বিস্ফোরণের গগনভেদী শব্দ, দাউদাউ আগুন আর আকাশছোঁয়া ঘন কালো ধোঁয়ার কুণ্ডলী। রাজস্থানের আলওয়ারে এই অগ্নিকাণ্ডের ঘটনায় আগুনে ঝলসে প্রাণ হারালেন অন্তত সাতজন শ্রমিক। জখম আরও অনেকে। মৃতের সংখ্যা আরও বেড়ে যাওয়ার আশঙ্কা। সোমবার বেলার দিকে কুরুক্ষেত্র শিল্পতালুকের একটি রাসায়নিক কারখানায় আগুন নেভাতে ছুটে যায় দমকলের ৬টি ইঞ্জিন। দীর্ঘক্ষণ পর আগুন নিয়ন্ত্রণে এলেও বিশাল ক্ষয়ক্ষতি হয়েছে বলে খবর। কারখানার সমস্ত সামগ্রী পুড়ে ছাই হয়ে গিয়েছে। কিন্তু কীভাবে এত বড় আগুন লাগল, তা এখনও অজানা।

ঘটনায় প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি এবং রাজস্থানের মুখ্যমন্ত্রী ভজনলাল শর্মা হতাহতদের পরিবারের প্রতি সমবেদনা জানিয়েছেন। প্রাথমিকভাবে দমকল সূত্রে জানা গিয়েছে, কুরুক্ষেত্র শিল্পতালুকের এই রাসায়নিক কারখানাটি কয়েকমাস ধরে বন্ধ ছিল। সেখানে বিপুল পরিমাণ কার্ডবোর্ড স্তূপ করে রাখা হয়েছিল। সেইসঙ্গে বেশ কয়েকটি গ্যাস সিলিন্ডার মজুত করা ছিল। সম্ভবত সেই সিলিন্ডার ফেটেই আগুন লেগেছে।

পাকিস্তান হারতেই ভেঙে চুরমার শয়ে শয়ে টিভি!

‘ঐতিহ্য’ মেনেই হতাশায় ডুবল পাক মুলুক

নিজস্ব প্রতিবেদন ঃ পাকিস্তানকে নিয়ে আশা আরও বেড়ে যায় প্রথম ওভারেই অভিষেক শর্মা আউট হওয়ার পর। কিন্তু পাকিস্তানের হাত থেকে ম্যাচ কেড়ে নেন ঈশান কিষান। কথায় বলে, হিস্ট্রি রিপিটস ইটসেলফ। ভারতের কাছে হারলে পাকিস্তানে নাকি হাজারে হাজারে টিভি ভাঙে! দীর্ঘদিন এমন টিপ্পনী চলে আসছে ক্রিকেটমহলে। সেই ‘ট্র্যাডিশন’ অব্যাহত থাকল রবিবারও। চিরাচরিত ধারা মেনে ভারতের কাছে কচুকাটা হল পাকিস্তান। ম্যাচের পর টিভি ভেঙে চুরমার করলেন পাক ভক্তকুল। সেই ভিডিও ভাইরাল হয়েছে নেটদুনিয়ায়। রবিবারের আগে টি-২০ বিশ্বকাপে সবমিলিয়ে ৮ বার মুখোমুখি হয়েছে ভারত-পাকিস্তান। তারমধ্যে সাতবারই ভারত জিতেছে। পাকভক্তদের আশা ছিল, এবারের বিশ্বকাপে সেই ছবিটা পালটে দেওয়া যাবে। কারণ টুর্নামেন্টের সব ম্যাচ শ্রীলঙ্কায় একই পরিবেশে খেলছে পাকিস্তান। আবহাওয়া, পরিবেশ, পিচ-সমস্ত কিছুতেই অনেক বেশি মানিয়ে নেওয়ার সুযোগ পেয়েছেন সলমন আলি আঘারা। পাকিস্তানকে নিয়ে আশা আরও বেড়ে যায় প্রথম ওভারেই অভিষেক শর্মা আউট হওয়ার পর।কিন্তু পাকিস্তানের হাত থেকে ম্যাচ কেড়ে নেন ঈশান কিষান। মাত্র ৪০ বলে ৭৭ রানের দুর্ধর্ষ ইনিংস খেলেন কঠিন পিচে। যে উইকেটে অন্য ব্যাটাররা রান করতে রীতিমতো সংগ্রাম করেছেন, সেখানে ঈশান অনায়াস ভঙ্গিতে রান তুলেছেন। ১৭৫ রান তাড়া করে জেতা পাকিস্তানের পক্ষে অসম্ভব ছিল। শেষ পর্যন্ত ১১৪ রানে গুটিয়ে যায় পাক ব্যাটিং লাইন আপ। ৬১ রানে ম্যাচ জিতে সুপার এইটে জায়গা করে নিয়েছে ভারত।ম্যাচ শেষ হতেই ভাইরাল হয়েছে পাকভক্তের হতাশার ভিডিও। সেখানে দেখা যাচ্ছে, ব্যাট দিয়ে মেরে টিভি ভেঙে ফেলছেন এক পাক ভক্ত। টুকরো টুকরো হয়ে যাওয়া টিভির ভিডিও নিজেই শেয়ার করেছেন সোশাল মিডিয়ায়। যদিও নেটিজেনদের একাংশের দাবি, সস্তার প্রচার পেতে এহেন কাণ্ড করেছেন ওই পাক ভক্ত। তবে পাকিস্তানের একাধিক এলাকাতেই এইভাবে টিভি ভাঙার ঘটনা ঘটেছে। নেটিজেনদের অনেকে আবার বলেছেন, ভারতের বিরুদ্ধে পাকিস্তান হারবে সেটা কার্যত নিশ্চিত হয়ে গিয়েছে। তাই এই ম্যাচ থেকে হাড্ডাহাড্ডি লড়াইয়ের প্রত্যাশা না করাই ভালো।

পাকিস্তানকে নিয়ে আশা আরও বেড়ে যায় প্রথম ওভারেই অভিষেক শর্মা আউট হওয়ার পর। কিন্তু পাকিস্তানের হাত থেকে ম্যাচ কেড়ে নেন ঈশান কিষান। কথায় বলে, হিস্ট্রি রিপিটস ইটসেলফ। ভারতের কাছে হারলে পাকিস্তানে নাকি হাজারে হাজারে টিভি ভাঙে! দীর্ঘদিন এমন টিপ্পনী চলে আসছে ক্রিকেটমহলে। সেই ‘ট্র্যাডিশন’ অব্যাহত থাকল রবিবারও। চিরাচরিত ধারা মেনে ভারতের কাছে কচুকাটা হল পাকিস্তান। ম্যাচের পর টিভি ভেঙে চুরমার করলেন পাক ভক্তকুল। সেই ভিডিও ভাইরাল হয়েছে নেটদুনিয়ায়। রবিবারের আগে টি-২০ বিশ্বকাপে সবমিলিয়ে ৮ বার মুখোমুখি হয়েছে ভারত-পাকিস্তান। তারমধ্যে সাতবারই ভারত জিতেছে। পাকভক্তদের আশা ছিল, এবারের বিশ্বকাপে সেই ছবিটা পালটে দেওয়া যাবে। কারণ টুর্নামেন্টের সব ম্যাচ শ্রীলঙ্কায় একই পরিবেশে খেলছে পাকিস্তান।

কলোম্বোতেও হার

ভারতের দাপটে ফের লজ্জায় মাথা হেট পাক বাহিনীর

পহেলগামে সন্ত্রাসী হামলার জবাব পাকিস্তানকে দিতে ভারত অপারেশন সিঁদুর করেছিল। ভারতীয় এয়ারফোর্স সেবার তাক করে করে একেবারে জঙ্গিদের ঘাঁটিগুলোকে গুঁড়িয়ে দিয়েছিল। নুর খান এয়ারবেস থেকে মুরিদকেতে থাকা জঙ্গি ঘাঁটি এক লহমায় গুঁড়িয়ে দিয়েছিল ভারতীয় সেনাবাহিনী। যে দাপটের সঙ্গে সেদিন তারা পাকিস্তানকে জবাব দিয়েছিল সেই দাপটের ঝলক আমরা এবার দেখলাম সূর্য কুমার বাহিনীর খেলায়। অনেক নাটক বাজির পরে কলম্বোতে ভারতের বিরুদ্ধে ম্যাচ খেলতে নেমেছিল পাকিস্তান দল । আর কলম্বোর প্রেমাদাসা স্টেডিয়ামে অপারেশন সিঁদুর ২.০’র সাক্ষী থাকল যেন এবার ক্রিকেট বিশ্ব। ব্যাটিং হোক বা বোলিং সব বিভাগেই পাকিদের দর্পচূর্ণ করল ভারত। পাক বোলারদের যেমন রোলার চালিয়ে গুঁড়িয়ে দিলেন ইশান কিষান ঠিক তেমনি তাদের ব্যাটারদেরকে বোতলবন্দি করলেন ভারতীয় বোলাররা। সবমিলিয়ে সেদিনের মতন এদিন ও দিশেহারা দেখাল পাকিস্তান দলকে। কলম্বোয় ‘এ’ গ্রুপের ম্যাচে পাকিস্তানকে ৬১ রানে হারিয়ে দিল ভারত। ভারতের ১৭৫ রানের জবাবে ১১৪ রানে গুটিয়ে গেল পাকিস্তান আগের কয়েকটি আইসিসি ইভেন্টে ভারতের হয়ে এ কাজটা করেছেন বা করার চেষ্টা করেছেন রোহিত শর্মা। এবার টি-২০ বিশ্বকাপে যেন দায়িত্বটা কাঁধে তুলে নিয়েছেন ঈশান কিষান। দায়িত্ব হল একেবারে ‘ ফেলে পেটাও ‘ মানে বল দেখো আর মারো। সাদা রঙের গোল কোনো বস্তু যদি তোমার দিকে ধেয়ে আসে, তবে তার গন্তব্য যেন একটাই হয় গ্যালারি। তোমার সুবিধাজনক জায়গায় বল পড়ল কি পড়ল না, তাতে কিচ্ছু যায়,আসে না। ব্যাটিং করার সময় কাজ ওই একটাই;পেটানো, স্রেফ পেটানো! ভারতীয় এয়ারফোর্স যেমন ধুয়ে দিয়েছিল পাক সেনাবাহিনীকে ঠিক তেমন পাক বোলারদের ধুয়ে দিল ইশান কিষান। কলম্বোর প্রেমাদাসা স্টেডিয়ামে ঈশান নিজের দায়িত্বটা পালন করেছেন দারুণভাবে। কোনো কিছুরই তোয়াক্কা করলেন না। মাঝপথে পিঠের ব্যথায় কাতরাচ্ছিলেন, শুশ্রূষাও নিতে হলো। কিন্তু সেই সময়ও ঈশানের তর সইছিল না। ড্রেসিংরুম থেকে ফিজিও আসার সময়টুকুও যেন তাঁর কাছে পাহাড়সম বিরক্তির কারণ ছিল । ভয় পাচ্ছিলেন, ছন্দটা না আবার কেটে যায়! তবে এদিনের রাতটা ছিল ভারতের। আসলে ইশানেরই ছিল। ছন্দ হারানো তো দূর অস্ত, ব্যাট যেন তাঁর কথা শুনতেই নেমেছিল কলম্বোতে। আবরার আহমেদকে মারা সেই লেট কাটটার কথাই চিন্তা করুন। যেভাবে কবজির মোচড়ে চার মারলেন, তা এই জগতের কোনো দৃশ্য বলে মনে হচ্ছিল না। এর কয়েক বল পর আবার সেই আবরারকেই আছড়ে ফেললেন কাভারের উপর দিয়ে। পাকিস্তানের স্পিন-নির্ভর রণকৌশলকে স্রেফ

খড়কুটোর মতো উড়িয়ে দিয়ে ৪০ বলে ৭৭ রানের এক বিধ্বংসী ইনিংস

খেললেন ভারতীয় ওপেনার। তাঁর ওই ইনিংসই টস হেরে আগে ব্যাট করতে নামা ভারতকে এনে দিল ৭ উইকেটে ১৭৫ রানের সংগ্রহ। যে রান তাড়া করতে নেমে পাকিস্তান ১১৪ রানে অলআউট হয়ে ম্যাচ হেরেছে ৬১ রানে। প্রেমাদাসার উইকেটে বল কিছুটা ধীরে আসছিল। প্রথম ওভারেই যখন অভিষেক শর্মা টুর্নামেন্টে পরপর দ্বিতীয় ম্যাচে শূন্য রানে ফিরলেন, পাকিস্তান তখন রক্তের স্বাদ পাওয়া নেকড়ের মতো ক্ষিপ্র হওয়ার চেষ্টায় । কিন্তু তাদেরকে একেবারে খাঁচা বন্দি করে ফেললেন ইশান । পাওয়ারপ্লের মধ্যেই পাকিস্তান ৫ ওভার স্পিন করিয়ে ফেলল। টি-২০ বিশ্বকাপের ইতিহাসে পাওয়ারপ্লেতে ৫ ওভার স্পিন হওয়ার ঘটনা এর আগে ঘটেছে মাত্র ১২ বার। কিন্তু ইশান কিষান কি ওসবে ভয় পাওয়ার লোক! দ্বিতীয় ওভারে শাহীন শাহ আফ্রিদি একটু খাটো লেংথে বল ফেলতেই ব্যাকফুটে গিয়ে সেটাকে ওড়ালেন বিশাল এক ছক্কায়। ব্যাটের কানায় লেগে দু-একটা বল ক্যাচের মতো উঠে ফিল্ডারের পাশ দিয়ে বেরিয়ে যাচ্ছিল ঠিকই, কিন্তু ঈশানের আগ্রাসন তাতে কমেনি। আবরারের বিপক্ষে সুইপ আর কাট করলেন রাজকীয় ঢঙে। সাইম আইয়ুবের বিপক্ষে পা ব্যবহার করে লেংথটা আগেভাগেই বুঝে নিচ্ছিলেন। পাওয়ারপ্লে শেষে ভারতের স্কোর দাঁড়াল ১ উইকেটে ৫২; যেখানে ইশানের একার অবদানই ২৫ বলে ৪২! যে উইকেটে শট খেলাই কঠিন, সেখানে পাওয়ারপ্লেতে ইশানের এই রান সোনার চেয়েও দামি। ভারত-পাকিস্তান টি-২০ লড়াইয়ে পাওয়ারপ্লেতে কোনো ভারতীয়র এটিই এখন সর্বোচ্চ রান। ৬ ওভার পর ফিল্ডিং ছড়িয়ে গেল, কিন্তু ইশানের তেজ কমল না। পাওয়ারপ্লের ঠিক পরের ওভারেই টানা ৩ বলে ৩ চার মেরে বুঝিয়ে দিলেন, যতক্ষণ ক্রিজে আছেন, লাগাম তাঁর হাতেই থাকবে। আবরারকে চার মেরেই পূর্ণ করলেন মাত্র ২৭ বলে নিজের ফিফটি। টি-২০’তে এটি তাঁর দশম পঞ্চাশোর্ধ্ব ইনিংস। ভারত-পাকিস্তান টি-টুয়েন্টি বিশ্বকাপের লড়াইয়ে এটিই এখ ন দ্রুততম ফিফটি। সব মিলিয়ে ভারত-পাকিস্তান ম্যাচে তাঁর আগে আছেন শুধু মহম্মদ হাফিজ (২৩ বল, ২০১২) ও অভিষেক শর্মা (২৪ বল, ২০২৫)। ভারত-পাকিস্তান টি-২০ লড়াইয়ে বিরাট কোহলির ৮২*এবং ৭৮*-এর পর ইশানের ৭৭ এখন ভারতীয়দের মধ্যে তৃতীয় সর্বোচ্চ। কিছুদিনের বিরতির পর টি-টুয়েন্টি দলে ফিরে ৩৯ ম্যাচে ইশানের রান এখন ১,১৬৯, গড় ৩০.৭৬ আর স্ট্রাইক রেট ১৪৩.৭৮। ৫.৩ ওভারে রান যখন ১ উইকেটে ৬৪, ম্যাচ তখন পুরোপুরি ভারতের মুঠোয়। এর মধ্যেই বিপত্তি! রিভার্স সুইপ করতে গিয়ে নিজের ডান পা চেপে ধরে মাঠে শুয়ে পড়লেন ইশান। ব্যথায় কুঁচকে গেল মুখ। ফিজিও এসে স্ট্রেচিং করালেন, খেলা বন্ধ থাকল মিনিট দুয়েক। অন্য প্রান্তে দেখা গেল শাহীন আফ্রিদিও তাঁর ডান হাঁটুতে ব্যান্ডেজ বাঁধছেন। ইশান উঠে দাঁড়ালেন, জেদ চেপে বসা চোখে আবার গার্ড নিলেন। শেষ পর্যন্ত অবশ্য নবম ওভারে তাঁকে ফেরাতে পারল পাকিস্তান। সাইম আইয়ুবকে রিভার্স পুল করে চার মারার পরের বলেই একটু সরে গিয়ে লেগ সাইডে জায়গা করতে চেয়েছিলেন। কিন্তু বলটা ছিল কিছুটা ফুল লেংথের, সরাসরি আঘাত করল লেগ স্টাম্পের মাথায়। ৮.৪ ওভারে দলকে ৮৮ রানে রেখে যখন ইশান ফিরছেন, ভারতের ড্রেসিংরুম ততক্ষণে অনেকটাই চিন্তামুক্ত। নামিবিয়ার বিপক্ষে ৬১ রানের পর এটি টুর্নামেন্টে ইশানের টানা দ্বিতীয় হাফ সেঞ্চুরি। তবে এই ইনিংসটার মাহাত্ম্য আলাদা। প্রেমাদাসার কঠিন উইকেটে যেখানে সাহসের পাশাপাশি হিসাব কষে খেলার দরকার ছিল, ইশান দুটিই দেখিয়েছেন। শেষ দিকে শিবম দুবের ১৭ বলে ২৭ আর রিঙ্কু সিংয়ের ৩ বলে ১০ রানের ক্যামিওতে ভারতের স্কোরটা ১৭০ ছাড়িয়ে গেছে। তবে দিন শেষে প্রেমাদাসার আকাশটা ইশানের ওই ৭৭ রানের ঝলমলে আলোতেই উজ্জ্বল ।

পাকিস্তানকে খোঁচা অশ্বিনের

ফের বিশ্বকাপের মঞ্চে ভারতের কাছে হারল পাকিস্তান। গত বছর এশিয়া কাপে পাকিস্তানকে ৩ ম্যাচে হারানোর পর ভারত অধিনায়ক সূর্যকুমার যাদব রাখঢাক না করেই বলে দিয়েছিলেন, ইদানীং আর ভারত,পাকিস্তান ম্যাচে প্রতিদ্বন্দ্বিতা নেই। তাঁর কথাটা যে কতটা সঠিক, সেটা আবারও প্রমাণ হয়েছে রবিবারের ম্যাচে। আর ভারতের প্রাক্তন ক্রিকেটার রবিচন্দ্রন অশ্বিন মজা করে বলছেন, ভারত যা রান করেছিল, তাতে পাকিস্তানকে ‘ফলোঅন’ করানো যেত। টি,২০ বিশ্বকাপের গ্রুপ পর্বে ৬১ রানে চিরপ্রতিদ্বন্দ্বীদের হারিয়েছে মেন ইন ব্লু। প্রথমে ব্যাট করে ঈশান কিষানরা তোলেন ১৭৫ রান। শ্রীলঙ্কার কলম্বোর স্লো, স্পিন সহায়ক পিচে এই রানটা তাড়া করাটা পাকিস্তানি ব্যাটিং বিভাগের কাছে কার্যত অসম্ভব ছিল। বিশেষ করে জশপ্রীত বুমরা, বরুণ চক্রবর্তীদের বোলিং সামলানোটা নেহাত সহজ কথা নয়। ঠিক সেটাই হয়েছে। যা নিয়ে অশ্বিন বলছেন, ‘এই পিচে ১৭৫ রান! পাকিস্তানকে তো ফলোঅন করানো যেত। সত্যি বলছি, আমরা যদি আর ২০ রান বেশি করতাম, তাহলে ওখানে ফলোঅন করাতে পারতাম।’ এটা ঘটনা, ফলোঅন হয় টেস্টে। নিয়ম হল আগে ব্যাট করা দল ২০০ রানে এগিয়ে থাকলে ফলোঅন করাতে পারে। কিন্তু সেটা পাঁচদিনের টেস্টে। ২০ ওভারের খেলায় ৬১ রানে জয় তারই সমতুল্য বলে খোঁচা দিলেন অশ্বিন। এদিকে, ক্রিকেটের সংক্ষিপ্ততম ফরম্যাটের বিশ্বকাপে পাকিস্তানের দ্বিতীয় সর্বোচ্চ ব্যবধানে হারের নজির তৈরি হল। ২০১৪ সালের টি,২০ বিশ্বকাপে তারা ৮৪ রানে হেরেছিল ওয়েস্ট ইন্ডিজের কাছে। সেটাই টি, ২০ বিশ্বকাপে সবচেয়ে বড় রানে হারের নজির। ইতিহাস বলছে, টি,২০ বিশ্বকাপে ৯ ম্যাচের মধ্যে একমাত্র ২০২১ সাল বাদে প্রতিবার হেরেছে পাকিস্তান।

নয়া নজির সঞ্জয় কৃষ্ণমূর্তির

একাদশ ওভারে ক্রিজে গিয়ে শেষ পর্যন্ত খেললেন সঞ্জয় কৃষ্ণমূর্তি। আগ্রাসী ব্যাটিংয়ে পঞ্চাশ ছোঁয়া ইনিংস খেলে জয়ের ভিত গড়ে দিলেন তিনি। পেলেন ম্যাচ সেরার পুরস্কারও। চেন্নাইয়ে নামিবিয়াকে ৩১ রানে হারিয়ে টি-২০ বিশ্বকাপের সুপার এইটে খেলার আশা বাঁচিয়ে রেখেছে যুক্তরাষ্ট্র। দলের এই জয়ে সবচেয়ে বড় অবদান রাখা কৃষ্ণমূর্তি চারে নেমে করেন ৬৮ রান। তার ৩৩ বলের ইনিংসটি গড়া ছয়টি ছক্কা ও চারটি চারে। আন্তর্জাতিক টি-২০’তে এই প্রথম ফিফটির স্বাদ পেলেন কৃষ্ণমূর্তি। ম্যাচ সেরার পুরস্কারও জিতলেন প্রথমবার। তৃতীয় বলে জেরহার্ড ইরাসমাসকে ছক্কায় উড়িয়ে ডানা মেলে দেন ২২ বছর বয়সী কৃষ্ণমূর্তি। পরে বের্নার্ড শুলজকে মারেন টানা দুটি ছক্কা। সপ্তদশ ওভারে রুবেন ট্রাম্পেলমানের ওপর ঝড় বইয়ে দেন কৃষ্ণমূর্তি। ওভারের তৃতীয় বলে চারের পর টানা তিনটি ছক্কা মারেন তিনি। শেষ ছক্কায় ২৩ বলে স্পর্শ করে ফিফটি। পরে ইনিংসের শেষ দুই ওভারে দুটি করে চার হাঁকান ডানহাতি ব্যাটসম্যান ।

টি-২০ বিশ্বকাপে পরপর দুই ম্যাচে শূন্য করে অনাকাঙ্ক্ষিত নজির অভিষেক শর্মার

প্রথম তিন বল অফ সাইডে খেলে গ্যাপ খুঁজে পেলেন না অভিষেক শর্মা । পরের বল তিনি উড়িয়ে মারতে চাইলেন লেগ সাইডে, কিন্তু ঠিকমতো টাইমিং হলো না। মিড অনে সহজ ক্যাচ মুঠোয় জমালেন শাহিন শাহ আফ্রিদি। ভারতীয় ওপেনার নাম লেখালেন অনাকাঙ্ক্ষিত রেকর্ডে। টি-২০ বিশ্বকাপের হাইভোল্টেজ ম্যাচে রবিবার চার বল খেলে শূন্য রানে ফেরেন অভিষেক। কলম্বোয় ম্যাচের প্রথম ওভারে পাকিস্তান অধিনায়ক সালমান আলির দ্বিতীয় বলে ইশান কিষান এক রান নিয়ে স্ট্রাইক দেন অভিষেক। অফ স্পিনারকে টানা তিনটি ‘ডট’ খেলার পর, উইকেট উপহার দেন ২৫ বছর বয়সী বাঁহাতি ওপেনার। আসরে ভারতের প্রথম ম্যাচে যুক্তরাষ্ট্রের বিপক্ষে অভিষেক প্রথম বলে শূন্য রানে আউট হয়েছিলেন। পেটের সংক্রমণের কারণে তিনি খেলতে পারেননি পরের ম্যাচে নামিবিয়ার বিপক্ষে। চির প্রতিদ্বন্দ্বীদের বিপক্ষে ফিরে আবার তেতো স্বাদ পেত হলো তাকে। টি-২০ র র‍্যাঙ্কিংয়ের এক নম্বর ব্যাটসম্যান অভিষেক এবারই প্রথম খেলছেন বিশ্বকাপে। নিজের প্রথম দুই ম্যাচেই তিনি আউট হলেন শূন্য রানে। আইসিসির পূর্ণ সদস্য দলগুলোর মধ্যে ভারতের প্রথম ও বিশ্বের দ্বিতীয় ক্রিকেটার হিসেবে এই অভিজ্ঞতা হলো তার। প্রথম এই নজির গড়েন বাংলাদেশের ইমরুল কায়েস। ২০১০ বিশ্বকাপে নিজের প্রথম দুই ম্যাচে শূন্য রানে আউট হন তিনি পাকিস্তান ও অস্ট্রেলিয়ার বিপক্ষে। বিশ্বকাপে আর কখনও খেলার সুযোগ পাননি এই বাঁহাতি ওপেনার। ভারতের প্রাক্তন পেসার আশিস নেহরাও বিশ্বকাপে তার প্রথম দুই ইনিংসে শূন্য রানে আউট হয়েছিলেন। তবে সেটি তার প্রথম দুই ম্যাচ ছিল না। তৃতীয় ও চতুর্থ ম্যাচে শূন্য রানে ফিরেছিলেন তিনি। আশিষ নেহরাও বিশ্বকাপ ক্যারিয়ারে কোনো রান করতে পারেননি। ২০১০ ও ২০১৬ আসর মিলিয়ে ১০ ম্যাচের তিনটিতে ব্যাটিং পেয়ে সবকটিতে শূন্য রানে আউট হন তিনি। অভিষেক এমনিতেও আলোচনায় ছিলেন পাকিস্তানের বিপক্ষে ম্যাচের আগে। তাকে ‘স্রেফ একজন স্লগার, প্রপার ব্যাটসম্যান নয়’ বলে মন্তব্য করেন পাকিস্তানের পেসার মহম্মদ আমির। তার মন্তব্যের কড়া সমালোচনা করেন ভারতের স্পিন গ্রেট হরভজন সিং। টি-২০ ক্রিকেটে অনেক দিন ধরে দাপট দেখানো অভিষেকের সাম্প্রতিক সময়টা যদিও খুব একটা ভালো কাটছে না। সবশেষ ছয় ইনিংসের চারটিতেই শূন্য রানে আউট হলেন তিনি

নেপালের বিপক্ষে ক্যারিবিয়ানদের জয়ের ম্যাচে দুই কীর্তি জেসন হোল্ডারের

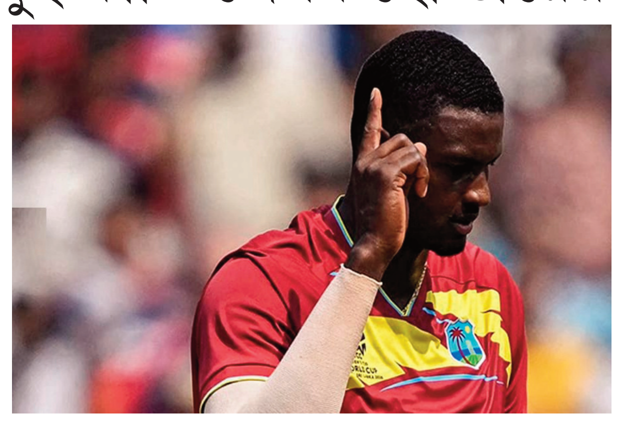

ম্যাচে নিজের প্রথম বলেই শিকার ধরা জেসন হোল্ডার পরে উইকেট নিয়েছেন আরও তিনটি। নেপালের বিপক্ষে চমৎকার বোলিংয়ে দারুণ দুটি কীর্তি গড়েছেন ওয়েস্ট ইন্ডিজের অভিজ্ঞ পেস বোলিং অলরাউন্ডার । মুম্বাইয়ে রবিবার নেপালকে ৯ উইকেটে হারিয়ে সবার আগে টি-টোয়েন্টি বিশ্বকাপের সুপার এইটে জায়গা করে নেয় ক্যারিবিয়ানরা। দলের জয়ের ভিতটা গড়ে দেন হোল্ডার। প্রতিপক্ষকে ১৩৩ রানে আটকে রাখার পথে বড় ভূমিকা রাখেন তিনি। চার ওভার বোলিং করে ২৭ রান দিয়ে ৪ উইকেট নেন হোল্ডার। টি-টোয়েন্টি বিশ্বকাপে এই প্রথম ম্যাচে চার উইকেট নিলেন তিনি। দুইবার করে পেয়েছিলেন তিনটি করে উইকেট। বল হাতে আলো ছড়িয়ে ম্যাচ সেরার পুরস্কার জিতে নেন হোল্ডার। এটাও তাকে দেয় আরেকটি প্রথমের স্বাদ। টি-টোয়েন্টি বিশ্বকাপে আগের আট ম্যাচে একবারও ‘ম্যান অব দা ম্যাচ’ হননি তিনি।ওয়াংখেড়েতে পঞ্চম ওভারে আক্রমণে এসেই আসিফ শেখকে বিদায় করে দেন হোল্ডার। ডিপ ফাইন লেগে ধরা পড়েন নেপাল ওপেনার। নিজের পরের ওভারে আসিফের বড় ভাই আরিফ শেখকেও ফেরান হোল্ডার। প্রথম দুই ওভারে স্রেফ ৪ রান দেন দেওয়া পেসারকে ১৮তম ওভারে বোলিংয়ে আনে ওয়েস্ট ইন্ডিজ। এবার টানা তিনটি চার হজম করেন হোল্ডার। ইনিংসের শেষ ওভারটি করতে এসে আবার ঘুরে দাঁড়ান তিনি। দ্বিতীয় ও শেষ বলে দুই উইকেট নেন ওভারে স্রেফ সাত রান খরচ করে । আসরে প্রথম দুই ম্যাচেও জয়ের স্বাদ পেয়েছে টি-টোয়েন্টির দুইবারের বিশ্ব চ্যাম্পিয়ন ওয়েস্ট ইন্ডিজ। স্কটল্যান্ড ও ইংল্যান্ডের পর নেপালকে হারানো দলটি ‘সি’ গ্রুপে নিজেদের শেষ ম্যাচে ইতালির মুখে ামুখি হবে, আগামী বৃহস্পতিবার ।

ম্যাচে নিজের প্রথম বলেই শিকার ধরা জেসন হোল্ডার পরে উইকেট নিয়েছেন আরও তিনটি। নেপালের বিপক্ষে চমৎকার বোলিংয়ে দারুণ দুটি কীর্তি গড়েছেন ওয়েস্ট ইন্ডিজের অভিজ্ঞ পেস বোলিং অলরাউন্ডার । মুম্বাইয়ে রবিবার নেপালকে ৯ উইকেটে হারিয়ে সবার আগে টি-টোয়েন্টি বিশ্বকাপের সুপার এইটে জায়গা করে নেয় ক্যারিবিয়ানরা। দলের জয়ের ভিতটা গড়ে দেন হোল্ডার। প্রতিপক্ষকে ১৩৩ রানে আটকে রাখার পথে বড় ভূমিকা রাখেন তিনি।

আমার বাংলা

নয়া জামানা

হুগলির ত্রিবেণীতে জাফর খান গাজি নামাঙ্কিত বাংলার প্রথম মসজিদ

খবরের কাগজ কিংবা সোশ্যাল মিডিয়া, ধর্ম নিয়ে কথা উঠলেই বাতাস সরগরম। কখনও মারপিট, দাঙ্গা আবার কখনও বা বিভেদের মাঝে মহামিলনের কথা সবকিছুই রয়েছে এই বাংলায়। আধুনিক সময়ে মানুষ নতুন করে ভাবতে শিখেছে। আজ হরদম বিয়ে হচ্ছে হিন্দু মুসলিম পরিবারের মধ্যে। ফ্ল্যাট বাড়ির যুগে প্রতিবেশী হিসেবেও ধর্ম নিয়ে ভাবেন না কেউই। স্কুল কলেজে আজ একই বেঞ্চে বসে সময় কাটায় সুমন, রফিকরা। এ তো গেল আজকের সময়ের কথা, কিন্তু এখন যা নিয়ে কথা বলব তা মোটেই একালের গল্প নয়। ইতিহাস বলছে, এটাই বাংলার প্রাচীনতম মসজিদ । স্থাপত্যরীতিতে স্বতন্ত্র। আজও মসজিদের গায়ে টেরাকোটার কারুকাজ ।ত্রয়োদশ শতাব্দীর শেষ দিকের কথা, মুঘল সম্রাটরা তখনও ভবিষ্যতের গর্ভে। ত্রিবেণীর হিন্দু রাজার রাজত্বে এক মুসলমান প্রজার বাড়িতে ধর্মীয় অনুষ্ঠান। কুরবানি দেওয়া হয়েছে একটি গরু। ব্যাস, আর রক্ষে নেই, হিন্দু রাজা শুনেই দণ্ড দিলেন প্রজাকে। প্রজাটিও বাধ্য হয়ে নালিশ জানালেন খোদ দিল্লির বাদশাহের কাছে।

দিল্লি-বাংলা কোঁদল, বড় রাজা-ছোট রাজার রেষারেষি সে যুগেও ছিল। শোনা মাত্রই বাদশাহ বিরাট সেনাবাহিনী পাঠালেন বদলা নিতে। শোনা যায়, আজকের হুগলি জেলার ত্রিবেণীর অদূরেই হয়েছিল সেই যুদ্ধ। হিন্দু রাজা বনাম মুসলিম সেনানায়ক জাফর খান গাজি । যুদ্ধে অবশ্য হার হয়েছিল হিন্দুদের। বিজয়ের পর শাসকের পদে বসেছিলেন জাফর খান গাজিই।

একাল কিংবা সেকাল বলে নয়, শাসক মাত্রই চেয়েছেন সিংহাসন জয়ের গৌরবকে বেশ জাঁকজমক সহকারে মানুষের মনে গেঁথে দিতে। কেউ বানিয়েছেন বিশালকায় মূর্তি, কেউ আকাশ-ছোঁয়া স্তম্ভ, মিনার, কেউ বা ধর্মস্থান। জাফর খানও তার ব্যাতিক্রম নন। আজও হুগলি জেলার ত্রিবেণীতে গেলে দেখতে পাওয়া যাবে জাফর খান গাজির নামাঙ্কিত সেই মসজিদ। মসজিদের সামনে বসানো আর্কিয়োলজিকাল সার্ভে অব ইন্ডিয়ার বোর্ড-এর দিকে তাকালেই জানা যাবে, সে দিনের যুদ্ধজয়ী মুসলমান সেনাপতির বানানো মসজিদটি তৈরি হয়েছিল ১২৯৮ সালে। আর সংলগ্ন দরগা, যেখানে আজও জাফর খান এবং তাঁর ছেলে-নাতি এমনকী পুত্রবধূরও কবর দেখতে লোকে ভিড় করে, তা গড়ে উঠেছিল ১৩১৫ সালে।

ইতিহাস বলছে, এটাই বাংলার প্রাচীনতম মসজিদ । স্থাপত্যরীতিতে স্বতন্ত্র। আজও মসজিদের গায়ে টেরাকোটার কারুকাজ। মসজিদের কাছেই দরগা, যেখানে জাফর খান গাজির সমাধি, তার দরজার গায়ে মঙ্গলঘটের মোটিফ। কোথাও আঁকা কল্পলতা, কোথাও তারা, ফুল, প্রদীপ। আরবিতে লেখা পাথরফলক যেমন আছে, তেমনই খোদিত আছে সংস্কৃত লিপিও। আছে দশাবতারের ছবি, দেবদেবীর মুখ। গোটা মসজিদটাই ইট এবং পাথরের অদ্ভুত কায়দায় বানানো। দরগায় জাফর ছাড়াও বেশ কয়েকটি সমাধি রয়েছে, যেগুলির মধ্যে উল্লেখযোগ্য জাফরের তৃতীয় পুত্র বর খাঁ গাজী ও তাঁর হিন্দু স্ত্রী, হুগলির রাজকন্যার সমাধি।

এ তো আজকের কথা নয়। প্রায় ৭২৪ বছরের পুরনো কোনো মসজিদের দেওয়ালে হিন্দু পুরাণের গাঁথা, সংস্কৃত শ্লোক, ভাবতে গেলেও থমকাতে হয় খানিক। শুনলে আরও অবাক হবেন, যে শাসক হিন্দু মন্দির ধ্বংস করে মসজিদ বানালেন, তিনিই আবার গঙ্গাপূজারী। ঐতিহাসিকরা বলেন, যেখানে জাফর খান মসজিদ নির্মাণ করেছিলেন, সেখানে নাকি আগে একটি হিন্দু মন্দির ছিল। সেই মন্দির ধ্বংস করেই তার উপাদান দিয়ে মসজিদ নির্মাণ করেন জাফর খান। মসজিদ সংলগ্ন দরগায় রয়েছে বিষ্ণুমূর্তি, বুদ্ধমূর্তি ও জৈন তীর্থঙ্কর পার্শ্বনাথের মূর্তিও। ধ্বংসের হাত ধরে হলেও, ভারতবর্ষের চারটি প্রধান ধর্ম মিলেমিশে আছে এখানে ।যিনি গঙ্গাস্তব লেখেন বা পাঠ করেন, তিনিই মসজিদও বানান, শুনতে অবাক লাগলেও সেই জিনিসই সম্ভব হয়েছিল সেকালে হুগলির ত্রিবেণীতে। গঙ্গার পশ্চিম পাড়ের উল্লেখযোগ্য জনপদ ত্রিবেণী । ভাগীরথী-যমুনা-সরস্বতী , এই তিন নদীর সঙ্গমেই এই জায়গার নাম হয়েছে ত্রিবেণী। গঙ্গার শীতল হাওয়া, নদীতীরের মনোরম পরিবেশ এসবই যেন বিবশ করে দিয়েছিল ইমানদার মুসলমান জাফর খানকেও ।তবে এই ইতিহাস শুধু হিন্দুবিদ্বেষেরই নয়। মিলনেরও এক অদ্ভুত রসায়ন খুঁজে পাওয়া যায় জাফর খাঁ গাজীর জীবনে। এক হিন্দু রাজার সঙ্গে যুদ্ধে নাকি মারা যান তিনি। তবে ইতিহাস যেখানে তল পায় না, বিশ্বাস সেখানে আঁচল পেতে দেয়। ৭২৪ বছরের পুরনো মসজিদ এখনও বর্তমান। দরগায় জাফর ছাড়াও বেশ কয়েকটি সমাধি রয়েছে, যেগুলির মধ্যে উল্লেখযোগ্য জাফরের তৃতীয় পুত্র বর খাঁ গাজী ও তাঁর হিন্দু স্ত্রী, হুগলির রাজকন্যার সমাধি। আজও স্থানীয় মুসলমানরা প্রার্থনা করেন এখানে, পথচলতি হিন্দুরাও মাথা ঠেকান দরগায়। আজও যেন ইতিহাসের দলিল হয়ে থেকে গেছে বাংলার প্রথম মসজিদ। বিভেদের মধ্যেও মিলনের কথা স্মরণ করিয়ে দিচ্ছে আমাদের। চণ্ডীমঙ্গল কাব্যের রচয়িতা মুকুন্দরাম চক্রবর্তীর কলমেও স্বীকৃতি পেয়েছে মুসলমান শাসকের সেই ইতিহাস ,

পাজোয়ায় বন্দিয়া যাবো শুভি খাঁ পীরে।
দফর খাঁ গাজীরে বন্দো ত্রিবেণীর ধারে।

মানুষটা যুদ্ধ করতে এসেছিলেন, তবে সেখানেই ছেদ পড়েনি তাঁর গঙ্গাপাড়ের সফরে। আজও থেকে গেছেন ত্রিবেণীর মসজিদেই। ত্রিবেণীর গঙ্গা যেন আজও ঢেউ উঁচিয়ে প্রণাম জানাচ্ছে বাংলার প্রথম মসজিদ নির্মাতাকে। আর জাফর খান গাজী মসজিদের ইতিহাসে মিলছে ধর্মীয় সম্প্রীতির স্বস্তিটুকু! সৌঃ বঙ্গদর্শন।

সম্পাদক ঃ মানস কুমার দাস । সংবাদ নয়া জামানার পক্ষে প্রকাশক ও স্বত্বাধিকারী মানস কুমার দাস কর্তৃক ১০৯,মেঘনাথ সাহা সরণী, নিউ ব্যারাকপুর,কলকাতা -৭০০১৩১ থেকে ডিজিটালি প্রকাশিত।